প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা

DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION

(D.El.Ed)

কোর্স - 503

প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা

ব্লক - 1

ভাষাবোধ

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

ব্লক - 1

ভাষাবোধ

ব্লক ইউনিট

একক 1 ভাষার প্রস্তবনা

একক 2 ভারতবর্ষের ভাষাসমূহ

একক 3 ভাষার শিক্ষণ ও শিখন

ব্লক পরিচয়

এই পাঠক্রমটি গড়ে তোলা হয়ে হয়েছে ভাষার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী জানতে আপনাকে সফল করে তোলার জন্য। আমরা আশা রাখি যে এই পাঠক্রমটি সম্পূর্ণ করার পর ভাষার প্রতি আপনার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি হয়ে উঠবেন আরো সংবেদনশীল শিখনকারী এবং ভাষার পাঠ শিক্ষণে আরো স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবেন। একক-1-এ আছে ভাষার স্বরূপ, ভাষার ব্যবহার এবং ভাষার মানসিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। একক-2-এ আমরা আপনাকে একটা ধারণা দেব ভারতের বহুভাষিক চরিত্র সম্বন্ধে এবং আমরা আলোচনা করব কিভাবে একটি দেশ হাজার হাজার ভাষা থাকা সত্ত্বেও একটি ভাষাতাত্ত্বিক অঞ্চল হিসাবে বিদ্যমান। এই এককে আমরা আলোচনা করব ভারতে যেসব ভাষা বলা হয় তার সংবিধানগত মর্যাদা সম্পর্কে। একক-3-এ ভাষা শিখন এবং ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি। শিশুরা জন্মেছে ভাষা শিক্ষার অনন্ত ক্ষমতা এবং সময়মত যখন 3-4 বছরের হয়, তারা সক্রিয়ভাবে ভাষার ব্যবহার করতে থাকে। খুব অল্প সময়েই তারা বুঝতে শুরু করে এবং নতুন বাক্যগুলি তৈরী করে আমাদের প্রমাণ দেয় যে তারা ভাষার গঠন অন্তর্ভুক্তি করতে পারছে। এটা সত্যিই লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয় যে শিশুরা কিভাবে এইরকম জটিল ব্যাকরণগত গঠন এত ছোটো বয়সে আয়ত্ত করতে পারে। তারা কি জন্মের সময়ই তাদের মস্তিষ্কে বিশ্ব ব্যাকরণ আত্মস্থ করে নেয়? আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব। আমরা আলোচনা করব ব্যাকরণ শিক্ষণ ভাষা শিক্ষণে কী ভূমিকা নেয় তা নিয়ে। আমরা দেখব ভাষা শিক্ষণের উপায়গুলির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি যেমন—ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি, সরাসরি পদ্ধতি, শ্রবণ-ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি, যোগাযোগের পদ্ধতি ইত্যাদি। একক-4-এ বলা হয়েছে শ্রবণ-ভাষাতাত্ত্বিকের পদ্ধতির কৌশল বিশদভাবে।

বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-1 : *ভাষার প্রস্তবনা*	2
2	একক-2 : *ভারতবর্ষের ভাষাসমূহ*	21
3	একক-3 : *ভাষার শিক্ষণ ও শিখন*	42

নোট

একক - 1 ভাষার প্রস্তাবনা

কাঠামো :

1.0—ভূমিকা।

1.1—শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

1.2—পরিধি।

1.3—ভাষা এবং ব্যাকরণ।

1.3.1—ভাষার শব্দ পদ্ধতি।

1.3.2—শব্দ গঠন।

1.3.3—বাক্য গঠন।

1.3.4—বক্তৃতা গঠন।

1.4—ভাষার মানদণ্ড।

1.5—ভাষার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী।

1.6—ভাষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী।

1.7—ভাষা এবং সাহিত্য।

1.8—ভাষার দক্ষতা।

1.9—সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

1.10—পঠন ও প্রাসঙ্গিক উত্থাপনা।

1.0. ভূমিকা :

এই এককে, আমরা ভাষা কি? সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করব। ভাষার সংজ্ঞা এবং পরিধি কি? ভাষাতে ব্যাকরণের ভূমিকা কি? ভাষাকে ভিত্তি করে কিভাবে আমরা শব্দ পদ্ধতি, শব্দ গঠন, বাক্য গঠন এবং তথ্য জানতে সক্ষম হব। আমরা ভাষার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করব।

আমরা ভাষার দক্ষতার গুরুত্ব সম্বন্দে আলোচনা করব এবং কিভাবে বিভিন্ন ভাষার মূল্যায়ন ও মূল্যান পদ্ধতির কাজ আছে তা আলোচনা করব। আমরা ভাষা সম্বন্ধে এবং সাহিত্যের সাথে ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করব।

নোট

1.1. শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

এই এককে বৃহৎভাবে ভাষার প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই একক পাঠ করার পর তোমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে উত্তর দিতে পারবে।

- ভাষা সম্বন্ধীয় ধারণা।
- সমাজ এবং ভাষার সম্পর্ক।
- ভাষা সম্বন্ধীয় মানুষের সহজাত দক্ষতা।
- ভাষার প্রকৃতি ও গঠন।
- কিভাবে ভাষা ব্যবহৃত হয়।
- ভাষা শিক্ষণ সম্বন্ধীয় মূল্যায়নের উপকরণাবলী।
- গঠনমূলক ও অগঠনমূলক যোগাযোগের পার্থক্য।

1.2. ভাষার পরিধি ও গুরুত্ব :

ভাষার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করার দুটি উপায়। সাধারণ লোকেরা যোগাযোগের মাধ্যমে ভাষাকে চেনে। ভাষাবিদরা সাধারণভাবে ব্যাকরণ ও অভিধানের মাধ্যমে ভাষার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এই দুটি পন্থা ভাষার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপের উপর কঠোরভাবে ভাষা ও ভাষার ব্যবহারের বহুমুখিতার প্রকাশ করে। এই কৌশলগুলি উল্লেখ করে যে ব্যাকরণ এবং অভিধানগুলির থেকে প্রদত্ত ভাষার বক্তারা পরে আসেন যা প্রদত্ত ভাষায় অস্তিত্ব বিরাজ করে। যতদূর সম্ভব আলাদা সাধারণ লোকেরা অথবা ভাষাবিদরা ঐ ব্যাপারে এমন.....এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা জান বক্তারা ছাড়া কোন ভাষা হয় না। অভিধানগুলি এবং ব্যাকরণগুলি তৈরী হতে পারে না যদি না ভাষার বক্তারা যারা অংশগ্রহণ করবে অভিধানগুলিও ব্যাকরণগুলি প্রস্তুতির ব্যাপারে ভাষাবিদদের সাথে অথবা সাধারণ লোকেদের সাথে। ভাষা গোষ্ঠী কেবলমাত্র ভাষা এবং ভাষার ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা জান বক্তারা ছাড়া কোন ভাষা হয় না। অভিধানগুলি এবং ব্যাকরণগুলি তৈরী হতে পারে না যদি না ভাষার বক্তারা যারা অংশগ্রহণ করবে অভিধানগুলিও ব্যাকরণগুলি প্রস্তুতির ব্যাপারে ভাষাবিদদের সাথে অথবা সাধারণ লোকেদের সাথে। ভাষা গোষ্ঠী কেবলমাত্র ভাষা এবং ভাষার ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভাষাগোষ্ঠী গঠিত হয় লোকেদের দ্বারা যারা একটি প্রদত্ত ভাষায় কথা বলে এবং প্রদত্ত ভাষাকে আকৃতি ও মানদণ্ড প্রদান করে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভাষা গড়ে ওঠে যেমনভাবে মানুষেরা বিভিন্ন দশার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে। কোন সমাজ বা ভাষাগোষ্ঠী কি ছিল, অভিধানগুলোর অথবা ব্যাকরণগুলোর কোন মূল্য নেই। তাই ভাষার সংজ্ঞা দিতে হলে আমাদেরকে ভাষার বিবর্তনের সাথে বিভিন্ন ভাষার দক্ষতা সম্বন্ধে বুঝতে হবে।

সর্বোপরি ভাষা একজন মৌলিক ব্যক্তির পরিচিতির সাহায্যে সম্পর্কযুক্ত হয়। যখন একজন কথা বলে যে সে 'গণ্ডী' ভাষায় কথা বলে, সে কেবলমাত্র বলে না যে ভাষায় সে কথা বলে।

নোট

সে যে সমাজে বাস করে এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার ও নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সে বেশী করে বলে। সে নির্দেশ করে কোন্ শ্রেণীর লোকেদের সাথে সে বাস করে এবং সেই শ্রেণীসম্বন্ধে খোলাখুলি বলে যেখানে সে ফিরে যাব পরে যা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে।

দ্বিতীয়তঃ ভাষার বক্তা এই সকল উৎপাদকগুলি হিসাব করে যেগুলো তার জীবনের একটি ঘটনা। কাকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে, কাকে ভালবাসা যাবে, কে এতই ঘৃনিত এবং কে হয় ছোট ইত্যাদি তাঁদের বাকী পরিচিত পায় ভাষা থেকে যেগুলো শোনা যায় তাদের দ্বারা বলার মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে সমাজের সাথে ভাষার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। ভাষা একটা মাধ্যম যা নিয়ন্ত্রণ করে এবং শ্রেণী কাঠামোও সংযত করে।

ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হল ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এটার উল্লেখ করা আশ্চর্যের বিষয় যে সারা বিশ্বের শিশুরা, সামাজিক শ্রেণী অথবা ভৌগোলিক অবস্থান যেখানে তারা বাস করে, পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত হয়ে আদেশ ভরে তারা যে ভাষায় কথা বলে। কালক্রমে সে চার বছরে মেয়ে, শিশুটি তার নিজের ভাষায় গড়ে উঠে যেটা একটা প্রদত্ত ভাষার যথোপোযুক্ত শব্দ ও ব্যাকরণের শুদ্ধতাকে মানান সই করে। আমরা এটা খোঁজ না করতে চার বছরের মেয়েকে নতুন গল্পগুলো বলি এবং তার থেকে একই বিষয় শুনি।

ভাষার অন্য গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যরূপ আছে। ভাষা একটি মাধ্যম যা দূরত্বকে বাতিল করে। একজন বন্ধু যে হাজার হাজার মাইল দূরে বাস করে তোমার থেকে, হতাশ হতে পারে অতিরিক্ত ফোনের জন্য এবং ঐ রাগ প্রশমিত হতে পারে যদি তুমি তাকে স্মরণ কর পুনরায় এবং তার রাগ প্রশমিত কর। কিভাবে এটা ঘটতে পারে? কেবলমাত্র যথোপযুক্ত ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে।

এটাও অত্যন্ত সাধারণ যে শিশুরা ভাষা শেখে পরিবেশ, পরিবার, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের দ্বারা যে ভাষায় তারা কথা বলে। ভাষার শেখার ক্ষমতার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি নেই ঘটনাটিকে যে আমরা কেবলমাত্র একটা ভাষা শিখতে পারি। প্রতিটি ব্যক্তিরই বিভিন্ন ভাষার দৃশ্যরূপকে অর্জন করে, বিভিন্ন স্তর থেকে ব্যবহার করে এবং বহুবিধ ভাষা শিক্ষা করে। বাস্তবিকভাবে, বহু ভাষাভাষিত্ব হল গঠনশীল মানুষ হিসাবে।

ভাষার গঠনগত দৃশ্যরূপ হল আবিষ্কার করতেও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই দৃশ্যরূপ পরবর্তী এককে আলোচনা করব। ভাষার সামগ্রিক ধারণা হল যে প্রতিটি ভাষা একটা নির্দিষ্ট আদর্শের নিয়মকানুনগুলোর উপর নির্ভর করে শব্দগুলোর, স্বরগুলোর, ব্যাকরণেরও ব্যবহারের স্তরগুলোতে। আমরা সরলভাবে ভাষার স্বরগুলোর ব্যবহার কোনক্রমে আমরা পছন্দ করি কঠিন নিয়মগুলো আছে যা সংজ্ঞা দেয় ঐ ক্রমকে, নতুবা আমরা ব্যাকরণগত গঠনকে ব্যবহার করতে পারি না যা নিয়মগুলোর আদর্শের দ্বারা নির্দেশিত হয় না। যা ভাষাকে চালনা করে। নতুবা আমরা একটা ভাষার বাক্যগুলোকে সাজাতে পারি না লক্ষ্যহীন আদেশে যাতে তারা ন্যায়সংগত কথোপকথন গঠন করতে পারে।

তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত ভাষার প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে এরূপ যে এটা সর্বদাই পরিবর্তনের পদ্ধতিতে অবস্থান করে। কিন্তু পরিবর্তনের পদ্ধতি এরূপ ক্রমান্বয়ে যে এমনকি

নোট

মা-বাবা চিন্তা করেন যে তারা একই ভাষায় কথা বলেন যা তাদের শিশুরা কথা বলে। কিন্তু এটাই বাস্তব যে পৌত্রদের ভাষা প্রায়ই পৃথক হয় তাদের দাদামহাশয়গণের ভাষার দ্বারা।

তোমার উন্নতি নিয়ন্ত্রণকর-1

1. ভাষাবিদদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি?

(ক) শব্দগুলি এবং বাক্যগুলি

(খ) শব্দ পদ্ধতি ও বাক্য

(গ) অভিধান ও ব্যাকরণ

(ঘ) শব্দ পদ্ধতি ও ব্যাকরণ

2. কিভাবে পরিবেশ শিশুদেরকে ভাষা শিখতে সাহায্য করে?

_____

_____

_____

3. ভাষা হল একজন মৌলিক ব্যক্তি পরিচিতি কিভাবে? ব্যাখ্যা কর।

_____

_____

_____

1.3. ভাষা এবং ব্যাকরণ :

লোকেরা প্রায়ই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভাষার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য দেখে। প্রায়ই যখন তুমি তোমার ভাষায় কথা বল তখন তুমি কখনও ভুল কর না, এমনকি যদি তুমি একবার কিছুক্ষণের জন্য ভুল কর, তৎক্ষণাৎ তুমি কিভাবে এটা শুদ্ধ করবে তা জান।

অশুদ্ধ ভাষা সর্বদাই অন্যভাষাগুলির নিজের চেষ্টায় অর্জন করার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত। এটাও ঘটতে পারে যখন আমরা একটা বিশেষ বৈচিত্র্যের ভাষার সম্বন্ধে মানদণ্ড হিসাবে শুরু করি। এরূপ ক্ষেত্রগুলোতে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে এমন পরিবারে যাদের কথাবলার ভাষা সম্বন্ধে যার মানণ্ড নেই, হয় একটা অদ্ভুত লক্ষ্যের দোষের জন্য যেটা তাদের নিজেদের দোষ নয়। (আমরা এটা পরে আলোচনা করব)।

প্রতিটি ভাষা, যদি তুমি ডাক এটাকে একটা ভাষা অথবা উপভাষা, যার একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। ঐ ভাষাগুলোর আছে নিজস্ব শব্দ পদ্ধতি, ব্যাকরণের নিয়মাবলী, সকলস্তরের ভাষার গঠন। প্রতিটি স্তর থেকে গৃহীত উদাহরণের সাহায্যে আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারি।

1.3.1. শব্দ পদ্ধতির গঠন :

প্রতিটি ভাষার নিজস্ব শব্দ পদ্ধতি আছে। কিন্তু শব্দ পদ্ধতি হল এরূপ যে এটা মূল প্রতিটি ভাষার শব্দগুলো আছে যেগুলো দেখা যায় বিশ্বের শব্দ গঠনের মূল পদ্ধতিতে। উদাহরণস্বরূপ,

নোট

প্রতিটি ভাষার স্বরবর্ণগুলি ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি আছে। তারা সংখ্যায় কম বা বেশী। ভাষার মধ্যে কয়েকটি ভাষা আছে যেগুলির তিনটি স্বরবর্ণেরও কম আছে। তথাপি কয়েকটি ভাষা আছে যেগুলির আছে কুড়িটি স্বরবর্ণ শব্দ। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি 8-10 থেকে 40-50 পর্যন্ত করে। হিন্দী এবং ইংরাজীর মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি আছে।

	স্বরবর্ণগুলি	ব্যঞ্জনবর্ণগুলি	মোট
ইংরাজী	20	24	44
হিন্দী	10	33	43

ভাষার বর্ণমালাগত পদ্ধতির মধ্যে এই শব্দগুলি তালিকাভুক্ত নয়। এইগুলি ইংরাজী ও হিন্দীর অনুরূপ শব্দগুলি। যার অর্থ হল এইগুলির বিশেষ তাৎপর্য্য আছে ভাষাতে এবং এইগুলি কমপক্ষে একটি ভাষার অর্থহীন শব্দগুলি যা ভাষার মধ্যে শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ—

ইংরাজী	কিল	কিল্
	গিল	গিল্
হিন্দী	কাল	'টুমরো'
	কাল	মোমেন্ট

এই উদাহরণগুলি দেখায় যে পি/কে হল তাৎপর্য্যপূর্ণ। শব্দগুলি এই দুই ভাষাতে।

কিন্তু আমরা কি 43/44 শব্দগুলি হিন্দী অথবা ইংরাজীতে আচরণ করি? একই পর্যায়ক্রমে অন্যটির মত কি এই দুটি ভাষার এই শব্দগুলি আছে? দেশীয় বক্তা হিসাবে অথবা প্রদত্ত ভাষার শিক্ষার্থী হিসাবে ঐ ভাষার বর্ণমালা পদ্ধতি শিখে চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে নির্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে? একটা পরিস্থিতি কল্পনা করা যাক যেখানে আমরা পছন্দ করে প্রয়োগ করব বর্ণমালাটি কি-হিন্দী ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছ। তোমরা কি চিন্তা কর এরূপ একটা পরিস্থিতি, হিন্দীর অন্য কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে দল বাঁধতে পারে 'পি' শব্দ? নীচের উদাহরণগুলি দেখ :

কাভ	খিল	জেলা	ছাভ	চিল্	চেল
টাভ	টিল	মেল	টাভ	টিল	থেল

হিন্দীতে নিয়মগুলি দেখ :

নিয়ম—1 : যদি একটি শব্দ ব্যঞ্জনবর্ণ গুচ্ছ থেকে এবং প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ হল 'পি' তাহলে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেগুলো দলবদ্ধ করতে পারে 'পি' সাথে হল 'ওয়াই' / আর / এল এবং ভি কেবলমাত্র এবং অন্য কোনটি নয়।

এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুসরণ করে তোমরা যে কোন শব্দ তৈরী করতে পার অথবা শব্দ দেখতে পাও যার অভিধানে এরূপ একটা গুচ্ছ আছে।

ধ্বনিতত্ত্বের অন্য নিয়ম দেখা যাক। বুঝতে চেষ্টা করা যাক কিভাবে কতকগুলি ব্যঞ্জন শব্দ একত্রে কোন স্বরবর্ণের আগে আসতে পারে। তোমরা দেখতে পাবে ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষা কোন এক শব্দের প্রথমে চার ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক শব্দগুলিকে গ্রাহ্য করে। লক্ষ্য কর

নোট

ইংরাজীতে একটি শব্দের মধ্যে এরূপ যেমন 'সাইকোলজী' (যেখানে আমরা 5টি ব্যঞ্জনবর্ণ আগেই দেখতে পাই), সেখানে 'অন্লি' একক ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দ। 'সাইকোলজী' শব্দটি সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় যেমন / 'সাইকোলজি' শব্দটি সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় যেমন / 'সাইকোলজী', যতদূরসম্ভব ইংরাজী শব্দ 'ট্রেস্' শব্দটি তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক শব্দ আছে যেমন এস / টি / এবং 'আর' একটি শব্দের প্রথমেই আছে। এটা একইভাবে 'স্টিট্' শব্দটিতেও আছে। ইংরাজী এবং হিন্দীতে এরূপ কতকগুলি গুচ্ছের দিকে তাকানো যাক।

হিন্দী	স্মৃতি	মেমোরী
	'স্ক্রু'	'স্ক্রিউ'

ইংরাজীতে—স্প্রে, স্ট্রিট্, স্প্র্যাচ্, 'স্প্লাস' 'স্কোয়াস' ইত্যাদি।

হিন্দী অথবা ইংরাজীতে এমন কোন শব্দ নেই যা ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছের চার অথবা তার বেশী শব্দগুলো দিয়ে আরম্ভ হয়। স্মরণকর যদি ভাষাটি তুমি জেনে থাক এরূপ গুচ্ছ থেকে। এখন দ্বিতীয় নিয়মটি হিন্দী শব্দ পদ্ধতির আলোচনা করা যাক।

নিয়ম—2 : (ক) চারটির বেশী ব্যঞ্জনবর্ণাত্ম শব্দ কোন স্বরবর্ণের আগে প্রাথমিক অবস্থানে অগ্রবর্তী হয় না।

(খ) যদি তিন ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক শব্দ কোন গুচ্ছে আসে তাহলে তাদেরকে একটি সারিতে সাজাতে হবে। এক আমরা, সি-1, সি-2 এবং সি-3 হিসাবে ব্যঞ্জনবর্ণাত্ম শব্দগুলি উল্লেখ করি।

সি-1 কেবলমাত্র হবে—'এস্' শব্দ

সি-2 কেবলমাত্র হবে পি/টি/কে

সি-3 কেবলমাত্র হবে ওয়াই/আর/এল এবং ভি শব্দ।

এটা তোমাদের কাছে ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে কিভাবে ভালভাবে সংগঠিত ও ব্যবস্থাভিত্তিক হল শব্দগুলোর স্তরে একটি ভাষার আইন পদ্ধতি।

1.3.2. শব্দ গঠন :

ভাষা পদ্ধতিগতভাবে শব্দগুলোর স্তরে সংগঠিত। কিভাবে একবচন বহুবচনে অথবা একটি বিশেষ্য বিশেষণে পরিবর্তিত তার বাঁধাধরা কয়েকটি নিয়ম আছে। নিয়মগুলি পদ্ধতিভিত্তিক যে তারা ব্যঞ্জনবর্ণ অন্তিম শব্দগুলোর থেকে স্বরবর্ণ অন্তিম শব্দগুলোকে পার্থক্য করে এবং আরও শব্দ অন্তিম পৃথক স্বরবর্ণ শব্দের সাথে।

হিন্দীতে 'ঘর' মানে 'হাউস' এবং লড়কা মানে বালক হল পুংলিঙ্গ শব্দগুলি। তারা একবচনল। এই দুটি শব্দের বহুবচন কি হবে? অবশ্যই আমরা এ সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমরা প্রয়োজনবোধ করি কিভাবে সেগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে প্রয়োগ করা যায় যে সমস্ত শিশুরা যারা হিন্দী জানে এর সম্বন্ধে জানে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি। এখন 'লড়কে/বালকরা' একবচন বা বহুবচন বল। বাক্যগুলির দিকে তাকানো যাক।

নোট

1. লড়কে ফুটবল খেল রহে হ্যাঁ
2. লড়কে নে খান্না খায়ে
3. মোহনকা পাস কৈ ঘর হ্যাঁ
4. ইয়ে ঘর বাহুত সুন্দর হ্যাঁ

বাক্য-1 এবং 3 পরিষ্কার যে 'লড়কে' এবং ঘর হল বহুবচন কারণ উভয়ক্ষেত্রে বহুবচন চিহ্নিত 'হ্যাঁ' ক্রিয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার-বাক্য-2 এবং 4এ একই শব্দ লড়কে একবচনে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখন এই নিয়মটি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করা যাক। কারণ ইংরাজী ও বিশ্বের অনেক অন্য ভাষাগুলোর মাত্র একটি যোগাযোগকারী শব্দ বহুবচনে আছে। সেজন্য আমাদের কল্পনা করা যাক এমনকি হিন্দীতে নির্দিষ্টভাবে এর শব্দগুলোর একটি বহুবচন আছে। কিন্তু হিন্দীতে কোথাও নেই। কেবলমাত্র সংস্কৃতে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন আছে। কিন্তু এর 15/16টি বিভিন্ন গঠন আছে। হিন্দীতে 2 অথবা 3 এবং এমনকি বহুবিধ বচনাত্মক চিহ্নিতকারী প্রতিটি বিশেষ্যের এবং সকলই নিয়মমাফিক। বহুক্ষেত্রে, একসংখ্যক পদ্ধতি আছে একবচনে অথবা বহুবচনে একটি শব্দের জন্য।

নীচের ছক বিবেচনা কর এবং দেখ কিভাবে একটা পদ্ধতি উদাহরণ স্বরূপ 'লড়কে' এবং 'ঘর' শব্দের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

ঘর, 'হাউস'

কাজ	একবচন	বহুবচন
কর্তাকারক/নমিনেটিভ	ঘর	ঘর
বিভক্তি পূর্ব / অন্য কোথাও	ঘর	ঘরোঁ
সম্বোধন / ভোকেটিভ্	ঘর!	ঘরো!

লড়কা 'বয়'

কাজ	একবচন	বহুবচন
কর্তা/নমিনেটিভ্ ফেস্	লড়কা	লড়কো
বিভক্তি পূর্ব / অন্য কোথাও	লড়কে	লড়কোঁ
সম্বোধন / ভোকেটিভ	লড়কে!	লড়কো!

হিন্দীতে নিয়মে প্রতিটি বিশেষ্যের ছটি করে গঠন আছে, যদি আমরা গঠন ও কাজ একত্রে বিবেচনা করি।

অনেক গঠন একইভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গে কার্য্যকলাপগুলি আছে। তাই লড়কে / 'বয়েজ' হবে উভয়ই একবচন এবং বহুবচন। সেই কারণে 'লড়কে' কর্তাকারকে কর্তা অবস্থানে বহুবচন, একবচন 'না' আগে ইত্যাদি। এবং সম্বোধনে। যদি তোমরা নিয়মগুলোর দিকে

নোট

তাকাও তোমরা লক্ষ্য করবে যে 'ঘর' শব্দটি তিনটি গঠন আছে। যেমন—ঘর, ঘরোঁ এবং ঘরো। 'লড়কা' শব্দেরও চারটি গঠন আছে। যেমন—লড়কা, লড়কে, লড়কোঁ এবং লড়কো। ব্যবহার স্তরে তাদের ছয়টি গঠন অথবা কারকভিত্তিক অবস্থান আছে। ঐ ছয়টি কারকভিত্তিক অবস্থানে 'লড়কা' শব্দটিকে নিম্নলিখিতভাবে দেখায় :

5. লড়কা খেল রহা হ্যায়
6. লড়কা খেল রহে হ্যাঁ।
7. লড়কে নে খানা খায়া।
8. লড়কোঁ নে খানা খায়া
9. ও লড়কে, ইধার আ
10. ও লড়কো, ইধার আও।

বাক্য পাঁচটি 'লড়কা' হল একবচন, ছয়টি বাক্যে 'লড়কে' বহুবচন এবং তারা বাক্যে কর্তার মত কাজ করে। কিন্তু সপ্তম বাক্যে 'লড়কে' একবচন কারণ 'নে' অবস্থান দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে। অষ্টমবাক্যে 'লড়কোঁ' বহুবচন, এটা বাস্তবিকপক্ষে সপ্ত বাক্যের বহুবচন। নবম বাক্যে 'লড়কে' সম্বোধন একবচন এবং দশম বাক্যে 'লড়কো' সম্বোধনে বহুবচন।

বিশ্বের শব্দ গঠন নিয়মের থেকে আমাদের অন্য উদাহরণ নেওয়া যাক্। হিন্দী এবং ইংরাজীতে কয়েকটি নিয়ম আছে যেগুলো একটি বিশেষ্যকে একটি বিশেষণে পরিণত করে। উদাহরণস্বরূপ 'রেন', 'ফান্', 'সান্', 'ফিস্', 'ক্লাউড্' ইত্যাদি। 'ওয়াই' যোগ করে এই বিশেষ্যগুলি বিশেষণে পরিণত করা যেতে পারে। তাই ঐ শব্দগুলি বিশেষণ হল 'ফানী', 'সানী', কিসি, 'ক্লাউণ্ডী', ইত্যাদি। হিন্দীতে কতকটি নামবাচক শব্দ আছে যেগুলো তাদের ব্যাকরণগত ভাগভুলো পরিবর্তন করে এবং 'আই' স্বরবর্ণ শব্দের সাহায্যে বিশেষণে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ-'সরকার', 'বাজার', 'বইগান', 'অপ্রধান' ইত্যাদি হয়েছে 'সরকারী' 'বাজারী' 'বইগানী' 'অপ্রাধী' ইত্যাদি।

1.3.3 : বাক্য গঠন :

নীচের বাক্যগুলির দ্বারা 5 থেকে 10 বাক্যকে তুলনা করো—

11. লড়কী খেল রাহী থী।
12. লড়কীয়াঁ খেল রাঁহী থীঁ।
13. লড়কী নে খানা খায়া।
14. লড়কীয়োঁ নে খানা খায়া।
15. লড়কে নে লড়কী কো মারা।
16. লড়কী নে লড়কী কোন মারা।
17. লড়কে নে রোটি খায়ী।
18. লড়কী নে রোটি খায়ী।

নোট

একটা যত্নশীল দৃষ্টিভঙ্গী 5 থেকে 18 বাক্যগুলিকে নির্দেশ করে যে বাক্যস্তরে ভালভাবে ভাষা অধিকভাবে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। একটি বাক্য গঠন করতে হলে তুমি শব্দগুলিতে লক্ষ্যহীনভাবে সাজাতে পারবে না। বস্তুত, শব্দস্তরে তুলনা করতে গেলে বাক্য স্তরে ভাষা অধিক শক্তভাবে সংগঠিত। 5, 6, 9, 10, 11 এবং 12 বাক্যগুলি এটা বোঝায় যে হিন্দীতে কর্তা এবং ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক হল অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। এটা জানাতে গুরুত্বপূর্ণ যে কর্তার সাথে লিঙ্গ, পুরুষ ও বচন কর্তার সাথে সম্মতি প্রকাশ করে।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি এটা পরিষ্কারভাবে জানায়—

- রাম খানা খাট্টা হ্যায়।
- সীতা খানা খাট্টী হ্যায়।
- তু খানা খাট্টা হ্যায়।
- তুম্ খানা খাট্টে হ্যায়।
- তুম্ খানা খাট্টী হো।
- আপ খানা খাট্টে হ্যাঁয়।
- আপ খানা খাট্টী হ্যাঁয়।
- ম্যাঁয় খানা খাটা হ্যাঁয়।
- ম্যাঁয় খানা খাট্টী হ্যাঁয়।
- হাম্ খানা খাটে হ্যাঁয়।
- হাম্ খানা খাটী হ্যাঁয়।

এই বাক্যগুলি তোমাকে একটা জটিল সম্পর্কের ক্ষণিত দর্শন দেবে যা হিন্দীতে কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখে।

5 থেকে 18 বাক্য পর্য্যন্ত ফিরে দেখা যাক। বাক্যের ক্ষেত্রে কর্তাও ক্রিয়ার মধ্যে একই সমতা আমরা দেখতে পাব যদি আমরা দেখি। বাক্যগুলি 7, 8, 13, 14, 15 16, 17 এবং 18কে 5, 6, 9, 10, 11 এবং 12 সাথে তুলনা করতে পারি। 7 এবং 8 নং বাক্যে কর্মানুসারে ক্রিয়া পরিবর্তিত হয় এবং কর্তানুসারে পরিবর্তিত হয় না। 17 এবং 18 নং বাক্যে একই পরিস্থিতি। 7 এবং 8নং বাক্যে কর্ম হল পুংলিঙ্গ এবং ক্রিয়াও পুংলিঙ্গে। 17 এবং 18 নং বাক্যে কর্ম হল স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্রিয়াও স্ত্রীলিঙ্গ। এটা কোন ব্যাপারই নয়, যদি ক্রিয়া পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ। নিয়মটি হল যদি কর্তা কারক নেয় এরূপ একটি এরাগেটিভ কারক তখন কর্মের সাথে ক্রিয়াটি সম্মতি প্রকাশ করে। 13 এবং 14 নং বাক্যে কর্মটি স্ত্রীলিঙ্গ। 15 এবং 16নং বাক্যের ক্ষেত্রে কি ঘটে দেখা যাক এবং দেখা যাক কিভাবে ক্রিয়াকে সেখানে পরিচালিত করা হয়। এই দুটি বাক্যে কর্তা এবং কর্ম উভয়ই পরবর্তী অবস্থান দ্বারা অনুসৃত হয় যেমন 'নে' এবং 'কো'। এরূপ ক্ষেত্রগুলিকে ক্রিয়া সর্বদাই আলাদা অতীতকাল, যা আমরা প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি 'সে' এর মত সরল অতীতকালে ব্যবহার করি যেমন—'ভা ভাগা'।

নোট

1.3.4 বক্তৃতা গঠন

উপায়টি শব্দ পদ্ধতি, শব্দ গঠন এবং বাক্য গঠন মোটামুটি ভাবে নিয়মমাফিক। একইভাবে সামাজিক যোগাযোগ আইন মাফিক এবং আমরা যোগাযোগ নিয়মগুলিকে অতিক্রম করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রাথমিক নিয়ম আছে যা তোমার উচিত কখনও প্রথম পুরুষ হিসাবে কথোপকথনে যোগদান করা উচিত নয়। আমরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে হোঁচট খাই, কারণ আমরা সরলভাবে অন্যের কথাগুলি শুনি। কখনও কখনও শ্রোতা কথার মাঝে হতাশ বোধ করে এবং কালক্রমে কথা শেষ হয়ে যায়। কারণ সে জানতে পারে যে সে যা চিন্তা করেছিল তাই বলা হয়েছিল। ভাষা গুরুতরভাবে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত সঠিক মাত্রায়। উদাহরণস্বরূপ শব্দগুলি হিন্দীতে যেমন 'আইসলাই' আসনে, পার, আউর, 'কাইওন কি' ইত্যাদি হল এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যা তোমরা সঠিকভাবে বুঝতে পার না যোগাযোগের অর্থটি যদি না তোমরা ঐ শব্দগুলির গুরুত্ব না দাও। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মানুষ বলে, মুঝে 'আইসলাইএ' দের হো গাভী কাইওনকী রাস্তে ম্যায় ট্রাফিক বহুত যা' অর্থ হল 'আমি দেরী করেছিলাম কারণ রাস্তায় দারুণ ট্রাফিক।" যদি আমরা শব্দগুলি সরিয়ে ফেলি 'আইসলাইএ' অর্থাৎ যা হল কেন অথবা কারণ, তাহলে বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রভাবগত বোঝা পড়ার স্তরে শব্দগুলিকে একটি বাক্য অর্থবহুল হয় যদি প্রভাবশালী শব্দগুলিকে প্রভাবগত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায়। যখন ঐ শব্দগুলির ক্রম খাড়াইভাবে বেনে উঠে, বাক্যের অর্থ তখন পরিবর্তিত হবে।

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখে নাও

1. কিভাবে হিন্দীতে অনেকগুলি গঠন একটি বিশেষ্য পদের হতে পারে?
   (ক) পাঁচ (খ) তিন (গ) দুই (ঘ) ছয়
2. যদি একটি শব্দ তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের সাহায্যে শুরু—
   প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ হতে পারে এস
   দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ হতে পারে—পি/আর/কে
   তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ হতে পারে—ওয়াই/আর/এল অথবা ভি
   তোমার উত্তরের সমর্থনে উদাহরণ দাও।
3. রাম খানা খাটা হ্যায়
   সীতা খানা কাটী হ্যায়
   এই দুই বাক্যকে উদাহরণস্বরূপ নিয়ে কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর—

   .....

   .....

   .....

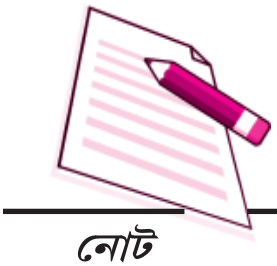

নোট

1.4 ভাষার মানদণ্ড

ভাষার মানোন্নয়ন নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলিকে অনুসরণ ক্করে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, ভাষা যাকে বলা হয় ভাষার মানোন্নয়ন হল ভাষাটি যাকে পছন্দ করা হয়েছে বহু অন্য অস্তিত্বপূর্ণ ঐ ভাষাভিত্তিক এলাকা বা সমাজে। এই ভাষার একটা নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা আছে ঐ সমাজে। ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃতকে উন্নতিশীল ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হত। যখন,দ্বস আরবরা শাসনকার্য্য চালাত, 'আরবী' ভাষা তখন উন্নতিশীল ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেত এবং যদি ইরানিয়ানরা শাসনকার্য্য চালাত, পার্শীয়ান তখওন উন্নতিশীল ভাষা হিসাবে সমাদৃত হয়। যখন ব্রিটিশ রাজত্ব এল, ইংরাজী ভাষা তখন স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা হিসাবে পরিগণিত হত। ভারতের তখন সকল ভাষাকে অবজ্ঞা করে তা সম্ভব ছিল। এখন হিন্দী ও ইংরাজী উভয়ই অফিসসংক্রান্ত ভাষা অথবা উন্নতিশীল ভাষা। এখন যখন আমরা ইংরাজী ভাষায় কথা বলি, ঐ ইংরাজী হল মূল্যমান যা অক্সফোর্ড অভিধাড্গে অথবা কথাবার্তার মাধ্যমে অক্সফোর্ড অথবা ক্রেমব্রিজে। যখন আমরা হিন্দী ভাষায় গকথা বলি 'যদি বলি' ভাষায় কথা বলা যাবে এবং ব্রজ বৈচিত্র্য অথবা আভাদি বৈচিত্র্য কেবলমাত্র হিন্দী উপভাষা হিসাবে বিবেচিত হবে। তৃতীয় পদক্ষেপে, পছন্দের বৈচিত্র্য আছে লিখিত ব্যাকরণ এবং বিভিন্ন প্রকার অভিধানের মাধ্যমে। বহুবিধ আলোচনা ও গঠনগত ও বিশ্লেষণাত্মক বইগুলি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত যেগুলিকে বলা যাবে উন্নতিশীল ভাষা। ঐ ভাষার উন্নয়ন হয় ভাষার মাধ্যমে, প্রশাসনের মাধ্যমে, বিচারকার্য্যের মাধ্যমে এবং বৈধ শিক্ষার মাধ্যমে। এই বৈচিত্র্য পঠিত পুস্তকগুলিতে শিক্ষা পায় এবং এইভাবে বিস্তারলাভ করে। এই প্রসঙ্গে সেটাই হিন্দী ভাষা। চতুর্থ অথবা শেষ স্তর ভাষার উন্নতি হল ঐ ভাষা সুযোগ লাভ করে যেটা অন্যভাবে সিনেমা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও এরূপভাবে ও এগিয়ে পিছিয়ে।

প্রথিতকরণ পদ্ধতি অধিকভাবে সমাজের বিস্ফোরণ পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা যাকে পছন্দ করা হয় মর্যাদাপূর্ণ ভাষা হিসাবে অনেক অন্য ভাষায় কথা বলার এলাকাটিতে যার রাজনৈতিক্খ শক্তি, সমিতিবদ্ধ ক্ষমতা ও অন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসমূহ।

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখ—3

1. মানের উপযোগী ভাষা প্রায়ই কোন সামাজিক শ্রেণীকে আশা করে যা ইচ্ছা করে

   ....

   ....

   ....

2. কিভাবে প্রথিতকরণ পদ্ধতি সামাজিক বিস্ফোরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

   ....

   ....

   ....

নোট

3. ভাষা চরিত্রগত দিক থেকে পরিবর্তনীয়। তাই কিবাবে এটা একটি ভাষার মানোন্নয়ন ঘটাতে প্রয়োগসাধ্য?

এ ব্যাপারে তোমার কারণ দর্শাও।

.....

.....

.....

1.5 ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতা

সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে ভাষা মানবমনে বা মস্তিষ্কে গভীরভাবে আসীন। লক্ষ্য করা যায় যে যখন মাথার কোন নির্দিষ্ট অংশে আঘাত করা হয় ভাষা ফলাফলের ভারসাম্যহীনতা ঘটায়। কখনও কখনও প্রভাবিত ব্যক্তি বোঝার ক্ষমতা হারায় যেখানে অন্য সময়ে সে কথা বলার ক্ষমতা হারায়। কখন কখনও শব্দ গঠন বিকৃত হয়ে যায় এবং কখনও কখনও বাক্য গঠন। দ্বিতীয় বিষয়টি জানানো যায় সম্ভবত প্রতিটি শিশু একটি বিশ্বজনীন ব্যাকরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভাষা ছবিটির আকৃতি নেয় মনে তখন আমরা কথা বলি, হাঁটাচলা করি, বসি, ঘুমাই ইত্যাদি। প্রতিটি শিশু তার মনে জানে যে প্রতিটি ভাষার বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, বিরামচিহ্ন, কর্তা, কর্ম ইত্যাদি। এই যোগ্যতার দ্বারা একটি শিশু ভাষাগুলি শিখে তার সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলে, কালক্রমে তিন অথবা চার বছরের হয়। আমরা 1.4এ আলোচনা করেছি যে ভাষা গঠন করা হয় আইনমাফিক ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। যদি বিশ্বজনীন ব্যাকরণের ধারণা আমাদের দ্বারা প্রসূত না হয় তবে আমরা এটাকে এরূপ সহজ ভাবতে পারব না।

তোমার উন্নতি লক্ষ্য কর—4

1. (ক) শিশুদের আছে _____ সক্ষমতা
ভাষা পরিচিতি সম্বন্ধে

(খ) প্রতিটি শিশু জন্ম গ্রহণ করে _____
ভাষা পরিচিতির সক্ষমতা নিয়ে।

2. যদি মস্তিষ্কের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে কি ধরনের ভাষার অব্যবস্থা উত্থান করে?

.....

.....

.....

.....

.....

নোট

3. শিশুরা কথা বলার সক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এটাই অর্থ করে যে যদি আমরা শিশুকে বনে ত্যাগ করে আসি, সে কি কথা বলতে সক্ষম হবে? যদি না হয় তাহলে কি ধরনের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হবে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে দূরে থেকে ভাষার শিক্ষার ব্যাপারে সহজাত গুণ নিয়ে।

.....

.....

.....

.....

4. ক্ষুদ্র দলের ভাষা শিক্ষণের সাথে প্রাকৃতিক ভাষা অর্জনের পার্থক্য কি?

.....

.....

.....

.....

.....

1.6 ভাষার সামাজিক দক্ষতা

আমরা পূর্বেই ভাষা এবং সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। যখন শিশুরা ভাষা শেখে তারা কেবলমাত্র সঠিক গঠনে ভাষা শেখে না, তারা পদ্ধতিটি একটি প্রদত্ত ভাষায় সমাজে ব্যবহৃত হয়। শিশুরা এটা শেখে তাড়াতাড়িভাবে কিভাবে তাদেরকে ভাষাগতভাবে আচরণ করতে হয় মুখোমুখি জনগণ, স্থানগুলি এবং উৎসবে। এটা কিভাবে তারা বিভিন্ন গঠনগুলো এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারের রচনাশৈলীতে।

বিশ্বজনীন ব্যাকরণ প্রাপ্তি সত্ত্বেও, শিশু ঐ ভাষা শেখে যে সে তার পরিবেশ থেকে শোনে। সত্যিকারই আমাদের শব্দ পছন্দ, আমাদের বাক্য নির্বাচন সর্বদাই নির্ভর করে একই ভাবে যেমন তুমি কথা বল তোমার মায়ের সাথে তোমার খাদ্য সম্বন্ধে। তুমি শিক্ষকের সাথে একই ভাষা প্রয়োগ করতে পার না তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে ব্যবহার কর।

সামাজিক বিভিন্নতা এবং স্তরবিন্যাস প্রধানভাবে পন্থাটি পর্য্যবেক্ষণ করে আমরা ভাষা ব্যবহার করি। কখনও কখনও বিভিন্ন জাতির লোকেরা একই ভাষার বিভিন্ন রচনাশৈলী ব্যবহার করে। প্রতি 15 থেকে 20 কিমিতে ভাষাগুলি পরিবর্তিত হয়। এটা প্রায়ই নির্ভরশীল পন্থাটির উপর যে বাক্যগুলি এবং শব্দগুলি তৈরী করা হয় এবং এমনকি উপায়টি যেভাবে শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। যে মুহূর্তে তোমার মুখ খোল তুমি বন্ধ কর তোমার পরিচিতি। কোথায় থেকে তুমি আস, কিরকম পরিবারে তুমি বাস কর, কি ধরনের লোকেরা তোমার বন্ধুচক্র তৈরী করে, তুমি জানতে পার মুহূর্তটিতে তুমি এরূপ 'হ্যালো' বলে একটি ছোট শব্দ বল।

নোট

দিল্লীতে কিছু লোক বলে 'মাজা' এবং অন্যরা বলে 'খাজা'। কিছু লোক বলে 'জাফর' এবং কিছু লোক বলে 'জাফর'। কথা বলার পদ্ধতি বলতে পারে যদি বক্তা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, গরীব অথবা ধনী, অথবা পুরানো দিল্লী অথবা নূতন দিল্লী। যদি তুমি তোমার বিদ্যালয়কে বল 'স্কাল' অথবা 'স্কুল' যেটা প্রচুর পার্থক্য তৈরী করে। সেই কারণে ভাষাগত পরিচিতি প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক পরিচিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পরবর্তী এককে, আমরা ভারতের বহু ভাষার চরিত্র আলোচনা করব। একই ব্যক্তি একই ভাষায় বিভিন্নভাবে অথবা বিভিন্ন ভাষাতে, বিভিন্ন সমাজে ও পেশাগত চক্রে কথাবার্তা বলে। এটা ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে একটি মহাবিদ্যালয়ে যাওয়া মেয়ে মাড়ওয়ারী ভাষায় কথা বলে বাড়ীতে। হিন্দীতে সে কথা বলে বন্ধুদের সাথে এবং ইংরাজীতে কথা বলে মহাবিদ্যালয়ে। এটাও সম্ভবপর যে সে সংস্কৃতে প্রার্থনা করে বাড়ীতে এবং মন্দিরে। এই ধরনের ভাষার আচরণ সাধারণভাবে বহুভাষার জাতিদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সকল বহুভাষার জাতিদের লোকেরা সিদ্ধান্ত (নয় কোন ভাষা তারা ব্যবহার করবে এবং কিভাবে ব্যবহার করবে যে ভাষা নির্ভর করে স্থানটিতে কোনস্থানে তারা যোগাযোগ রাখে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকাতে ইংরাজী ভাষাকে কথ্য ভাষা হিসাবে রাস্তা এলাকাতে ব্যবহার করা হয়। ইংরাজী ভাষাকে কথ্য ভাষা হিসাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহার করা হয়।

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখ—5

1. নীচের এলাকাগুলির কোনখানে ভাষা প্রতি 15 থেকে 20 কিমি পর্য্যন্ত পরিবর্তিত হয়?

(ক) বাক্য গঠনের স্তরে

(খ) শব্দ গঠনের স্তরে

(গ) স্বর গঠনের স্তরে

(ঘ) যোগাযোগের রচনাশৈলী স্তরে

1.7 ভাষা এবং সাহিত্য

ভাষা হল নিখুঁত এর সকল রচনাশৈলীতে। কোন ব্যক্তিকে বুঝে এবং তার ভাষাকে শুনে, কাহারও নিজের বক্তব্যকে বুঝতে পেরে এটা বলল যে এমনকি কোনকিছু পড়ে। কিন্তু ভাষার রচনাশৈলী যা আমাদের কাছে আসে সাহিত্য থেকে সাহিত্যকারেরই পছন্দসই। এটা সর্বদাই ভাষাবিদের কাছে একটা স্পর্ধা ভাষার বিশেষ রচনাশৈলীকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সক্ষম হওয়া। যে ভাষা কবিতায়, গল্পে, নাটকে এবং উপন্যাসেও ব্যবহৃত হয়। শব্দস্তরে ভাষার প্রভাবিত বিশ্লেষণ, শব্দ গঠন, বাক্য গঠন যেমন এটাকে আমরা রচনাশৈলী ভাবে সাহিত্যে এর বিভিন্ন গঠনে আমরা ব্যবহার করতে পারি। চেষ্টা কর এবং পরিবর্তন কর নীচেরগুলিকে সরল গদ্যে—

'করাত করাত অভ্যাস কে জাড়্মতি হট্ সুজান',

নোট

তুমি লক্ষ্য করবে যে শব্দ সাজানো হল গুরুতরভাবে পৃথক।

গুরুতরভাবে ভাষার সাহিত্য এবং ভাষার সাধারণ ব্যবহার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যাবে উপমা, সমাধান, সমার্থক শব্দ, ব্যাঙ্গাত্মক রচনার ক্ষেত্রেও।

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখ—6

1. তোমার পছন্দের একটা কবিতা নাও। এটাকে সরল গদ্যে অনুবাদ কর। কি ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য কর?

.....

.....

.....

.....

.....

2. রূপকালংকার ও উপমার পার্থক্য কি?

.....

.....

.....

.....

.....

3. হিন্দীতে তোমার বলতে পার 'ঘর-ঘর' এবং 'ঘর-ভর'। কিছুটা তোমার ইংরাজীতে করতে পার না। বক্তব্য থেকে 'ঘর-ঘর' এবং 'ঘর-ভর' মধ্যে পার্থক্য কি?

.....

.....

.....

.....

.....

1.8 ভাষার দক্ষতা

কখন আমরা বলতে পারি যে একজন পূর্ণভাবে দক্ষ তার ভাষায়? এই প্রশ্নের দুটি দৃশ্যরূপ আছে এক ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়েছি একজন 4 বছরের মেয়ে পরিপূর্ণভাবে তার ভাষায় দক্ষ, সে প্রাথমিক ব্যাকরণ ও শব্দ তালিকা জানে এবং সে স্বরকে কিভাবে শব্দে এবং শব্দকে কিভাবে বাক্যে পরিণত করা যায় জানে। বিপরীতভাবে, তোমরা কখনওই পরিপূর্ণভাবে যে কোন ভাষায় দক্ষ হতে পার না কারণ, সর্বদাই শিখতে অনেক কিছু আছে, নূতন শব্দগুলি, নূতন বক্তব্যের অংশগুলি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে, প্রসঙ্গটির প্রকৃতি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে একটি প্রদত্ত ভাষাকে শেখা যায়। প্রশস্তভাবে

নোট

বলে, দুটি প্রসঙ্গ হতে পারে—বিধিসম্মত ও অবিধিসম্মত। অবিধিসম্মত প্রসঙ্গ হল পরিবারের, বন্ধুদের এবং প্রতিবেশীদের প্রাকৃতিক প্রসঙ্গ যাতে সকল শিশুরা তাদের ভাষাগুলি শিখতে পারে। এই প্রসঙ্গগুলিতে, পিতামাতার দ্বারা এবং আত্মীয়দের দ্বারা দুর্লভভাবে কোন বিধিসম্মত ব্যবধান আছে। স্নেহ ও আনন্দের ভাবে মা-বাবারা সাধারণভাবে তাদের শিশুদের ভুলকে আচরণ করে। অদ্ভুত ব্যাপার হল শিশুরা তবুও জটিলতা ও এর সৌন্দর্য্যের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা করে। বিধিসম্মত প্রসঙ্গে, ভাষা পরীক্ষাগার, সি.ডি প্লেয়ার, দূরদর্শন, বেতার, শিক্ষার নতুন পদ্ধতি, দ্রব্যাদি, শিক্ষকরা, বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে আমরা সকল প্রকার সমর্থনযোগ্য পদ্ধতিগুলি লাভ করি। কিভাবে একটা শিশু তার তিন/চার বছর বয়সে তার ভাষা অর্জন করে এরূপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং সঠিকভাবে সরলমনা হয়ে। তোমরা লক্ষ্য করেছ যে যেকোন প্রাথমিক ব্যাকরণগত ভুল করতে পারে না অথবা শব্দস্তরকে ভুল করতে পারে না তার নিজের ভাষায় এবং যদি হঠাৎ যে এরূপ করে, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ সেগুলো সংশোধন করে। ঐ বয়সের শিশুরা সর্বদাই উচ্চারণ 'স্কুটার' শব্দটিকে 'কুটার' হিসাবে 'গার্ম' শব্দটি 'গারম' হিসাবে। এমনটি বাক্য গঠনের স্তরে শিশুরা এটাকে কঠিনভাবে জটিল ব্যাকরণ শিখতে এরূপ সহজভাবে এবং তাহারা শব্দ ব্যবহার করে যে তাহার সহজেই কথা বলতে পারে এবং কোন জটিল অথবা কঠিন শব্দগুলো বলতে পারে না। তাই একটা হিন্দী ভাষী শিশু বলবে, 'কাল জানা' পূর্ণ বাক্য 'আজ মুঝে স্কুল জানা হ্যায়' এর পরিবর্তে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে শিশুরা বিশ্বজনীন ব্যাকরণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি আছে ভাষা সম্বন্ধে পরিচিতি এবং এই প্রস্তুতি পরিবেশগত উন্মোচনের সাথে সম্পূর্ণ হয় যা সকল প্রাকৃতিক ও সরলমনের এবং ভাষা পরিচিতির গন্তব্যস্থল প্রতিনিয়ত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেহবিন্যাসের সাথে যেমন সে বিদ্যালয়ে যায়। মনে দাগকাটা ব্যাপারটি হল যে এই শিশুরা সত্ত্বেও তবুও ভাষা জানতে অকৃতকার্য্য হয়। এটা অবশ্যই সত্য যে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে, খুব কম বয়সে শিশুদেরকে কয়েকটি ভাষা শেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তারা সহজেই কোন প্রকার সমর্থনযোগ্য পদ্ধতি ছাড়া ঐ সকল ভাষা শিখতে পারে। এই ব্যাপারগুলোতে বিস্তারিতভাবে একক-3-এ আমরা পুনরায় ফিরে আলোচনা করব।

যতদূর সম্ভব ভাষা দক্ষতার পরিমাপ সংশ্লিষ্ট আমরা পৃথকভাবে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে এল. এস. আর ডব্লিউ দক্ষতার পরিমাপের ব্যাপারে জর্জরিত। আমরা সম্পূর্ণভাবে সচেতন যে মোটের উপর স্বতন্ত্র দক্ষতার থেকে তাদের কাজে কেবলমাত্র ভাষার দক্ষতা অধিকৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তুমি কোন সমস্যায় ডাক্তারকে ডাক এবং কিছু ডাক্তারী পরামর্শ নাও, তাহলে তুমি বল এবং তোমার সমস্যার ব্যাখ্যা কর। তুমি বুঝতে পারবে তার সাড়া এবং তখন ঔষধগুলির নাম তুমি লিখে ফেলবে। তার সাথে ভালভাবে কথা বলে। তাই সকল প্রকার দক্ষতাগুলো এবং ভাষা প্রস্তুতি বোধগম্যতার সাথে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হবে। এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিতভাবে একক—10এ আলোচনা করব।

এখানে আমরা ইতি টানব যে সব শিশুরা বিদ্যালয়ে আসার আগে তাদের নিজস্ব ভাষা সম্বন্ধে উপযুক্ত এবং এটা অধিকতম গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষকরা এবং শিক্ষা পদ্ধতি। মোটের উপর শিশুদের প্রকাণ্ড শক্তির উদ্রেক করে।

নোট

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখ—7

1. বিদ্যালয়ের বিধিসম্মত পরিবেশে কি হারিয়ে যাচ্ছে?
   (ক) শিক্ষকরা, (খ) বইগুলি (গ) ভাষা পরীক্ষাগার (ঘ) যত্নশীল গৃহ পরিবেশ
2. কিভাবে একটি শিশু কন্যা তার গৃহের ভাষাগুলিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে?

   .....

   .....

   .....
3. কিভাবে আমাদের ভাষা দক্ষতা পরিমাপ করা উচিত?

   .....

   .....

   .....

1.9 সংক্ষেপে বলা যাক

* ভাষা ঠিক ব্যাকরণ অথবা অভিধানের জোড়া মিশ্রণ নয় অথবা সরলভাবে যোগাযোগ নয়। এটা আরও অধিক।
* ভাষা মানুষের হয়ে অত্যাবশ্যক। এটা বক্তার পরিচিতির চিহ্নিতকারী।
* ভাষা সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের সংজ্ঞা দেয় এবং সামাজিক শ্রেণীকাঠামো লিপিবদ্ধ করে।
* বিশ্বের যে কোন অংশে যে কোন সমাজে একজন সাধারণ শিশু চার বছর বয়সে ভাষার প্রাপ্তবয়স্ক হয়। মেয়েটি প্রাথমিক শব্দ তালিকা এবং তার ভাষার গঠন অর্জন করে এবং সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে।
* প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ আছে এবং কথোপকথন, বাক্য, শব্দ, স্বরের স্তরে নিয়মমাফিক পরিচালিত।
* ভাষা স্থিরভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। পৌত্রদের ভাষা থেকে দাদুদের ভাষা বিভিন্ন হচ্ছে।
* প্রতিটি ভাষার ব্যাকরণগত গঠন আছে। কিন্তু ভাষাগুলি হবে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ সম্বলিত। স্বরগুলি লক্ষ্যহীনভাবে একত্রে রাখা যাবে না। তাদের মিশ্রণের ব্যাপারে নিয়মগুলিও সংজ্ঞা আছে। সমার্থক শব্দগুলিকে একত্রে লক্ষ্যহীনভাবে রাখা যাবে না।

নোট

* ভাষার প্রমিতকরণ পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে ভাষাকে কাজে লাগানো পদ্ধতির সাথে যুক্ত। ঐগুলির সকল প্রকার সিদ্ধান্তের ক্ষমতা আছে।
* সকল শিশু জন্ম গ্রহণ করে এবং একটি সহজাত উৎসর্গ ভাষার পরিচিতি ব্যাপারে হল বিশ্বজনীন ব্যাকরণের সমষ্টি। বিধিসম্মত নির্দেশ ছাড়া তারা তাদের চারদিকে ভাষা শিখতে পারে। তারা একটি যত্নশীল পরিবেশ প্রয়োজনবোধ করে এবং কিছু ভাষা লাভ করে।
* একজন শিশু কেবলমাত্র ভঅষাগত কর্মক্ষমতা অর্জন করে কিন্তু সঠিকভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তারা যোগাযোগমূলক কর্মক্ষমতাও অর্জন করে।
* ভাষা সাহিত্য দৈনিক ভাষার কথোপকথন থেকে পৃথক।
* মূল্যায়ন শুদ্ধ হওয়া উচিত এল এস আর ডব্লু থেকে স্বতন্ত্র হয়ে।

1.10. প্রস্তাবিত গঠন এবং প্রাসঙ্গিক উত্থাপন :

অগ্নিহোত্রী, আর. কে (2007) হিন্দী এন্ এসেন্সিয়্যাল গ্রামার—লণ্ডন, রাউটলেজ

আইটবিসান, জে. (1979) দি আর্টিকুলেট ম্যামল্ এন ইন্ট্রোডাকশান টু সাইকোলিংগুয়িসটিক্ লণ্ডন—হাচিনশান কোং

আইটচিসান , জে (2003) টিচ্ ইওর সেল্ফ লিংগুয়িসটিকস্ লণ্ডন—হোডার স্টার্ডগটন

পিংকার - এস্ (1994) দি ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিংক লণ্ডন, এ্যালেন লেন

শ্রীবাস্তব আর, এন্ (1983) ভাষাশাস্ত্র কে সূত্রধর, দিল্লী, ন্যাশন্যাল পাবলিশিং হাউস

বন্দ্যোপাধ্যায়, পি এ্যান্ড অগ্নিহোত্রী,

আর. কে (2000) ভাষা বহুভাষা গীতা আউর হিন্দী, দিল্লী শীলালেখ

যুলে, জি (2006) দি স্টাডি অফ ল্যাংগুয়েজ দিল্লী, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস

1.11. একক অন্তিম অনুশীলনী :

1. ভাষা এবং সমাজ একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে? তোমার উত্তরের উদাহরণ দাও।
2. 'বহুভাষাভাষিত্ব' বলিতে কি বোঝ? তুমি কি দ্বি/বহুভাষার ব্যক্তি?
3. দেখাও কিভাবে ভাষা বাক্য, শব্দ এবং স্বরের স্তরে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত?
4. হিন্দীতে যদি তুমি কয়েক বিশেষ্যের সাথে যোগ কর তাহলে তারা বিশেষণে পরিণত হবে যেমন সরকার-সরকারী, অপ্রাধ-অপ্রাধী ইত্যাদি। বিশেষ্য থেকে কিভাবে বিশেষণে পরিণত হওয়ার জন্য কয়েকটি নিয়ম চিহ্নিত কর।

নোট

5. ভাষার প্রমিতকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে স্তরগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর।
6. কিভাবে বিষয়, স্থান ও ব্যক্তি-ভেদে ভাষা পরিবর্তিত হয়? উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা কর।
7. ভাষাসাহিত্য এবং আধুনিক ভাষার মধ্যে কি কি কয়েকটি পার্থক্য আছে?
8. ভাষা পরিচিতির ক্ষেত্রে পরিবেশের কি ভূমিকা আছে?

কার্যকলাপ

* শিক্ষার ভাষা ও বাড়ীর ভাষার ভাষা পৃথক বলে শিশুরা প্রায়ই কষ্টের সম্মুখীন হয়। কয়েক শ্রেণী পর্য্যবেক্ষণ কর এবং এরূপ সমস্যার জন্য একটি তালিখা তৈরী কর।
* তুমি কি মনে কর শিশুরা যাদেরকে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের প্রতিবেশীরা একই সমস্যার সম্মুখীন হয়? একটি উপযুক্ত স্কুলে পর্য্যবেক্ষণ কর।
* চার বছরের শিশুর সাথে তোমার কয়েকটি কথোপকথনের রেকর্ড কর। দেখাও কিভাবে সে তার ভাষায় ব্যাকরণ জানে।

একক—2 : ভারতীয় ভাষাসমূহ

নোট

কাঠামো :

2.0 ভূমিকা

2.1 শিখনের উদ্দেশ্য

2.2 ভারতে ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

2.2.1 ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের একটি চিত্র

2.2.2 ভারতের ভাষাগোষ্ঠী এবং ভারত : একটি ভাষাতাত্ত্বিক অঞ্চল

2.3 ভাষাগুলি সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের মতামত কি?

2.4 ভারতে ভাষাগুলির বিভাগ

2.4.1 তালিকাভুকক্ত ভাষাগুলি

2.4.2 আঞ্চলিক ভাষাসমূহ এবং মাতৃভাষাগুলি

2.4.3 ধ্রুপদী ভাষাসমূহ

2.4.4 ভাষা ও উপভাষার (আঞ্চলিক) মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

2.5 ভারতে হিন্দী ভাষার অবস্থান/মর্যাদা

2.6 ভারতে ইংরাজী ভাষার অবস্থান/মর্যাদা

2.7 ভারতে ভাষা শিক্ষার নীতি

বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের (আয়োগ) সংস্থান

ত্রিভাষা সূত্র

জাতীয় পাঠক্রম গঠন—2005

2.8 সংক্ষেপকরণ

2.9 প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত পাঠ

2.10 একক শেষের অনুশীলনী

2.0 ভূমিকা

আপনারা নিশ্চয়ই এই গানটা শুনেছেন :

আংগ্রেজী ম্যাঁ ক্যাহেতে হ্যায়—আই লাভ ইউ

গুজরাটী ম্যাঁ বোলে-জ্ঞানে প্রেম করু চুঁ

বাঙ্গালী ম্যাঁ ক্যাহেতে হে—আমি তুমাকে ভালো ভাসিতু

ঔর পাঞ্জাবী ম্যাঁ ক্যাহেতে হে—তেরে বিন মর্ জাবাঁ, মে

তেন্নু প্যায়ার কর্না, তেরে যাইয়ো নাইয়ো লব্না।

নোট

এই ধরনের গানগুলি ভারতে ভাষার বৈচিত্র্যের এবং নমণীয়তার কেবলমাত্র একটি লক্ষণ প্রকাশ করে। আমরা নিশ্চিত যে আপনারা আরো দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে থাকেন, যেখানে ভাষার বহুত্ব ব্যবহৃত হয় একই সময়ে একই স্থানে। কল্পনা করুন যে দিল্লীতে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান একটি তেলুগু পরিবারের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে সেখানে একই ঘটনাতে হিন্দী, ঊর্দু, দক্ষিণী, তেলুগু, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে কত প্রকার ভাষায় কথা বলা হয়, আপনারা জানেন কি? আপনাদের মনে কমপক্ষে 15-20টি বাষার নাম মনে পড়বে। যাহোক, এটি খুবই কম সংখ্যা। তালিকাটি খুব দীর্ঘ এবং এটি ছাড়াও ক্ষুদ্রতর তালিকাগুলি এই দীর্ঘ তালিকাতে রাখা হয়েছে। এটা বলা যায় যে, সারা বিশ্বে প্রায় 5000 ভাষা বলা হয়, যার এক-তৃতীয়াংশ বলা হয় ভারতে। এইভাবে প্রায় 1600 ভাষা বলা হয় ভারতে। এই এককে আমরা আমাদের বহুভাষার ঐতিহ্য সম্পর্কে আরো শিখব।

প্রায় বিংশ শতক পর্যন্ত ভাষাগত বৈচিত্র্য একটি সমস্যা বলে বিবেচিত হত এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান বিষয়ে ভাবা হচ্ছে। যাই হোক গত কয়েক বছর ধরে এই ভাষাগত বৈচিত্র্য একটি ঐতিহ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এই ঐতিহ্যকে সমাজের উন্নতির জন্য ও ভাষার নিজের উন্নতির জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। আমরা এই বিষয়ে আরো বিশদে আলোচনা করব। এর সঙ্গে আমরা বলব ভারতের ভাষা শিক্ষার নীতি এবং ভাষা সম্পর্কে সংবিধানগত বিভিন্ন সংস্থান সম্পর্কে।

ভারতবর্ষ একটি বহুভাষাযুক্ত দেশ। যাহোক, দুটি ভাষা—হিন্দী ও ইংরাজী এই অঞ্চলে একটি সুস্পষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এইজন্য ঐতিহাসিক এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষাগুলির অবস্থান জানা গুরুত্বপূর্ণ।

2.1 শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ

এই এককটি পড়ার পর আপনারা বুঝতে সক্ষম হবেন যে বিষয়গুলি, সেগুলি হল—

- ভারতে ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং এর প্রাচুর্য।
- ভারতবর্ষের ভাষাগত বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে সমর্থ।
- ভারতবর্ষকে দেখা—একটি ভাষাগত অঞ্চল হিসাবে।
- বিভিন্ন বিভাগের ভাষা, যেমন—তালিকাভুক্ত ভাষাসমূহ, মাতৃভাষাগুলি, ধ্রুপদি ভাষাগুলি, উপভাষাগুলি প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিতি ঘটানো।
- ভাষার উপর গৃহীত বিভিন্ন শিক্ষানীতির পরিস্থিতি বুঝে ওঠা।
- ইংরাজী এবং হিন্দীর ঐতিহাসিক ও বর্তমান অবস্থান জানা।

নোট

2.2 ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

2.2.1 ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের একটি চিত্র

আপনারা নিশ্চয়ই এই বাগ্‌ধারাটি 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' অনেকবার শুনেছেন। এই মনোভাবটি ভাত্মরতের ক্ষেত্রে খুবই সত্য। ভারতবর্ষে আমরা বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য দেখতে পাই, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খাদ্যাভাসে, পোষাক ও সাজসজ্জায়, ধর্ম, রীতি প্রভৃতিতে। এইরকম বৈচিত্র্য বিশ্বের অনেক জায়গাতেই সাধারণভাবে দেখা যায়। যাই হোক, ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ভারতে যেমন দেখা যায়, বিশ্বের আর কোথাও তেমন নেই।

চারটি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় 1600র বেশী ভাষা ভারতে প্রচলিত। এই ভাষাগত বৈচিত্রের জন্যই ভারতকে বহু ভাষার দেশ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বহুভাষাতত্ত্ব ভারতের ধাঁচের সঙ্গে মানিয়ে যায়। 1961 খ্রী. হওয়া ভারতে ভাষা গণনা (Language Census) থেকে বহুভাষার একটি মিশ্র ছবি আমরা পাই। এই গণনা থেকে 1652টি মাতৃভাষা সনাক্ত করা হয় এবং পরে এগুলির শ্রেণীবিভাগ করে 193টি ভাষায় পরিণত হয়। ভারতে বহুভাষার অনেক মাত্রা আছে। এই বহুভাষার একটি মাত্রা বা দিক হল আমাদের সংবিধানের অষ্টম তালিকায় 22টি ভাষার নাম আছে; এইগুলিরই কয়েকটি প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রধান ভাষা। আমাদের স্বাধীনতার সময় তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল মাত্র 14টি ভাষা; 14 থেকে 22টি ভাষায় পৌঁছানো আমাদের বহুভাষা এবং ভাষার সাথে মানুষের একাত্মতার গুরুত্ব বোঝায়। বহুভাষার অন্য একটি প্রমাণ হল আমাদের সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র (সিনেমা), বই, দূরদর্শন, রেডিয়ো, স্কুলগুলি, অফিসগুলি, আদালতগুলি প্রভৃতিতে বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগ রয়েছে। একইভাবে ভারতের বহুভাষার প্রয়োগের আরো অন্য দিক আছে।

এক ভাষার (monolingualism) ব্যবহার হল এক ধরনের নৈপুণ্য বলে কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন এবং বহুভাষাকে একটি সমস্যা ও মানুষের অনগ্রসরতার মাপকাঠি বলে মনে করেন। যাইহোক, ভারতে বহুভাষা কোন সমস্যা নয়—এককভাবে ও সামাজিক স্তরের দিক থেকে। প্রকৃতপক্ষে, এটি আমাদের সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক প্রাচুর্যের একটি প্রকাশ। বহুভাষা হল একটি সম্পদ কারণ যারা একটির বেশী ভাষা জানেন তারা কেবল ভাষা ব্যবহারে দক্ষই নন, সামাজিক দিক থেকে তারা আরো সংবেদনশীল ও সহিষ্ণু। ''বহুভাষার খুব নিকট সম্পর্ক আছে ভাষার দক্ষতার সঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কৃতিত্ব, জ্ঞানপূর্ণ নমণীয়তা এবং সামাজিক সহিষ্ণুতার,'' (Agnihotri, 2007, p. 4)

বহুভাষা ভারতের সমস্যা নয় বরং ভারতের শক্তির সম্পদ বলে বিবেচিত। ''ভারতের মানুষ তথা সমাজের কাছে এটাই স্বাভাবিক যে তারা অনেক ভাষাকে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষাকে মুক্তভাবে দান-গ্রহণ নীতিতে গ্রহণ করতে পারে। এটা অবাক হওয়ার মত কিছু নয়, যখন দেখা যায় একটি বালক তার বাবা-মার সঙ্গে ভোজপুরী ভাষায় কথা

নোট

বলছে, তার পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে ভোজপুরী অথবা হিন্দীতে, তার কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে হিন্দী বা ইংরাজীতে এবং তার অফিসের সব কাজ ইংরাজীতে করছেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক পরিস্থিতিতেই আমরা দুই বা তার বেশী অনেক ভাষা একটা অন্যটার সাথে মিশিয়ে বলি। এইভাবেই ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।" (Agnihotri, 2000, p. 36).

এই ব্যাপারে সুব্বারাও বলেন, "যদিও ভারতীয় ভাষাগুলিকে মনে হয় প্রাথমিকভাবে একটি অন্যটির থেকে পৃথক, তারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্য দেখায়। পশ্চিমের দেশগুলি আগে থেকেই একটি ভাষা চলে আসছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষা তাত্ত্বিকরা অনুভব করেন যে যখন অনেক ভাষা বলা হয় একই অঞ্চলে, তখন স্পষ্ট বোধগম্যের সমস্যা হয় (অর্থাৎ মানুষের একজনের ভাষা অন্যজনের বুঝতে অসুবিধা হয়)। বাস্তবে এই ধরনের কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ভারতবর্ষে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি তার মাতৃভাষা ছাড়াও কমপক্ষে একটি বা দুটি ভাষা জানেন। তিনি সহজেই তার প্রত্যেকদিনের কাজে এই ভাষাগুলি ব্যবহার করতে সমর্থ হন। আপনার ভাষাগত বাধা কোথাও পাবেন না, এমনকি মুম্বাই, দিল্লী ও কোলকাতার মত শহরেও। শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কেরানী, অথবা কোন অফিসার, কারও কাজই ভাষার কারণে থেমে থাকে না।" (Subbarao, 2000, p. 41).

উক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য আমাদের কাছে কোন সমস্যা নয়; এটি আমাদের পিছিয়ে পড়াকেও সূচিত করে না; বরং এটি আমাদের ভাষাতত্ত্বের প্রাচুর্যের প্রমাণ দেয়।

ভাষাগুলির যে বৈচিত্র্য আছে তার প্রতি সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে কোন জাতির, তা সে বহুভাষী বা একভাষী হোক না কেন। আমেরিকার কথায় আসলে দেখা যায় যে বিভিন্ন মহাদেশ থেকে অনেকে এসে থাকলেও সেখানে একটি ভাষাই বিবেচিত হয়। আমেরিকা এর সংবিধান প্রকাশ করে যিনি ইংরাজী জানেন তিনিই আমেরিকার নাগরিক হওয়ার যোগ্য। সে দেশে যে শিশুরা ইংরাজী ছাড়া অন্য ভাষা বলে তারা সুযোগ কম পায়। এই কারণের জন্য আমেরিকার তৃতীয় প্রজন্মের নাগরিকরা তাদের মাতৃভাষা জানেন না। যাই হোক, ভারতের পরিস্থিতি আমেরিকার থেকে আলাদা। ভারত ভাগের পর ভারতে সিন্ধীভাষী জনসংখ্যা 2001 এর গণনা অনুযায়ী আজও 2,535,485 জন। একইভাবে 77,305 জন ভারতীয় নাগরিক তিব্বতীয় ভাষায় কথা বলেন; 10,504 জন ভারতীয় ফার্সী ভাষা বলেন, 1106 জন বলেন পাস্তো এবং 51,728 জন বলেন আরবী ভাষা। দু হাজার পাঁচশত তিরানব্বই জন ভারতীয় যারা পণ্ডিচেরীতে বাস করেন তারা ফার্সী বলেন এবং আরো অন্যান্য লোক আছেন যারা বার্মী, হিব্রু, লাওশিয়ান ইত্যাদিতে বলেন। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে বেশীরভাগ লোকই কমপক্ষে দুটি ভাষায় কথা বলেন। (Sinha, 2000, p. 64).

নোট

একই সময়ে, আমাদের ভুললে চলবে না যে ভারতে অনেক ভাষাই প্রবৃত্তির এমন প্রান্তে দাঁড়িয়ে যে উপজাতির ভাষা বলা লোকের সংখ্যা কমে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ, পন্ডিচেরীর নির্দিষ্ট উপজাতির ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা 100রও কম। 2001 ও 2010 এর গণনা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী বক্তার সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

আমরা দেখেছি যে, ভাষায় বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করেছে ভাষার বৈচিত্র্যের অস্তিত্বকে অথবা বহুমুখী গুণকে। যদি আমাদের সমর্থক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে ভাষাতত্ত্বের বৈচিত্র্যের প্রতি, তাহলে পরিবেশে যেসব ভাষাগুলি বলা হয় সেগুলির অস্তিত্বও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য করতে পারি। বিপরীত দিকে, ভাষার প্রতি অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণ চিন্তাধারা নিজের ভাষাটি ছাড়া অন্য ভাষার প্রতি বিবাদের সৃষ্টি করে এবং ঐক্যাভাব ঘটায়।

সদর্থক এবং নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের কেবল ভারতেই দেখা যায়, ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন সময়ের দিক দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, নাগা সম্প্রদায়ের 21টি উপজাতি আছে এবং একই সংখ্যক ভাষার ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা কথা বলেন। একটি নির্দিষ্ট উপবিভাগের লোকেরা ঐ উপবিভাগের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলে। যখন একটি উপবিভাগের লোকের প্রয়োজন পড়ে অন্য উপবিভাগের লোকের সঙ্গে কতা বলার, তারা নাগা ভাষায় কথা বলে এবং তাদের সম্প্রদায়ের বাইরে লোকের সাথে (অর্থাৎ নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের বাইরের লোকেরা) যখন কথা বলতে হয় তখন তারা হিন্দী এবং ইংরাজী ব্যবহার করেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত নাগা লোকেদের যেটা ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিক্ষেপ করে এবং তাদের বহুভাষার অধিকারী করে তোলে। অন্যদিকে গোয়াবাসীরা মারাঠী এবং কোঙ্কনী ভাষার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছেন। একইভাবে বেলগাঁও এবং কর্ণাটক অধিবাসীরা বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন কন্নড় এবং মারাঠী ভাষার বিরুদ্ধে (Sinha, 2000, p. 65-66).

পরিশেষে বলা যায়, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ভাষাতত্ত্বে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে এবং এই বৈচিত্র্য কোন সমস্যা নয়, বরং এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্পদ। ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গী এই সম্পদকে রক্ষা করবে, যখন সংকীর্ণ চিন্তাধারা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এইভাবে আমাদের একটি সুস্থ ও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে সমস্ত ভাষার প্রতি।

2.2.2 ভারতের ভাষাগোষ্ঠী এবং ভারত : একটি ভাষাতাত্ত্বিক অঞ্চল

আমরা দেখেছি যে ভারতে ভাষাগুলিতে বিভিন্নতা আছে। এই ভাষাগুলির কোনটির মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ পরিচিতি আছে যখন কোনটার মধ্যে নেই। সাধারণতঃ ভাষাগুলির মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটি একই ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতেই অতুলনীয় নয়, এছাড়াও ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্নতাও এই দেশকে তুলনাহীন করে তুলেছে। ভারতে চারটি ভাষাগোষ্ঠী আছে :

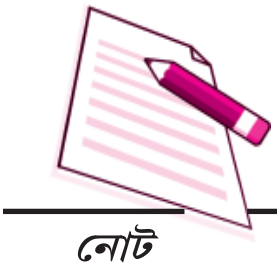

নোট

1. ইন্দো-আর্য
2. দ্রাবিড়ীয়
3. তিব্বতী-বার্মা
4. অস্ট্রো-এশিয়ান/মুণ্ডা

এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যেকটির কিছু সুনির্দিষ্ট ভাষার নাম নিম্নে দেওয়া হল।

ইন্দো-আর্য : হিন্দী, উর্দু, বাংলা, অসমীয়া, সংস্কৃত, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, কোঙ্কনী, নেপালী, উড়িয়া, কাশ্মীরী ইত্যাদি।

দ্রাবিড়ীয় : তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, কুরুখ ইত্যাদি।

তিব্বতী-বার্মা : মণিপুরী, অঙ্গামি, বোড়ো, পারো, ত্রিপুরী, তাংসা, মিজো।

মুণ্ডা : মুণ্ডা, মুণ্ডারি, হো, সাঁওতালী, শবর ইত্যাদি।

এটা মনে রাখা দরকার যে ভাষাতত্ত্বের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্নতা ভারতে দেখা যায়। ভারত হল একটি ভাষাতাত্ত্বিক অঞ্চল। এটি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল হাজার হাজার বছর ধরে চারটি ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা ভিন্ন ভাষায় কথা বললেও এটি প্রশংসনীয় যে তারা একসাথে বাস করে এবং এইভাবে ভাষাগুলি ধার করে একে অন্যের কাছ থেকে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকারের ভাষাগুলির গঠনগত সাদৃশ্যগুলি সময়ের সাথে উন্নত হয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলির কথা বলতে গিয়ে কে.ভি. সুব্বারাও বলেছেন ''হাজার হাজার বছর ধরে যখন বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষী লোকেরা একসাথে বাস করছে এবং এরা অন্য ভাষার উপর প্রভাব ফেলে এবং একজন অন্যজনের থেকে ধার করে ভাষা। এই বিনিময় ভাষাতত্ত্বের নতুন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে।'' নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

1. অনুবাদ শব্দ : এই ধরণের শব্দগুলি সব ভারতীয় ভাষাতে দেখা যায়। দ্বিতীয় শব্দটি একটা 'অতিরিক্ত' শব্দ এবং এর কোন নিজস্ব অর্থ নেই এবং শব্দটির সাথে প্রথম শব্দটির মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দী শব্দ কায়-বায় (ক্যায়-ব্যায়)। দ্বিতীয় শব্দ 'বায়'-এর নিজস্ব কোন অর্থ নেই হিন্দীতে কিন্তু এই প্রসঙ্গে অন্য যে কোন তুলনা দিতে গেলে বলা যায় যা খাওয়ার যোগ্য তা চায়ের সঙ্গে বসে (চা-টা)।

হিন্দী	ওড়িয়া	তেলুগী
খানা-বানা	বাঘো-ফাগো	দুলি-গিলি
পানি-বানি	কোবুলাই-ফাবুলাই	বাঘ-ভাগ
কায়-বায়	কাবল-বাবল	এনি-গিনি

নোট

2. পুনর্দ্বিত্ব শব্দ : বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলিতে নতুন শব্দ তৈরী করতে। যখন বিশেষ্য পদগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয় তখন এর অর্থের সঙ্গে প্রত্যেক শব্দটি যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'ঘর ঘর' হিন্দীতে এই শব্দটির অর্থ 'প্রত্যেক ঘর'।

বিশেষ্য

হিন্দী	তেলুগু	ওড়িয়া
ঘর-ঘর	ধৌরে-ধৌরে	ইশ্তি-ইশ্তি
পানা-পানা	পৃশথা-পৃশথা	পেজি-পেজি

বিশেষণ

ধীরে-ধীরে	ধীরে-ধীরে	নেমড়ি-নেমড়িগা
আহিস্তে-আহিস্তে	আস্তে-আস্তে	মেলা-মেলাগা

সর্বনাম

আপনা-আপনা	নিজৌ-নিজৌ	টনা-টনা

3. সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলিকে পরবর্তী অবস্থানের ব্যাপার আছে অর্থাৎ পদান্বয়ী অব্যয়বাচক শব্দগুলি বিশেষ্য পদের পরে বসানো হয়, এইভাবে 'টেবিলের উপরে' যেখানে 'উপরে' শব্দটি 'টেবিলের' আগে আসে, হিন্দীতে একজন বলেন 'মেজ পর'। আরো উদাহরণ **দ্রষ্টব্য :**

হিন্দী : রাম কা,

ঘর সেঁ

তামিল : রামোদ (রাম কা)

রামক্কু (রাম কো)

মুণ্ডারী : হো রারে (ঘর সে)

4. শব্দের স্তরানুযায়ী অধিকাংশ ভারতীয় ভাষাগুলির পশ্চাৎ ক্রিয়াশীল শব্দ আছে, যেমন ট-বর্গ অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ ইত্যাদি। আবার একটি শব্দ কখনো আনুনাসিক ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় না যেমন আমরা 'কিং' শব্দটার শেষে পাই।

আমরা উপরে দেওয়া ভাষাগুলির তালিকাতে যদিও হিন্দী ও উর্দু ভাষার কথা আলাদা ভাবে বলেছি এবং এরা অবশ্যই দুটি পৃথক ভাষার নিদর্শন। এদের লেখাও হয় ভিন্ন অক্ষরে। হিন্দী লেখা হয় দেবনাগরীতে ও উর্দু লেখা হয় পার্সো-অ্যারাবিক অক্ষরে। যা হোক, এদের একই গঠন ছিল ও উভয়ই ভারতভাগের পূর্বে হিন্দুস্থানী শীর্ষনামের অন্তর্গত ছিল।

নোট

আপনার উন্নতি দেখুন—1 (আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন)

1. ভারতের কটি ভাষাগোষ্ঠী আছে?
   (ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

2. ভারতীয় ভাষাগুলিতে উদ্ভূত কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিন যেটা বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে এসেছে।

   _____

   _____

   _____

3. কিছু সময় পূর্বে, একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মহারাষ্ট্রে মারাঠী বলেন না এমন লোকদের মারধর করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের বৈচিত্র্যের প্রতি কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই ঘটনা ঘটে? এই দৃষ্টিভঙ্গী কি আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক সম্পদের প্রতি হুমকি? আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি?

   _____

   _____

   _____

4. হিন্দুস্থানী, হিন্দী এবং উর্দু সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

   _____

   _____

   _____

2.3 ভাষাগুলি সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের মতামত কি?

দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ভাষার' কথা মাথায় রেখে ভারতের সংবিধান প্রণেতারা নীচের মূল উপাদানগুলি সংবিধানের অংশ 17তে রেখেছেন অনেক আলোচনা করে ধীরভাবে।

ভারতের বহুভাষার চিত্র মাথায় রেখে, সংবিধান প্রণেতারা কেবলমাত্র একটি বা দুটি ভাষাকে স্থান দেননি বরং ভারতের বহু ভাষাকে স্থান দেন। সংবিধানের আর্টিকল 343 অনুযায়ী ভারতের অফিসে কার্যকরী হিন্দী ভাষা দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয় এবং ইংরাজী হল সহযোগী অফিসে কার্যকরী ভাষা। সংক্ষেপে বলা যায়, পনেরো বছর ধরে ইংরাজীকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 1963 তে এটি স্থায়ীভাবে সহযোগী অফিসিয়াল ভাষায় পরিণত হয়, অফিসিয়াল

নোট

ভাষা আইনের অন্তর্গত থেকে। আর্টিকল্ 345 অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যকে আইনগতভাবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল অফিসিয়াল ভাষা হিন্দীর সঙ্গে আরো একটি অথবা তারও বেশী ভাষাকে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ এবং দিল্লীতে হিন্দীই অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল পাঞ্জাবী। মহারাষ্ট্রে, মারাঠী, গুজরাটে, গুজরাটী ও হিন্দী অফিসিয়াল ভাষা, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম, ওড়িয়া, অসমীয়া এবং বাংলা ঘোষিত হয়েছিল অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে যথাক্রমে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, উড়িষ্যা, আসাম এবং পশ্চিম বাংলায়। সিকিমে নেপালী, লেপচা এবং ভুটিয়া ভাষা সরকারী কার্যালয়ে (অফিসিয়াল) ভাষা হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। নাগাল্যাণ্ড ইংরাজীকে তাদের অফিসিয়াল ভাষা বলে স্বীকৃতি দিল। অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম এবং মেঘালয় কোন অফিসিয়াল ভাষা গ্রহণ না করে সরকারী কাজের জন্য ইংরাজী ব্যবহার করে। কেন্দ্রের অফিসিযাল ভাষাগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত হয়—চণ্ডীগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং দমন ও দিউ ও পণ্ডিচেরীতে অফিসিয়াল ভাষা তামিল।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জাতীয় ভাষার ক্ষেত্রে। আমাদের অনেকেই ভাবেন যে হিন্দী হল ভারতের জাতীয় ভাষা। যা হোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের সংবিধান জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলেনি। একই সময়ে, আর্টিক্ল 351 তে বলা হয়েছে ইউনিয়নের (সংগঠনের) হিন্দী ভাষা বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত এবং প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এই ভাষার উন্নতি করতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—2

1. সংবিধানের কোন অংশে ভাষা সম্পর্কে মূল অংশ আছে?
   (ক) 17 (খ) 18 (গ) 19 (ঘ) 20
2. কোন্ আইনের ফলে ইংরাজী সহযোগী অফিসিয়াল ভাষার মর্যাদা পেয়েছে?

   _____

   _____

   _____

2.4 ভারতে ভাষাগুলির বিভাগ

2.4.1 তালিকাভুক্ত ভাষাগুলি

ভারতীয় সংবিধানের 8ম তালিকায় বিবৃত ভাষাগুলিই তালিকাভুক্ত ভাষা। 1950 সালের তালিকায় 14টি ভাষার নাম ছিল। এই ভাষাগুলি ছিল—অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কন্নড়, কাশ্মীরী,

নোট

মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু। সিন্ধী এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংবিধানের (1967) 21তম সংশোধনীর মাধ্যমে। একইভাবে কোঙ্কনী, মণিপুরী এবং নেপালী অন্তর্ভুক্ত হল 71 তম সংবিধান সংশোধনীর (1992) দ্বারা এবং বোরো, সাঁওতালী, মৈথিলী এবং ডোগরী অন্তর্ভুক্ত হল 92তম সংশোধনীর (2003) দ্বারা। এইভাবে বর্তমানে মোট 22টি ভাষা তালিকাভুক্ত হল সংবিধানের তালিকাভুক্ত ভাষা হিসাবে। পরবর্তীতে আরও অনেক রাজ্য চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের ভাষাগুলিকে তালিকাভুক্তর জন্য। ''একবার একটি ভাষা তালিকাভুক্ত হয়ে গেলে, এর নাম ও মর্যাদার পরিবর্তন ঘটে এবং এই ভাষাটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা অথবা একটি তালিকাভুক্ত ভাষা হিসাবে পরিচিত হবে।" (Malikarjun, 2004)।

2.4.2 আঞ্চলিক ভাষাসমূহ এবং মাতৃভাষাগুলি

ভারতীয় ভাষাগুলিকে আঞ্চলিক ভাষা এবং মাতৃভাষা হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। মোট 100টি আঞ্চলিক ভাষা তালিকাভুক্ত হয়েছে 2001এর গণনা অনুযায়ী এবং এই ভাষাগুলির অধিকাংশরই মধ্যে অনেক মাতৃভাষা উপভাষা আছে। এইভাবেই আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে এদের অনেক মাতৃভাষা আছে। 1961 সালের ভাষা গণনা অনুযায়ী 1652টি মাতৃভাষা পরিচিতি পেয়েছে। 'মাতৃভাষা' শব্দটি সাধারণভাবে বোঝায় যে ভাষা বাড়িতে বলা হয় তাকে। 2001 সালের গণনা অনুযায়ী গণনা বিভাগ 'মাতৃভাষা'র সংজ্ঞা নিম্নলিখিত ভাবে দিয়েছেন—

''মাতৃভাষা বলতে সেই ভাষাকে বোঝায় যাতে ব্যক্তির মা কথা বলেন ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে তাদের শৈশবে। যদি মা বর্তমান না থাকেন, তাহলে বাড়িতে যে ভাষার কথা বলা হয়, তাই মাতৃভাষা। যদিও এতে সন্দেহ আছে তবুও বাড়িতে সাধারণত যে ভাষায় কথা বলা হয় তাই মাতৃভাষা।" (Malikarjun, p.8)

দুজন লোক একই পরিবারে বাস করলেও তাদের মাতৃভাষা আলাদা হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ স্বামী ও স্ত্রী যখন পৃথক সম্প্রদায়ের এবং অঞ্চলের। একটি বিষয় আরো গুরুত্বপূর্ণ যে একটি শিশুর একাধিক মাতৃভাষা থাকতে পারে বা একটির বেশী ভাষা বাড়িতে সমানভাবে বলা হয়ে থাকে।

2.4.3 ধ্রুপদী ভাষা

ভাষাগুলির যাদের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে, যার ব্যাকরণ অধিক পাঠের বিষয় এবং যে ভাষায় অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে সেগুলি ধ্রুপদী ভাষা।

ভারত সরকার একটি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা বলে ঘোষণা করার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধার্য করেছেন—

1. যে ভাষার একটি ইতিহাস আছে অথবা যে ভাষায় 1500-2000 বছরের প্রাচীন সাহিত্য রচিত হয়েছে।

নোট

2. কোন প্রাচীন সাহিত্য / মহাকাব্য যে ভাষায় লিখিত হয়েছে এবং ঐ ভাষার বক্তারা এই সাহিত্য / মহাকাব্যকে একটি মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচনা করে।

3. যে ভাষার একটি নিজস্ব সাহিত্যগত ঐতিহ্য আছে এবং যেটি অন্য ভাষা সম্প্রদায়ের থেকে ধার করা নয়।

2004 এর জুনে তামিল একটি ধ্রুপদী ভাষা, 2005 এ সংস্কৃত এবং 2008 এ কন্নড় ও তেলুগু ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

2.4.4 ভাষা ও উপভাষার (আঞ্চলিক) মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

সাধারণতঃ লোকেরা 'ভাষা' এবং 'উপভাষা' আলাদা বলে মনে করেন। তারা এরজন্য বিভিন্ন কারণ দর্শায়— ভাষা অনেক বেশী মানুষ বলেন, উপভাষা বলেন অপেক্ষাকৃত কম সদস্যরা; ভাষাগুলির একটি সাহিত্য থাকে, কিন্তু উপভাষার নয়; ভাষাগুলির অক্ষর থাকে, উপভাষার থাকে না ইত্যাদি।

যা হোক, বাস্তবে এই কারণগুলি ভুল। ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি ভাষা ও উপভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভাষা ও উপভাষা উভয়েরই একটি ব্যাকরণ আছে অর্থাৎ যারা নিয়মগুলি জানায়। অবধি, ব্রজ, ভোজপুরীর নিজস্ব ব্যাকরণ আছে ঠিক যেমন হিন্দী, ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক একইরকম।

অধিকাংশ সাহিত্য লেখা হয়েছে তথাকথিত ভাষাতে, যেমন হিন্দী, ইংরাজী এবং সংস্কৃতে এবং তথাকথিত উপভাষাতেও যেমন অবধি, মৈথিলী এবং ব্রজতে। অক্ষরের বিষয়টিও ঠিক নয়, যেহেতু পৃথিবীর যে কোন ভাষা যে কোন অক্ষরে লেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ— ??? (দেবনগরী অক্ষর), (Shyam khaataa hai) (রোমান অক্ষর)।

এইভাবে, এটি স্পষ্ট যে আমরা কোন পার্থক্য করতে পারি না ভাষা ও উপভাষার মধ্যে অক্ষর, সাহিত্য ও ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে। কোনটিকে ভাষা আর কোন্‌টিকে উপভাষা বলা হবে সেটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন। রমাকান্ত অগ্নিহোত্রী বলেন, ''শক্তিশালী ও ধনী ব্যক্তিরা যে ভাষায় কথা বলেন সেটাই প্রায়ই 'ভাষা' বলে বিবেচিত হয়। ব্যাকরণ ও অভিধানগুলিও এই ভাষার জন্যই লেখা হয়। সাহিত্যও এই ভাষাতেই লেখা হয়। ভাষাও একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে যার দ্বারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এইভাবে একটি প্রামাণ্য ভাষা পরিচিত হয়। ভাষাগুলির যেই প্রামাণ্যভাষার সাথে মিল পাওয়া যায় সেটাই তখন এর উপভাষা বলে পরিচিতি পায়। শাসনকেন্দ্রে যে শক্তি (দল) থাকে সেই অনুযায়ী ভাষার সম্মান বা মর্যাদার পরিবর্তন ঘটে। যখন রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রে কনৌজ ছিল, তখন সাহিত্যের ভাষা ছিল 'অপভ্রংশ', খাড়ি বোলি, ব্রজ এবং অবধি ছিল এর উপভাষা। একইভাবে, যখন রাজনৈতিক, শক্তির কেন্দ্রে

নোট

'ব্রজ' ছিল, তখন সাহিত্যের ভাষা ছিল ব্রজ এবং খাড়ি বোলি হয়েছিল এর উপভাষা যা দিল্লী ও মীরাটে বলা চলব। আর যখন শক্তির কেন্দ্রে ছিল দিল্লী ওমীরাট তখন হিন্দী ভাষার উপভাষা ছিল ব্রজ এবং অবধি।"

এইভাবে প্রধান বিষয় হল যে ভাষা এবং শক্তির সম্পর্ক বুঝতে হবে এবং সেটাই ভাষা ও উপভাষার সংজ্ঞা ঠিক করে দেয়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—3

1. এখন সংবিধানের অষ্টম তালিকায় কটি ভাষা বিবৃত হয়েছে?

   (ক) 14 (খ) 18 (গ) 20 (ঘ) 22

2. 'মাতৃভাষা' কথাটির অর্থ কি?

   _____

   _____

   _____

3. একটি ভাষা ধ্রুপদি ভাষা হিসাবে বিভাগ করতে গেলে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কি?

   _____

   _____

   _____

4. 'ভাষা' ও 'উপভাষা'র মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

   _____

   _____

   _____

2.5. ভারতে হিন্দীভাষার অবস্থান

হিন্দী এমন একটি ভাষা যেটি বলা হয় 'হিন্দ' অথবা ভারতে। এর প্রাচীন নামগুলি 'হিন্দুই' (hinduii) ও 'হিন্দ্বী' (hindvii) একই তাৎপর্য বহন করে।

হিন্দী : হিন্দীর এই গঠনটি হিন্দীর অন্য উপভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এতে সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সীর কোন শব্দ নেই।

খাড়ি বোলি : হিন্দীর এই রূপটি প্রামাণ্য হিন্দী বলে বিবেচিত হয় আজ। ব্রজ ও রেখতার থেকে আলাদা এই ভাষাটি সাধারণ লোকের ভাষা, প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষা এবং এই ভাষায় সাহিত্য রচনাও সম্ভব হয়।

নোট

নাগরী হিন্দী : হিন্দীর এই রূপটি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত।

হিন্দুস্তানী : হিন্দী ও উর্দু উভয়েই হিন্দীর এই রূপটির একটি অংশ এবং এই দুটি ভাষারই একটি মিশ্রণ।

প্রামাণ্য বা মর্যাদাপূর্ণ ভাষা : যখন অনেকগুলি উপভাষা বলা হয়, তার একটি উপভাষা বলা হয় শিক্ষিত ও সমারে অভিজাত শ্রেণির দ্বারা তখনই ঐ উপভাষাটি মর্যাদাপূর্ণ বা প্রামাণ্য ভাষায় পরিণত হয়। ''অন্য ভাষাগুলি অপেক্ষা প্রামাণ্য ভাষাটি অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ নয়। ভাষার স্তরে সব ভাষাগুলি সমানভাবে সুবিন্যস্ত। কিন্তু হ্যাঁ, তারা সামাজিক স্তর বিন্যাসের দিক দিয়ে সব ভাষা সমান নয়" (Agnihotri, 2007, p.3) হিন্দীর মর্যাদাপূর্ণ আকার বা গঠন তিনটি প্রধান কেন্দ্র মীরাট, দিল্লী এবং আগ্রার হিন্দীর উপর ভিত্তি করে গঠিত।

হিন্দী উপভাষার বিভাগীকরণ হল

- পূর্ব অঞ্চল ——→ পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দী
  - অবধি
  - বঢেলী
  - ছত্তিশগড়ি
- বিহার হিন্দী
  - → ভোজপুরি
  - → মাঘী
  - → মৈথিলি
- পশ্চিমাঞ্চল হিন্দী
  - → আকার বহুল
    - কৌরবি
    - হরিয়ানভি
    - দখিনি
  - → ও-কার বহুল
    - → ব্রজ
    - → বুন্দেলি
    - → কনৌজি
- রাজস্থানি হিন্দী
  - → মারওয়াড়ি
  - → জয়পুরি
  - → সেবতি
  - → মালবি
- পাহাড়ি
  - → কুমায়ুন
  - → গারওয়াললি

উপরে উদ্ধৃতর সাথে পাহাড়ি। নিমারি, হরোতি, ধুধরি, অহিরাতিও হিন্দীর উপভাষা। এখানে আমরা বোধহয় হিন্দী ভাষা ও এর উপভাষা সম্বন্ধে বলছি : অবধি, ব্রজ, মৈথিলী, রাজস্থানি, ভোজপুরি ইত্যাদি। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে এই উপভাষাগুলি হল ভাষা এবং এরা একবারের জন্যও ভাষার মত মর্যাদা উপভোগ করেছে।

যখন 'খাড়ি বোলি' উপভাষা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সুস্পষ্টতা লাভ করেছে, তখন ভাষাগুলি তাদের স্বাধীন পরিচিতি হারিয়েছে এবং বাধ্য হয়েছে হিন্দীর উপভাষাতে পরিণত

নোট

হতে। ড. রবীন্দ্রনাথ শ্রীবাস্তব লিখেছেন, ''সামাজিক পুনঃ প্রতিষ্ঠান হওয়ার পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট উপভাষা অন্য উপভাষাগুলির অপেক্ষা আরও গুরুত্ব পায় তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে। ফলস্বরূপ, এই 'উপভাষা' ব্যবহৃত হতে শুরু করে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে অন্য উপভাষাগুলির বক্তাদের সঙ্গে। অন্য উপভাষাগুলির বক্তারা যাদের সামাজিক পরিচিতি ঐ উপভাষার সঙ্গে সময়ে যোগাযোগের মর্যাদাসম্পন্ন (standard) মাধ্যমে পরিণত হয়। বর্তমানে খাড়ি বোলি একটি সমার্থক শব্দ, মর্যাদাসম্পন্ন হিন্দীর এবং এটি একটি ভাষার মর্যাদাই উপভোগ করছে, যখন ব্রজ, অবধি, ভোজপুরি ইত্যাদি আরো কমগুরুত্বের উপভাষাতে পরিণত হয়েছে।'' এখন থেকে যখনই আমরা হিন্দীর কথা বলি, ব্রজ, অবধি, ভোজপুরি, রাজস্থানি ইত্যাদি উপভাষা হিসাবেই চিত্রিত হবে। যাহোক এটা মনে রাখতে হবে যে ভাষা-উপভাষার পার্থক্য যেটা আমরা উপরে আলোচনা করলাম সেটাই।

সাহিত্যের ভাষা হিসাবে হিন্দী :

ব্রজ, মৈথিলি ও অবধি হল সুস্পষ্ট ভাষা যাতে খুব সম্পন্ন সাহিত্য রয়েছে এবং বহুভাবেই এটিকে হিন্দী ঐতিহ্যের একটি অংশ বলা যায়। ব্রজ ভাষায় প্রচুর সাহিত্য লেখা হয়েছে বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত। এই ভাষাতে একটি বিরাট ভৌগোলিক অঞ্চলে এমনকি আজও কথা বলা হয়। সুরদাস, মীরাবাঈ, কেশবদা, রহিম, রসখাঁ, বিহারি, দেব, ধনানন্দ, সেনাপতি, ভূষণ, পদ্মাকর, রত্নাকর এঁরা মধ্যযুগে এই ভাষায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

জ্যায়সী ও তুলসিদাস 'অবধি' ভাষার বিখ্যাত কবি। জ্যায়সীর 'পদ্মাবত' আক্ষরিক অর্থেই অবধিতে রচিত একটি মহাকাব্য। তুলসিদাস মোট 12টি বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি রচনা করেছেন-রামচরিতমানস, কবিতাবলি, গীতাবলি, বিনয়পত্রিকা ইত্যাদি। গীতাবলি, বিনয়পত্রিকা ও কবিতাবলি ব্রজ ভাষায় লেখা। তুলসিদাস ব্রজ ও অবধি ভাষায় সমান দক্ষতা নিয়ে লিখেছেন।

বিভিন্ন সুফি কবি যেমন কবির, দাদু, রেদা ও গুরু নানক সুফি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

আধুনিক কালে, ভারতেন্দু, মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী, বাল কৃষ্ণ ভট্ট, প্রসাদ, পন্ত, নিরালা, মহাদেবি, অগ্য, রঘুবীর সহায় ও অন্য অনেক লেখক হিন্দী সাহিত্যকে নতুন আকার দিয়েছেন ও এতে অনেক শক্তির সঞ্চার করেছেন। কবিতা, গল্প, নাটক, ঐতিহাসিক হিসাব, সমালোচক, আত্মজীবনী, ভ্রমণকাহিনী, রচনাগুলি, ডাইরীর (দিনপঞ্জি) হিসাব, প্রতিবেদন প্রভৃতি এই গ্রন্থকাররা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিন্দীর উন্নতির জন্য হিন্দী সাহিত্যে দিয়েছেন।

হিন্দীতে সংবাদপত্রগুলি ও ম্যাগাজিনের প্রকাশনা হিন্দীর স্থিরতাকে নির্দেশ করে। এটা বলা প্রাসঙ্গিক যে প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'উড়ন্ত মাত্রাও' কলকাতা থেকে 1826 সালে প্রকাশিত হয় ও সেই সঙ্গে দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'বঙ্গদূত'। কলকাতা ও অ-হিন্দী ভাষী বাঙালীরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে হিন্দী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের উন্নতিতে ও প্রকাশে।

নোট

প্রশাসনের ভাষা হিসাবে হিন্দীর উন্নতি :

বিধানসভার হিন্দীকে অফিসিয়াল/কার্যকরী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে ১৯৪৯-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর। এর অর্থ এই নয় যে হিন্দীর কোন পরিচিতি ছিল না একটি আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে এই উন্নতির পূর্বে। বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ রাজদপ্তরে (রিয়াসত) গোয়ালিয়র, জয়পুর ইত্যাদি অঞ্চলে সম্পূর্ণ হিন্দীতে হয়েছিল। আরও, যদিও ইংরাজি ছিল ভারত সরকারের কার্যালয়ের ভাষা, ব্রিটিশদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল হিন্দী শেখার ও এটা শুরু হয়েছিল 1800 এর পূর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময়ে। 1878-79 তে প্রয়োজন ছিল প্রত্যেক অফিসিয়াল যারা ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন তাদের হিন্দী ও হিন্দুস্তানী জানতে। 1925 সালে, গান্ধীজির চেষ্টাতে কংগ্রেস স্থির করেছিল যে হিন্দুস্তানী রোজকার ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে।

বর্তমান মর্যাদা : হিন্দী কেলবমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসের ভাষাই নয়, অন্যান্য রাজ্য সরকারের দপ্তরের ভাষাও হিন্দী। এটা সাধারণ জ্ঞান যে আজ যে সব রাজ্যগুলিতে কার্যালয়ের ভাষা হিন্দী, সেখানে বেশীরভাগ প্রশাসনিক কাজ হিন্দীতেই হয়। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও রাজস্থানের উচ্চ-আদালত তাদের সিদ্ধান্ত ও যাবতীয় তথ্য জমা করে হিন্দী ভাষাতেই। অনেক রাজ্যে হিন্দী একান্তর মাধ্যম বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, আইন প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতক স্তরের শিক্ষাদানে। হিন্দীতে কম্পিউটার (সংগণক) বিজ্ঞান শিক্ষাও বিভিন্ন কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী অফিসে বা কার্যালয়ে কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরণের কাজ হিন্দীতে হচ্ছে।

হিন্দী একান্তর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস, প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্কগুলিতে, যদিও এই পরীক্ষাগুলিতে ইংরাজী একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার। সর্বশেষে বলা যায়, বিরাট বড় ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে হিন্দী চলে আসছে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—8(4)

1. জ্যায়সী'র পদ্মাবত' কোন ভাষায় লিখিত?
   (ক) ব্রজ (খ) অবধি (গ) মৈথিলি (ঘ) হিন্দী।
2. 'হিন্দুস্তানি' নামটি কোন্ দুটি ভাষাকে নির্দেশ করে?

   _____

   _____

   _____
3. হিন্দী কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসিয়াল ভাষা নয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারেরও অফিসিয়াল ভাষা। রাজগুলির নাম কর।

_____

_____

_____

নোট

4. সংক্ষেপে বর্ণনা কর সাহিত্যের ভাষা হিসাবে হিন্দীর উন্নতি।

_____

_____

_____

2.6. ভারতে ইংরাজি ভাষার মর্যাদা :

খ্রিস্টান মিশনারীরা ব্রিটেন থেকে ভারতে আসেন 1813 খ্রি. ও বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে স্থানীয় ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলত। পরে তারা বিভিন্ন ইংরাজী মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রিটিশ প্রশাসকরা 1857 খ্রী. তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষৎা করেছিলেন ও ইংরাজি প্রথম ভাষা হিসাবে এল ভারতীয় শিক্ষায়। যেসব ভারতীয়রা ইংরাজিতে দক্ষ ছিলেন তারা হয়ে উঠলেন নতুন অভিজান শ্রেণি। অনেক ইংরাজি-মাধ্যম বিদ্যালয় চালু হল। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও ইংরাজি হয়ে উঠল শিক্ষার মাধ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয়রা সেই বিদ্যালয়গুলিতে গেল যেখানে ইংরাজিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি স্বাধীনতার পরেও ইংরাজি ভাষাতে জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারী স্তরে এটি সহযোগী অফিসিয়াল ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এমনকি আজও যে বিদ্যালয়গুলি ইংরাজিতে জোর দেয় সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত ভালো বিদ্যালয় বলে। এই পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও ভিন্ন নয়।

1970-1980-র মধ্যে ভারতীয় বিদ্যালয়গুলির এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয় ইংরাজি মাধ্যম। আজও ইংরাজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এর কারণগুলি নিম্নরূপ :

গুরুত্বপূর্ণ বই ও তথ্যসম্পদ, ইংরাজিতে লিখিত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষাও ইংরাজি।

ইংরাজির দক্ষতা হল বিদগ্ধ ও গভীর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও ইংরাজি ব্যবহৃত।

বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষি ও ব্যবসাতেও ইংরাজি যোগাযোগের মাধ্যম।

আন্তর্জাতিক স্তরে ইংরাজির গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা আছে। বিশ্বের বেশীরভাগ দেশই এই ভাষা বলে ও বোঝে।

সরকারী স্তরেও ইংরাজী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

রাজ্যগুলি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে অফিসের কাজের জন্য কিন্তু ইংরাজি তাদের সাহায্য করে যোগাযোগের জন্য।

নোট

বিদ্যালয়ের পঠক্রমে ইংরাজির স্থান :

দ্য সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন (1952-53) জোর দিয়েছে ইংরাজির গুরুত্বে। শিক্ষা কমিশনও (1964-66) এর সাথে সহমত। এটাই ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রস্তাব দিয়েছে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ত্রি-ভাষা সূত্রে বলা হয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা বিদ্যালয়ে হবে :

প্রথম ভাষা :

প্রথম ভাষা যেটি বিদ্যালয়ে শেখানে হবে, সেটা হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

দ্বিতীয় ভাষা :

যে কোন আধুনিক ভাষা বা ইংরাজি, হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলোয়।

হিন্দী বা ইংরাজি অ-হিন্দী ভাষী রাজ্যগুলোয়।

তৃতীয় ভাষা :

হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলিতে ইংরাজি বা কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা যেটি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখানো হয়নি।

অ-হিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে ইংরাজি অথবা কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা যেটি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখানো হয়নি।

জাতীয় পাঠক্রমের গঠনকর্ম-2005 অনুযায়ী, ''বহুভাষার দেশের মধ্যে ভারতে ইংরাজি একটি বিশ্বভাষা.....ইংরাজি শিক্ষার লক্ষ্য হল বহুভাষার সৃষ্টি যা আমাদের সব ভাষাকে সমৃদ্ধ করে.....বিভিন্ন রাজ্যে ইংরাজি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে, যেখানে শিশুদের অন্য ভাষাগুলি ইংরাজি শিক্ষা ও শিখনকে ও 'ইংরাজি মাধ্যম' বিদ্যালয়গুলি যেখানে অন্য ভারতীয় ভাষার দর বেঁধে দিয়ে ইংরাজির উচ্চ কর্তৃত্বকে কমিয়ে আনা...সমস্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা যারা ইংরাজি শেখান তাদের প্রাথমিক দক্ষতা থাকতে হবে ইংরাজিতে।.....ইংরাজি দশম শ্রেণীতে অকৃতকার্যতার একটি প্রধান কারণ। একটি শিক্ষার্থীকে 'ইংরাজি ছাড়াই কৃতকার্য' করা গেলে যদি একান্তর একটি পথ ইংরাজিকে রাশিকরণ করে (সেই কারণে নির্দেশ) নিয়মিত বিদ্যালয় পাঠক্রমের বাইরে রাখা যায়।"

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-5

1. 1813 খ্রি. যখন ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মাধ্যম তাদের দ্বারা শুরু হয়েছিল—
   (ক) ইংরাজি (খ) হিন্দী (গ) হিন্দুস্তানি (ঘ) আঞ্চলিক ভাষা।
2. ইংরাজি জানা হল অপেক্ষাকৃত ভালো শিক্ষা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও উচ্চতর IQ/বুদ্ধ্যঙ্ক যুক্ত, আপনি কি এই বিবৃতির সাথে একমত? উত্তর দিন কারণ দেখিয়ে।
3. স্বাধীন ভারতে ইংরাজি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ঔপনিবেশিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও, কেন?

নোট

2.7. ভারতে ভাষাশিক্ষানীতি

স্বাধীনতার সময় থেকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষার প্রতি-যত্নশীল বিবেচনা আরোপ করেছেন। জাতীয় উন্নতি এবং নিরাপত্তার বিষয় হিসাবে। শিক্ষার প্রতি বিভিন্ন সমিতি ও কমিশনগুলি সুপারিশ করেছেন। ভারতে শিক্ষানীতিকে বোঝার জন্য।

শিক্ষার জাতীয় পন্থা, 1963 সমর্থন করলেন যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হল শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। যে পর্যন্ত না এটা করা যাচ্ছে, জনগণের সক্রিয় শক্তিগুলিকে সদ্ব্যবহার করা যাবে না। শিক্ষার মর্য্যাদার ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হবে না। শিক্ষা সংক্রান্তএবং সাধারণ জনগণের ঘাটতির সংযোগস্থাপন ঘটবে না। আঞ্চলিক ভাষার-ব্যবহার, শিক্ষার মধ্যমা হিসাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে বহু বছর ধরে উৎসাহিত করে আসছে। আরও বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে ত্রিভাষাসূত্র চালু করতে বাধ্য করেছেন। এভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের তিনটি ভাষা শেখা উচিত।

যখন ভাষার উন্নতির কথা বলা হচ্ছে শিক্ষার জাতীয় পন্থা, 1986কে গ্রহণ করা হয়েছে যে শিক্ষার জাতীয় পন্থা, 1986 অর্থবহুলভাবে দ্রুতগতিতে চালু করা হবে। এই প্রসঙ্গে রামূর্তি কমিটি, 1990 শিক্ষার জাতীয় পন্থা, 1986 কে পুনর্মূল্যায়ণ করেছেন যে তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করেছেন যে কেন গ্রামীন শিশুরা উচ্চশিক্ষাকে স্পর্শ করতে পারছে না ইংরাজী ভাষার প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব। এটাই অন্তিম সময় যে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে উৎসাহিত করা হবে।

এন. সি. এক-2005 অনুসারে শিশুদের ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটা সহজাত শক্তি আছে। অধিকাংশ শিশুদের ভাষার নিয়মালবীও বিভিন্ন জটিলতা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে দেখা গেছে। তারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার আগে এবং যখন তারা বিদ্যালয় আরম্ভ করে বুঝতে পারে এবং দু-তিনটি ভাষায় কথা বলে।

পাঠক্রমের গঠন কাজকে বলা হয়েছে প্রভাবিত প্রয়োগ ত্রিভাষা সূত্রের ক্ষেত্রে। উপজাতি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে, শিশুদের মাতৃভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে একটা বিশেষ জোর আছে। ভারতীয় সমাজে বহুভাষার চরিত্রকে বহুভাষার উন্নতি হিসাবে প্রতিটি শিশুর মধ্যে একটা উৎস হিসাবে মনে করা হয় এবং ইংরাজীতে দক্ষতা হল এই প্যাকেজের একটি অংশ। এটা কেবলমাত্র সম্ভবপর যদি ভাষা শিক্ষার শিশু মনস্তত্ত্ব মাতৃভাষার ব্যবহারের উপর-আরোপিত হয়।

দ্বিভাষাতত্ত্ব অথবা বহু ভাষাতত্ত্বের নির্দিষ্টভাবে জ্ঞানীয় উপকারগুলি আছে। ত্রিভাষা সূত্র হল সুযোগ সুবিধা ও ভাষার স্পর্ধার প্রতি ব্যবহার। এটা একটা ভাবমূর্তি যা বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার পথকে নির্দিষ্ট করে।

নোট

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখ-6

1. কোন্ বছরে শিক্ষার জাতীয় পন্থাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল?
   (ক) 1963 (খ) 1986 (গ) 1990 (ঘ) 1992
2. ত্রিভাষা সূত্র কি বর্ণনা করে?
3. কি সুবিধাগুলো শিক্ষার জাতীয় পন্থা, 1963 চিন্তা করবে প্রকাশিত হতে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য?

2.8. এস সংক্ষেপে বলি

বহু ভাষাভাষির হল ভারতীয় ভাষা ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মৌলিকত্বে ও সামাজিক স্তরে বহু ভাষার অধিকারী হওয়াটা ভারতের পক্ষে সমস্যা নয়। এটা বাস্তবিকভাবে একটি উৎস এবং সাংস্কৃতিক প্রাচুর্য্যের প্রকাশ হিসাবে।

বহুভাষাভাষিত্ব হল একটি উৎস কারণ জনগণ যারা একটির বেশী ভাষা জানে না ঠিক ভাষার দক্ষ ব্যবহারকারী কিন্তু সমাজে তাদের মতবাদ হল সজীব।

সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী একটা মুখ্য ভূমিকা আছে একভাষী অথবা বহুভাষী দেশের পক্ষে ভূমিকা পালন করতে।

যদি আমাদের একটা খোলামেলা বৈচিত্র্য থাকে ভাষার মধ্যে যার থেকে সকল ভাষার অস্তিত্ব ও বর্ধনশীলতা সম্বন্ধে।

বিপরীতপক্ষে অসহিষ্ণুতা এবং সংকীর্ণ চিন্তাধারা ভাষা সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব কাররগুলি অনৈক্য ও অসম্মতির চেয়ে।

চারটি বিভিন্ন ভাষাভাষির পরিবারের ভাষায় ভারতে কথা বলা, কিন্তু আমরা তবু একভাষাভাষির এলাকায় আছি।

ভাষা বিজ্ঞান বিন্দু থেকে ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য নেই। গল্পগুলি, কবিতাগুলি, নাটকগুলি, ঐতিহাসিক হিসাব, সমালোচনা, জীবনচরিত, প্রবন্ধগুলি, ভ্রমরের পূর্ণ বিবরণ, জীবনপঞ্জি, প্রতিবেদন প্রভৃতি হিন্দীর বর্ধনশীলতায় দায়বদ্ধ।

হিন্দীকে ভারতীয় ভাষার ইউনিয়ন হিসাবে অফিস সংক্রান্ত ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ইংরাজীকে 1949 সালের 14ই সেপ্টেম্বর বিধানসভায় সহযোগী অফিস সংক্রান্ত ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বহু ভাষাভাষীর দেশ হিসাবে ভারতে ইংরাজী হল বিশ্বভাষা ত্রিভাষা সূত্র হল ভাবমূর্তি যা বহুভাষার শিক্ষার পথ হিসাবে নীচে রাখে।

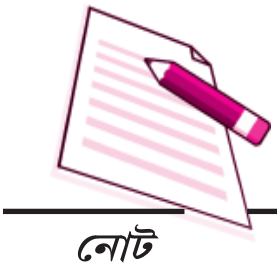

নোট

2.9. প্রস্তাবিত পঠনপাঠন এবং উল্লেখ :

অগ্নিহোত্রী, আর. কে. 2007 হিন্দী; এন. এসেন্সসিয়্যাল গ্রামার, লণ্ডন; রাউটলেজ অগ্নিহোত্রী, আর. কে.-2007 টুওয়ার্ডস্ এ পেডাগোগিক্যাল প্যারাপিজম্ রুটেড্ ইন্ মাল্টিলিংগুয়োলিটি।

ইন্টারন্যাশান্যাল মাল্টিলিংগুয়্যাল রিসার্চ জার্নাল- ভল্ (2) - (1-10)

অগ্নিহোত্রী, আর. কে এ্যাণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. কে. 2000 (ইডি) ভৈসাঃ বহু ভাষিতা আওয়ার হিন্দী নিউ ডেলহি, শীলালেখ।

অগ্নিহোত্রী, আর. কে এ্যাণ্ড কুমার সঞ্জয় 2002-বৈশা, বলি আওয়ার সমা, ই. কে আনট্ সমভাড্ নিউ ডেলহি-দেশকাল।

আগরওয়াল, জে. সি-2006-রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি নিউ ডেলহি প্রভাত।

ভাতিয়া, কৈলাশ চন্দ্র-1989-ভারতীয় ভাষায় নিউ ডেলহি, প্রভাত।

ন্যাশান্যাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এন্ সি এফ্) 2005, নিউ ডেলহি, এন সি ই আর টি।

2.10. একক অন্তিম অনুশীলনী :

1. তোমার নিজের ভাষায় ভাষার বৈচিত্র্য বর্ণনা কর।

2. বহুভাষা সমস্যা নয়, কিন্তু ভারতের পক্ষে উৎস—ব্যাখ্যা কর।

3. কোন্ ভাষার পরিবারগুলিকে ভারতে দেখা যায়?

4. ভারতবর্ষ এক ভাষার এলাকা ব্যাখ্যা কর—কিভাবে?

5. একটি ভাষাকে প্রাচীন ভাষায় ঘোষণা করতে স্থিতিমাপগুলি কি?

6. ব্রজ, মৈথিলী এবং আওয়াধি হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য গভীরভাবে ঋণী। এই বিবৃতির সমর্থনে ও বিরুদ্ধে কারণসহ আলোচনা কর।

7. সমালোচনা, জীবনচরিতগুলি, আত্মজীবনীগুলি, চরিত্র চিত্রণগুলি, প্রতিবেদনগুলি, প্রাত্যহিক জীবনপঞ্জীগুলি, ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি, নাটকগুলি, প্রবন্ধগুলি সকলই হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির করণে সহায়তা করেছে—এই বিবৃতির ব্যাখ্যা দাও।

8. বহুভাষাভাষিত্ব সম্বন্ধে এন. সি. এফ-2005 কি বলে? এর সমর্থনে তোমার মতামত কি?

9. বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের ৮ম তালিকায় কতগুলি ভাষা আছে? তাদের নাম বল।

10. সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী যে নাগা সম্প্রদায়ের ভাষাবৈচিত্র্যের সমর্থনে সেগুলি বহুভাষাভাষী। নাগা সম্প্রদায়ের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে ভাষাবৈচিত্রে কি যোগান আছে?

নোট

কার্যকলাপ :

1. তোমার চারিদিকের একটি অথবা দুটি গ্রামের জরিপ সম্বন্ধে আলোচনা কর। এবং খুঁজে বের কর যদি গ্রামের লোকেরা বহুভাষাভাষির কিনা? আরও জানাও তারা যে ভাষাগুলি জানে।
2. হিন্দীভাষী শিশুদের জন্য হিন্দী দিবসে তুমি কোন কার্য্যকলাপগুলি সংগঠিত করবে?
3. খুঁজে বের কর তোমার চারিদিকের 'ত্রিভাষা সূত্র' বিদ্যালয়গুলিতে কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়?

নোট

একক - 3 ভাষার শিক্ষণ ও শিখন

কাঠামো :

3.0—ভূমিকা।

3.1—শিক্ষার বিষয়

3.2—প্রথম ভাষা অর্জন

3.2.1.—ভাষার প্রতি মানবদেহের জীবনবিজ্ঞানগত গ্রহণ

3.2.2.—পরিবেশের ভূমিকা

3.2.3.—অর্জিত ভাষার স্তরগুলি

3.3—দ্বিতীয় ভাষা অর্জন/শিখন

3.3.1—দ্বিতীয় ভাষাকে কি প্রথম ভাষার মত অর্জন করা যাবে?

3.3.2—কিভাবে আমরা শিশুদেরকে তাদের দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করতে সাহায্য করতে পারি?

3.3.3—শিখনের কি ভূমিকা? দ্বিতীয় ভাষা শেখার সামর্থ্যের জন্য?

3.3.4—আমাদের প্রথম ভাষা কি দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষণের জন্য নাক গলায়?

3.4—ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি।

3.4.1.—ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি

3.4.2.—প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

3.4.3.—ভাষাসংক্রানত শব্দ প্রেরণ পদ্ধতি

3.4.4.—আলাপপ্রিয় পদ্ধতি

3.4.5.—প্রাকৃতিক কার্য্যসাধন পদ্ধতি

3.5—সংক্ষেপে বলা যাক্

3.6—প্রস্তাবিত পঠন ও উল্লেখ

3.7—এক অন্তিম অনুশীলনী

3.0. ভূমিকা :

শ্রেণীকক্ষে ভাষা শেখাতে কিভাবে প্রচুর শেখানো যাবে, যদি আমরা যত্ন সহকারে কিভাবে শেখানোর পদ্ধতি আমাদের বাড়ীতে অধ্যয়ন করি। এই এককটি ভাষা শেখানো এবং ভাষা শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে আলোচনা করবে। এই এককটি প্রাথমিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে আরম্ভ হয়। কিভাবে শিশুরা ভাষাকে অর্জন করে? এটা ভাষার জন্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে যে শিশুরা বাড়ীতে ভাষা শিখে। এটা তখন আলোচনা করবে কিভাবে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে গিয়ে

নোট

কর্মক্ষমতা বাড়ানোর পদ্ধতি অর্জন পদ্ধতির সাথে সমতা প্রকাশ করবে। এটাও দাবিকে সমর্থন জানানোর জন্য তথ্য যোগান দেবে যে দ্বিতীয় ভাষার অধিকাংশ ভ্রান্তিগুলো প্রথম ভাষার তদারকির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এই একক দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন কর্মসাধন পদ্ধতি দিয়ে শেষ হবে। দ্বিতীয় ভাষাগুলিকে অবসর সময়ে একত্রে প্রয়োজন একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে যা একটা শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রাকৃতিক কর্মসাধন পদ্ধতি।

3.1. শিক্ষার বিষয়গুলি

কিভাবে শিশুরা তাদের প্রথম ভাষা আয়ত্ব করে?

1. দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা ও প্রথম ভাষার কর্মসাধন পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক কি?

3. কিভাবে শ্রেণীকক্ষে ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত?

3.2. প্রথম ভাষার কর্মসাধন পদ্ধতি :

1970 সালে ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যে একটি বালিকা 'জেনী'কে শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা দ্রহয়েছিল। তার বয়স ছিল 13 বছর সেই সময় এবং একটি ছোট কক্ষে তাকে রাখা হয়েছিল। তা কূড়ি মাস বয়স পর্যন্ত। তার কারাবাস পর্যন্ত তাকে পটি চেয়ারে বেঁধে রাখা হত অথবা গৃহনির্মিত ঘুমন্ত ব্যাগের মধ্যে রাখা হত যেটা মেস তার দ্বারা জড়ানোছিল। তার টি.ভি. অথবা বেতার দেখার অধিকার ছিল না কেবলমাত্র তার মা তাকে দেখাশুনা করত। যিনি তার খাদ্য যোগান দিতেন। এই পরিস্থিতির কারণ ছিলেন তার বাবা যিনি শব্দ শুনতে অসহ্য ছিলেন। যিনি তাকে প্রতিবারই প্রহার করতেন। যখন গিনিকে দেখা গেল, সে বাক্যহীন ছিল, এইভাবে বৎসরের পর বৎসর বাড়ীর সাধারণ পরিবেশে থাকায় পূর্ণভাবে ব্যাকরণ বাক্য বলতে সক্ষম ছিল না।

সন্ধ্যা ছিল 20 বছরের যখন মোটর গাড়ী দুর্ঘটনার শিকার হয়। সে তার মাথায় আঘাত প্রাপ্তির জন্য আহত হয়েছিল, তাই তার মাথার নানাদিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফলস্বরূপ সন্ধ্যার বাক্যক্ষমতায় কঠোরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যখন তাকে প্রাতরাশ খাওয়ার কথা বলা হত সে বলত 'ম্যাঁয় পোহা খা আউর পি দুধ'।

হোমনা আমার বন্ধুর সাড়ে চার বছরের নাতনী। সে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সে হিন্দী, ইংরাজী, পাঞ্জাবী ও মণ্ডালী ভাষায় কথা বলত। সে একই সময়ে এই সকল ভাষা শুনতে আরামপ্রিয় ছিল এবং তার বক্তাদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে প্রভাববিস্তার করত। তাকে আড়াই বছর বয়সে দক্ষিণ ভারতের বিশেষত ব্যাঙ্গালোরে ও কর্ণাটকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সে কানাডা ও তামিল ভাষা শুনতে আরম্ভ করেছিল। আজ সে তার চাকরবাকরদের সাথে ভালভাবে এবং অনর্গলভাবে তামিল ভাষায় কথা বলতে পারে। যখন কোনব্যক্তিই তাদের কথোপকথনের একটু অংশ বুঝতে পারে না। সে কানাডা ও তামিল ভাষায় গান করে জড়তাবিহীনভাবে এবং এই ভাষাগুলি তার বন্ধুদের সাথে ব্যবহার করে। সে ঠিক একই সময়ে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার অনর্গল বক্তা।

নোট

কিবে আমরা ভাষাকে অর্জন করব উপরের সত্যজীবনের পরিস্থিতিগুলি আমাদের বলে? আমরা কি সরলভাবে যেকোন ভাষাকে গ্রহণ করতে পারি, কারণ এটা আমরা আমাদের চারদিকে শুনি অথবা আমাদের জীবনবিজ্ঞান কি ভূমিকা নেয় এই কর্মসাধনে? সন্ধ্যা, গিনী এবং হোমনা কি তাদের উভয়ের একটু করে অংশ দিয়ে তথ্য পরিবেশন করে। সন্ধ্যার কথা বলার সক্ষমতা আমাদেরকে প্রভাবিত করে যখন সে মস্তিষ্কে আহতাবস্থায় এবং গিনী কোন কথা বলে না যখন তাকে কাহারও সম্মতি দেওয়া হয়নি। হোম না বিপরীতভাবে একাধিক ভাষা শিখে যা সে তার যত্ন নেওয়া বাড়ীর পরিবেশে স্বরূপ প্রকাশ করে। হোমার মত অধিকাংশ শিশুরা একাধিক ভাষা শেখে, তাদের 22 পরিবেশে কোন প্রকার যথোপযুক্ত শিক্ষণ ছাড়া এবং যা মনে হয় চেষ্টাহীন ব্যাপার। আমাদের জীবনবিজ্ঞান আমাদেরকে গভীর শক্তি ভাষার অর্জনের জন্য যোগান দেয় সাথে সাথে আমাদের পরিবেশ আমাদেরকে অর্জিত খোলামেলা পরিবেশ দেয়। এটা এরূপভাবে অর্থহীন কারণ ভাষা জন্মগত অথবা একে শিখতে হবে। ভাষার কর্মসাধন পদ্ধতিতে প্রকৃতি ও প্রশিক্ষণের একটা ভূমিকা আছে।

প্রথম এককে আমরা ভাষা কিভাবে কষ্টসাধ্য এবং জটিল তা আলোচনা করেছি। তথাপি কালক্রমে একটি শিশু 3/4 বৎসরের সে একটি ব্যাকরণ বুঝতে কেবল নয় আরও 2/3টি ভাষাও জানে। এটা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে কিভাবে মানুষ জন্মগ্রহণ করে তার ভাষা শেখার প্রতি সহজাত সক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং সকল শিশু সহজাত সক্ষমতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি ব্যক্তি শিক্ষার সাথে কাজ করে এটার সমাধান করতে পারে। এটা বুঝতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ য এই সক্ষমতা ফুল ফোটাবে না যদি এটা ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাষা এবং স্নেহপূর্ণ পরিবেশ না পায়।

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখ-1

1. শিশুটি কি বলে, ''ম্যাঁয় পোহা খা আউর দুধ''?

(ক) যেহেতু তার মাথার বামদিক আহত হয়েছিল।

(খ) যেহেতু সে ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাষা পরিবেশ পায় নি।

(গ) যেহেতু তাকে কথা বলার ক্ষেত্রে অভ্যাস দেওয়া হয়নি।

(ঘ) যেহেতু সে ভাষা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল না।

2. তোমার শৈশবে তোমার বাড়ীর পরিবেশে তুমি কতকগুলি ভাষা শিখেছিলে?

3. তোমাদের বিদ্যালয়ে তাদের গৃহ-পরিবেশে শিশুরা কতকগুলি ভাষা শিখে?

নোট

4. দুটি জিনিস কি যে আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার জন্য শিক্ষার পরিবেশ যোগান দিতে?

5. চার বছরের একটি শিশুর সাথে কথা বল। তার সাথে 20 মিনিট কথা বল। সেকি তোমাকে বলতে পারবে সে কি চায়? সেকি তোমাকে বলতে পারে যা সে চায় না? সেকি বলতে পারে তোমাকে সে কি পছন্দ করে বা অপছন্দ করে? সেকি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে? সেকি জিজ্ঞাসা করতে পারে কোন কিছুর জন্য?

3.2.1. ভাষার প্রতি মানবদেহের জীবনবিজ্ঞানগত গ্রহণ :

মানুষ জীবনবিজ্ঞানগতভাবে ভাষার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়ভাবে এটা অর্ত করে যে মানুষ স্বর উৎপাদন করতে পারে এবং শ্রবণ করে এই স্বরগুলি নির্মাণ করতে পারে যেহেতু তার শরীরের বিভিন্ন অংশ এই পদ্ধতিকে সাহায্য করে।

কথাবার্তা :

কথা বলতে আমাদের ফুস্‌ফুস্‌ থেকে বাতাসকে পরিচালিত করি বাতাস পাইপের সাহায্যে এবং তারপর আমরা গলার বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে অবশেষে মুখে পৌঁছাই সকল প্রকার স্বরের জন্য কেন কোন সময় বাতাস আমাদের নাকের মাধ্যমে অতিক্রম করে ভালভাবে। যখন বাক্য উৎপাদনে অর্জনের প্রতিটি অংশ পূর্বেই উল্লিখিত এবং জড়িত, যখন তারা প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলীর কাজ করে। জিভ বিশেষত স্বাদ গ্রহণের জন্য, দাঁত খাবার জন্য, ঠোঁট চাটার জন্য এবং ফুস্‌ফুস্‌গুলি, বাতাস পাইপ মুখ এবং নাক নিঃশ্বাস ফেলার জন্য জড়িত। যতদূর সম্ভব যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীরা, বরনীল শিম্পাজী, গরিলা ইত্যাদি যারা আমাদের জীবনবিজ্ঞানগত আত্মীয়। মানুষের মধ্যে এই অংশগুলির প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করা হয়েছে বক্তব্যের জন্য। যখন আমরা কথা বলি আমাদের ফুসফুসগুলো আমাদের নিঃশ্বাস ফেলার জন্য শ্বাসের রিদিমকে ঠিক রাখে এবং দীর্ঘ সময় কথা বলার জন্য এটা গ্রহণ করে। শ্বাস নেওয়া ছাড়া, শ্বাসের সংখ্যা প্রতি মিনিটে উৎপাদিত হয়।

নোট

শ্বাসকে বিবেচিত ভাবে ত্বরান্বিত করে। যখন 'শ্বাস' নেওয়া ধীর গতিতে হয়। আমাদের ঠোঁটের মাংসল পেশীগুলি আছে যেগুলি বিবেচিতভাবে অধিক উন্নত এবং একে অন্যের প্রতি চলতে সাহায্য করে। দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দূরে চলে, এগিয়ে, পিছিয়ে অথবা গোলাকার আকৃতিতে, মানুষের জিভ হল মোটা। পেশীবহুল এবং ভ্রাম্যমান এবং দূরকে আপত্তি করে, বানরের পাতলা জিভগুলি এবং নীচের চোয়াল হয় ভ্রাম্যমান। এই সকল সাহায্যগুলি বিভিন্ন স্বর সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

বোধগম্য :

অনেক অন্য জন্তুদের মত মানব মস্তিষ্ক নীচের অংশ মস্তিষ্ক কাণ্ড, এবং উচ্চতর অংশ সেরিব্রাম হিসাবে বিভক্ত। মস্তিষ্ক কাণ্ড স্পাইন্যাল কর্ডের সাথে সংযুক্ত এবং শ্বাস ফেলার বিষয় হিসাবে জীবিত দেহকে ধরে রাখে। মস্তিষ্কের স্পন্দন হয়। সেরিব্রাম যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করে তার পরিবেশে জীভকে একত্রীভূত করতে। সেরিব্রাম পালাক্রমে 2টি ভাবে বিভক্ত যথা বাম হেমিসফেয়ার এবং ডান হেমিস্‌ফেয়ার। হেমিসফেয়ারগুলি একে অন্যের সাথে সেতুগুলির মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত।

অনেক অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠা করেছে যে কোনকিছু যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শরীরের দক্ষিণ হাতের দক্ষিণ হেমিসফেয়ার। গবেষণা আমাদেরকে বলে যে সক্ষমতা বুঝতে এবং বক্তব্য উৎপাদন করতে আমাদের মধ্যে অনেকেই মস্তিষ্কের বাম হেমিসফেয়ারে বর্তমান।

সবচেয়ে সরলতম এবং অত্যন্ত সাম্প্রতিকভাবে উন্নত পরীক্ষা যা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে যা হেমিসফেয়ারকে নিয়ন্ত্রিত করে হল ডিকচোটিক লিসেনিং পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতে কর্তা একটি (26 ফোন পরিধান করে। দুটি পৃথক শব্দ একটি প্রতি কানে দেওয়া সমসাময়িকভাবে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ 'আট' একটি কানে এবং 'কোর' অন্য কানে। অধিকাংশ ডানকানে দেখা যায় পুনরায় শব্দটি ডানকানে ভূমিকা নেয়, যেহেতু আমাদের শরীরকে মস্তিষ্কের বাম হেমিসফেয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা হল ভাষাকেন্দ্র। স্বরটি যেটিকে বামকান দ্বারা দীর্ঘতরভাবে পদ্ধতি গ্রহণে সাহায্য করে। এটা প্রথমে ডান হেমিসফেয়ারে পাঠানো হয়েছিল এবং তারপর বাম হেমিসফেয়ারে। এই অপ্রত্যক্ষ রুট নে অধিকতর দীর্ঘ সময় বুঝতে এবং শব্দটি উৎপান করে।

বিভিন্ন অধ্যয়ন প্রমাণ করেছে যে মস্তিষ্কের বাম হেমিসফেয়ারের দুটি এলাকা ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্রোকার এলাকা এবং উইয়ারনিকের এলাকা। বক্তব্য উৎপাদনে ব্রোকারের ক্ষতি সমস্যা ঘটায় এবং উইয়ারনিকের এলাকা ক্ষতি বক্তব্য বোধগম্যে সমস্যা ঘটায়। যতদূর সম্ভব ঘটনাগুলো হয়েছে যেখানে রোগীদের এই এলাকাগুলিতে ক্ষতির পর কোন ভাষার অপর্য্যায় ক্রম ছিল না। গবেষণা অনুসারে এটা বাকী থাকবে মস্তিষ্কের আকৃতির মধ্যে পার্থক্যের জন্য যা বিশেষত কর এই কাজগুলিকে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে।

এই মানবশরীর এইভাবে একটা ভূমিকা নেয় আমাদের সক্ষমতায় উৎপাদন করতে এবং বক্তব্য বুঝতে।

নোট

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখ-2

1. কতকগুলি হেমিসফেয়ারে মানব মস্তিষ্ক বিভক্ত?

(ক)এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার।

2. মস্তিষ্কের কোন্ হেমিসফেয়ারকে ভাষার জন্য অর্থ করা হয়?

_____

_____

_____

3. ডিকোটিক লিসেনিং টেস্ট বর্ণনা কর। এটা কি দেখায়?

_____

_____

_____

3.2.2. পরিবেশের ভূমিকা :

কালক্রমে শিশু চার বছর বয়স পায়। সে অনর্গল বক্তা তার গৃহ ভাষার। সে এই ভাষাগুলি আয়ত্ব করে যখন তাকে প্রচুর প্রাকৃতিক, প্রাত্যহিক পরিস্থিতিগুলোতে উন্মুক্ত করা হয়।

উভয়ই-গিনী ও হোমনার উদাহরণগুলি প্রকাশ করে-উন্মুক্ত হওয়ার গুরুত্বের জন্য একটা শিশুর পক্ষে একটা ভাষার জন্য এটাকে বলে শুরু করতে। গিনী বাক্যহীন ছিল কারণ সে কোন ভাষা শুনেছিল না এবং বিপরীতভাবে হোমানা একাধিক ভাষা আয়ত্ত করেছিল তার চারদিকের পরিবেশে। এইভাবে একটি ভাষা সমৃদ্ধ পরিবেশ যেখানে একটা শিশু শুনতে পারে যত্ন দাতাদেরকে/প্রাপ্তবয়স্ক কথাবার্তাকে একে অন্যের প্রতি, অথবা তার নিজের প্রতি, বইগুলি পড়ে তারজন্য গান করে তার জন্য, অন্য শিশুদের উপর পারস্পরিক কাজ করে প্রভাব বিস্তার করে, সংগীত শোনায়, দূরদর্শন দেখায় ইত্যাদি অনুজ্ঞামূলক ঘোড়াটিপে গুলি ছোঁড়া প্রাকৃতিক মানব পূর্বপ্রবণতার মাধ্যমে ভাষা আয়ত্ত করা।

এটা ইসাবেলার উদাহরণে খুবই পরিষ্কার। ইসাবেলা, বধির শিশুটির কোন কথা ছিল না, যখন সাড়ে ছয় বছর বয়সে ওহিওতে ছিল 1930 সালে। সে তার মায়ের জীবনের অধিকাংশ সময় অন্ধকারকক্ষে কাটিয়েছে। একটা সাধারণ পরিবেশে তাকে ভাষা শেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। সে এটা কুড়িয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। সে দু বছর বয়সে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল, সাধারণ যেশিক্ষাটা ছয় বৎসর বয়সে হয়, তা কিন্তু তার জীবনে ৮ বৎসর বয়সে সম্ভব হয়েছিল।

ভাষাগত ভাবে সমৃদ্ধ পরিবেশ ছাড়া, যেটা খুবই পরিষ্কার যে ভাষা শেখার একটি জটিল সময়, প্রকৃতি দ্বারা একটা সময় ভাষা শেখার আছে। দুই থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এটা পার্থক্য করে এবং এই সময়ে শিশুদের পক্ষে ভাষাগুলোকে রপ্ত করা একটা চেষ্টাহীন কা বলে মনে হয়। গিনীর অভিজ্ঞতার সাথে ইসাবেলার ভাষার শিক্ষার ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। গিনীকে 13 বৎসর বয়সে

নোট

ভাষার শিক্ষার ব্যাপারে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং ব্যাকরণগতভাবে সঠিক বাক্য বলতে সক্ষম ছিল না। এমনকি বৎসরের পর যখন ইসাবেলা সক্ষম ছিল এবং 2 বৎসর বয়সে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তাকে উন্মুক্ত করা হয়েছিল, এবং সে পৃথক ছিল না অন্য যেকোন শিশুর সাথে তার বয়সের। শিশুরা অসচ্ছল পরিবেশে অনাথের মত ভাষাগতভাবে পালিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে যত্নদানকারীদের প্রতিটি শিশুর সাথে উদারভাবে কাজ করার যথেষ্ট সময় থাকে না। একই সময়ে কথ শুরু করে যেমন অন্য শিশুরা কিন্তু ঘটনাচক্রে পিছনে পড়ে যায় এবং বৈচিত্র্যের গঠন অধিকতর কম হয়ে যায়। এর অত্যন্ত অভিপ্রকাশ হল বধির শিশুদের ব্যাপার, যারা আধো আধো স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করে—একই সময়ে যেহেতু বাকী শিশুরা কোন ভাষা শোনে না এবং ঘটনাচক্রে কথা বলতে শিখে না যদি না তাদেরকে শ্রবণযন্ত্র সরবরাহ করা হয়। যতদূর সম্ভব, তারা সকলেই ইঙ্গিত ভাষা প্রকাশ করে। ইঙ্গিত ভাষা ঠিক একপ্রকার অঙ্গভঙ্গী নয়। এটা পদ্ধতিগত মৌখিক ভাষা। তাই কোন ভাষায় কথা বলতে গেলে কোন শিশুকে ঐ ভাষা শুনতে হবে। যতদূর সম্ভব শোনার ভাষাও যথেষ্ট নয়। এক সঠিক ব্যাপারে সাধারণভাবে শোনার বধির মা-বাবার একটি ছেলেকে বেতার কর্মসূচী ও সুপরিসর দূরদর্শন যোগান দেওয়া হয়। কিন্তু কথাবলার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে না অথবা পারে কি বলা হচ্ছে। সে খুব তাড়াতাড়ি কি শিখে তিন বর বয়সে। ইঙ্গিত ভাষার ব্যবহার, যে ভাষা সে ভালভাবে মা-বাবার কাছে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করে। এইভাবে গুরুতর চাহিদাগুলি একটা ভাষাকে অর্জন করতে অন্যদের সাথে ভাষা ব্যবহার করে উদারভাবে সুযোগ গ্রহণ করে। শিশুরা যারা মা-বাবারে থেকে নিজেদের দেশগুলোতে ভাষা আয়ত্ত করতে আসে, চেষ্টাহীনভাবে যখন প্রাপ্তবয়স্করা তাদের সাথে গিয়ে অধিক কষ্টজনক করতে থাকে।

অন্য প্রশ্ন যেটি প্রাসঙ্গিক যখন পরিবেশের ভূমিকা অধ্যয়ন করে হয় :

তাদের প্রাপ্তবয়স্কদের অনুকরণ করে শিশুরা কি তাদের গৃহভাষা শিখে? বহু অধ্যয়ন এবং পর্য্যবেক্ষণ তথ্য যোগান দেয় যে এটাই ব্যাপার নয়। আমরা এক্ষণে এইগুলি আলোচনা করব।

যদি শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্কদের অনুকরণ করে কিভাবে কথা বলা যায় শিখে, তাদের বাবা-মায়েদের কথা শুনে এবং তাদেরকে বারবার অনুকরণ করে তারা দায়িত্বশীল হয় প্রত্যক্ষ সংশোধনে। এবং অন্য প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা এবং বাবা-মায়েদের দ্বারা তাদেরকে বারবার অভ্যাস যোগান দেওয়া হয়। যতদূর সম্ভব দেখা যায় যে এরূপ সংশোধনগুলি এবং অভ্যাস সম্পর্কযুক্তভাবে শিশুদের ভাষা আয়ত্তের ক্ষেত্রে খুব কম প্রভাব বিস্তার করে।

আমাদের দেখা যাক কয়েকটি চেষ্টার প্রত্যক্ষ সংশোধন থেকে কি বেরিয়ে এল এবং বার বার অভ্যাস বাবা-মা এবং গবেষকদের দ্বারা। এই উদাহরণে একজন বাবা তার শিশু শিক্ষা দিয়ে বলেন, 'পাপা'।

বাবা — পাপা

শিশু — হাপ্পা

নোট

বাবা — পাপা

শিশু — হাপ্পা

(দুবারই অন্তত পুনরাবৃত্তি ঘটল)

বাবা — পাপা

শিশু — আপা

নীচের প্রদত্ত উদাহরণে বাবা চেষ্টা করছেন তার শিশুকে বলে, ''পাপা আয়া।'

শিশু — পাপা আয়ি

বাবা — নাহিন 'পাপা আয়া'

শিশু — পাপা আয়ি—

বাবা — বোলো 'পাপা আয়া'

শিশু — পাপা আয়ি

বাবা — নাহিন 'পাপা আয়া'

বাবা — বোলো 'পাপা আয়া'

শিশু তাকিয়ে থাকে এবং সাড়া দেয় না।

(দুটি পৃথক শিশুর উদাহরণ তাদের বাবার সাথে উদাইপুরে বাস করে)

আমরা দেখি উপরের উদাহরণগুলিতে যে শিশুদের চাপ দিয়ে পুনরাবৃত্তি করে এবং অনুকরণ করে শিশুকে কথা বলানোর জন্য কোনো সাফল্য পাওয়া গেল না। গবেষণা প্রমাণ করেছে যে ভুলগুলোর একটি ছোট অংশ সংশোধন করার জন্য বাবা-মায়েদের চেষ্টা করাতে দেখা যাচ্ছে। শিশুরা জানে কিভাবে কথা বলতে হয়। আরও অধিক প্রায়ই নয় তারা বক্তব্যের সত্যতার সংশোধন করে বরং যখন এটা হয় ব্যাকরণগতভাবে সঠিক, উদাহরণস্বরূপ একজন বাবা তার শিশুকে ভাষা সংশোধন করাতে পারে না যখন সে বলে, 'মাম্মী সো রাহা হ্যায়' কিন্তু তাকে সংশোধন করাবেন যদি সে বলে, 'কাল সোম হ্যায়।' আগামীকাল সোমবার, যখন বস্তুত 'মঙ্গলবার' Tuesday.

এটা দেখা হয়েছে যে অত্যন্ত প্রায়ই ব্যবহারের বৃদ্ধি বাবা-মায়েদের দ্বারা অকৃতকার্য। যখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক একটা শিশুর সাথে কথা বলে, সে অত্যন্ত প্রায়ই শিশুর উচ্চারণের বৃদ্ধির দিক লক্ষ্য করে। যতদূর সম্ভব, ভাষা শিক্ষা করতে কি মনে হয় যে শিশুর সাথে কথা বলা প্রায় নূতন জিনিস। শিশুদের বার বার বলানো ব্যবহারহীন। তারা শিক্ষা করে কেবলমাত্র যখন তারা সচেতনভাবে এরূপ করতে প্রস্তুত।

তোমার উন্নতি ভালভাবে দেখা—3

1. কি ধরনের ভুলগুলি সংশোধন করা হয় বাবা-মায়েদের দ্বারা?

(ক) ব্যাকরণগত ভুল (খ) বাক্য সম্পর্কিত ভুল (গ) ঘটনা সম্পর্কিত ভুল (ঘ) অনুকরণ সম্পর্কিত ভুল।

নোট

2. নীচের পরিস্থিতি যত্নসহকারে পড়।

শিশু — অন্য একটা চামচ চাই, বাবা

বাবা — তুমি বলছ, তুমি অন্য চামচ চাও।

শিশু — হ্যাঁ, আমি অন্য একটা চামচ চাই, অনুগ্রহ করে বাবা।

বাবা — তুমি বলতে পার 'অন্য চামচ'।

শিশু — অন্য একটি চামচ।

বাবা — অন্য বল।

শিশু — অন্য

বাবা — চামচ

শিশু — চামচ

বাবা — অন্য চামচ

শিশু — অন্য.....চামচ। এখন আমাকে অন্য একটা চামচ দাও?

(ক) বাবা শিশুকে শিক্ষা দিতে কি চেষ্টা করছেন?

(খ) তিনি কি সাফল্যমণ্ডিত ছিলেন?

(গ) এই উদাহরণ কি বলে তোমাকে কিভাবে শিশুটি ভাষা শিক্ষা করে?

3. নীচের কোন জিনিস শিশুদের ভাষা শিখতে সাহায্য করে?

(ক) একটা গৃহ পরিবেশ যেখানে শিশুকে কথা বলতে অনুমতি দেওয়া হয় না।

(খ) প্রাপ্ত বয়স্কদের কথা শুনে।

(গ) অন্য শিশুদের সাথে খেলা করে।

(ঘ) শিশুটি যা বলে পুনরাবৃত্তি করে।

পুনরায় তথ্য দেখাতে যে প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে অনুকরণ করে শিশুরা সত্যি ভাষা শিক্ষা করে না। শিশুদেরকে জড়ো করা যেতে পারে অধিক অথবা অল্প নির্দিষ্ট স্তরগুলিতে। যখন শিশুরা ভাষা অর্জন করে অতিক্রম করে এবং আরও ভুল ধরনে তারা এই পদ্ধতিতে সামিল হয়।

3.2.3 ভাষার কর্মসাধন পদ্ধতির স্তরগুলি

শিশুদেরকে মনে হয় অধিক অথবা অল্প নির্দিষ্ট একগুচ্ছ স্তরগুলির মধ্যে অতিক্রান্ত হতে, যেমন তারা ভাষা আয়ত্ত করে। বয়সটা যাতে বিভিন্ন শিশুরা প্রতিটি স্তরে পৌঁছে বিবেচিত ভাবে পার্থক্য করতে পারে যতদূর সম্ভব স্তরের ক্রমটা একই থাকে।

ছয় সপ্তাহ ধরে একটা শিশু :

প্রাথমিকভাবে এই স্বরগুলিকে অধিকভাবে দড়িগাছি স্বরবর্ণ বলা হয়—'ইউ ইউ ইউ ইউ' 'আই আই আই আই আই'। চার মাসে ধরে এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক আরম্ভ, সর্বাধিক সাধারণভাবে শোনা যায় বাচ্চারা 'কু, গু'

নোট

আধো-আধো স্বরে কথা বলা

ছয় মাস বয়সে যখন একটা শিশু সাধারণ ভাবে বসতে থাকে, তারা আধো আধো কথা বলার উন্নতি পায়, এখানে তারা স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের প্রশস্ত বৈচিত্র্য শুরু করে। যেগুলি অধিকভাবে একটি ব্যঞ্জনবর্ণে—

স্বরবর্ণের গুচ্ছে যে 'গি-গি-গি', কা-কা-কা, মা-মা-মা, পা-পা-পা, মি-মি-মি ইত্যাদি। নয় থেকে দশ বয়সের মধ্যে সমন্বয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যায় এরূপ যেমন 'বা-বা, গা-গা' যা অধিক জটিল যেমন—মিম্-মিম্-মাই-ইয়া' পরবর্তী কয়েক মাস অতিক্রান্ত হলে এইগুলি আবেগ ও জোর প্রকাশ করে এবং বারবার অনুকরণ সংযুক্ত হয়। বাবা-মায়েদের কাছে এটা মনে হয় শিশুরা তাদের সাথে কথা বলছে এবং তারা প্রায়ই এতে প্রতিক্রিয়া করে। কিছু অভিজ্ঞানপূর্ণ ভাষার মিথষ্ক্রিয় ভূমিকার সাথে এটা শিশুদেরকে যোগান দেয়।

একশব্দস্তর

এক বছর বয়সে, শিশুরা প্রথম তাদের চেনা শব্দগুলি প্রয়োগ করে। এই শব্দগুলির অনেকগুলি জনগণের এবং জিনিসের নাম যে তারা তাদের চারিদিকে দেখে যেমন মামমা (মা), পাপা (বাবা), বৈয়া (ভাই), দিদি (বোন), সিরিয়া (পাখি), গুরিয়া (পুতুল)। এই স্তরে ও সাধারণ শব্দগুলি যেমন না (নেগেশান্) খাতম্ (কোন কিছু শেষ) এবং ডেডো (কোন কিছু জিজ্ঞাসা)। এই স্তরে প্রায়ই সম্পর্কযুক্ত যেমন—হলোফ্রাস্টিক (এক শব্দ যা বাক্যাংশ ও বাক্যের সাথে অর্থযুক্ত)

উদাহরণস্বরূপ, বলার পরিবর্তে, ''আমি জল চাই' শিশুটি সরলভাবে বলতে পারে না 'মাম্ মাম্' (জল)। বক্তব্যের বৈচিত্র্যে তারা ঠিক ব্যবহার করে 'মাম্-মাম্'। এটা কেবল প্রসঙ্গ থেকে যে এটা কেবলমাত্র প্রসঙ্গ থেকে যে এরূপ উচ্চারণের কাল্পনিক অর্থ জানে।

এটাও স্তর যেখানে শিশুদের ভুলগুলিকে সর্বজনীন তত্ত্বের উপরে বা অধীনে ভাবা হয়েছে শব্দের অর্থকে বয়স্কদের সাথে তুলনায়। উদাহরণস্বরূপ একটি শিশু সর্বজনীন তত্ত্বের উপরে উচ্চারণ করে 'ডগী' এবং ডাকে সকল চারপায়া জন্তুকে 'ডগী' বলে।

বিপরীতভাবে একটি শিশু যে 'ডাক' শব্দটি ব্যবহার করে কেবলমাত্র তার 'খেলনা ডাক' হল সর্বজনীন তত্ত্বের অধীন।

দুই শব্দ স্তর

প্রায় দেড় বছর ধরে একটি শিশুর সাধারণভাবে পঞ্চাশটি শব্দের সক্রিয় শব্দ তালিকা আছে এবং শব্দগুলি প্রয়োগ করতে দুই শব্দ উচ্চারণ আরম্ভ করে। প্রথম দুই শব্দের উচ্চারণও একই প্রকার অর্থ প্রকাশ করে যেমন ঐ একশব্দ বিশিষ্ট স্তর যেমন 'দুধ নাহি', খানা নাহি, দুধ-খতম্ এবং অল দেদো ইত্যাদি। নূতন ধরনের অর্থ আরম্ভ করে আসতে যে এই স্তরে মুমমি খানা (মা আমি রুটি চাই) জিজি মারা (জিজি আমাকে আঘাত কর) ঘুম্সি জানা (আমি বাইরে যেতে চাই) পাপা ফোনা (বাবার ফোন) দুদু পিনা (আমি দুধ চাই)

নোট

এই স্তরে শিশুর উচ্চারণগুলি আরম্ভ হয় বাক্যের গঠনগুলিকে জড়ো করার জন্য তাদের চারদিকে ভাষাতে ব্যবহারের জন্য। এই বক্তব্যকে ও টেলিগ্রাফের বক্তব্য বলা হয়। যেমন এটা ঘনিষ্ঠভাবে টেলিগ্রাফের খবর প্রকাশ করে যার অধিনস্থ শব্দগুলি আছে যেমন দুধ, মুম্‌মি, খানা, পাপা, করে এবং ছোট শব্দ ব্যবহার করে না যেমন—নে, কো, হাই, পার, সে ইত্যাদি একত্রে শব্দ শেষ যেমন যান, অন, ইয়ান বহুবচনের জন অথবা রহে ঘটমান কালের জন্য।

এই স্তরে শিশুরাও অনুকরণ শুরু করে, প্রাপ্ত বয়স্ক বাক্যগুলি গ্রহণ করে এবং সেগুলি উচ্চারণ করে। উদাহরণস্বরূপ—শিশুটি বলে পাপা যা রহে হ্যায় এবং 'ঘুমি যা' জন্য—'হাম ঘুমি যা রহে হ্যায়?

অধিকতর দীর্ঘ উচ্চারণগুলি

সময়ের সাথে, শিশুদের বাক্যের শব্দ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং 2 থেকে 4 বছরের মধ্যে তারা বিভিন্ন ব্যাকরণের গঠন অর্জন করে। যেটি হৃদয়গ্রাহী হল একইভাবে অধিকাংশ শিশু খারাপ ভাবে এইগুলি অর্জন করে। গবেষণা বিষয়গুলি ব্রাউনের দ্বারা এবং ডি ভিলিয়ার্সের দ্বারা 1973 সালে অধিগৃহীত হয়। শিশুদের সাতে যার গৃহ ভাষা হল ইংরাজী, এটা দেখা গিয়েছিল যে শিশুরা কয়েকটি ব্যাকারণগত গঠন অনেক আগেই অর্জন করেছিল এবং অন্যরা পরে 'ঘটমান' ing গঠন যেমন 'আমি গান করিতেছি' এবং বহুবচন 'এস' 'ব্লু শুজ' 'ব্যাড্ ডগস' অধিক পূর্বে possive এপসট্রফি 'এস' এর 'ড্যাডিজ কার' এবং প্রথম পুরুষের একবচনে 'এস' যেমন 'সে একটি অ্যাপল চায়।' সেগুলি অনিয়মিত অতীতকালের ক্রিয়াগুলি যেমন 'কেম' ওয়েন্ট, 'স্য' পূর্বে সেগুলি নিয়মিত অতীতকালের ক্রিয়াগুলি যেমন লাভড্, প্লেড্ এবং ওয়ার্কড্। যদি আমরা অধিক যত্নের সাথে অতীতকালের কর্মসাধন পদ্ধতি আলোচনা করি, আমরা দেখতে পাব যে নিয়মিত অতীত কালের গঠনের কর্মসাধন পদ্ধতিটি জড়িত কর্মসাধন পদ্ধতির সঠিক নিয়মিত গঠনের সাথে পরিবর্তিত হয়ে উদারীকরণ কর্মের মাধ্যমে যেমন 'কামড্' 'গেয়েড্' ইত্যাদি এবং এইগুলি ঘটনাচক্রে সঠিক গঠন 'কেম্' এবং 'ওয়েন্ট' এর সাথে পরিবর্তিত।

স্তরগুলিতে সমতা এবং এই আপেক্ষিক পশ্চাদগতির তাৎপর্য্য যে শিশুরা দৃঢ়তার সাথে ভাষা অর্জন করা হয় গভীরে। এটা অর্থ করে যে ভাষার কর্মসাধন পদ্ধতি অভ্যাসের স্পষ্টবাদী ব্যাপার নয় যা আনে পূর্ণতা অথবা সাধারণ অনুকরণ। যদি এরূপ হত যে সকল শিশুরা একই স্তরগুলিতে অনুকরণ করতেই থাকছে না যখন ভাষা শিখতে এবং কখনও সাধারণ গঠনগুলি পরিবর্তন করছে না যেমন 'কেম' এবং ওয়েন্ট সেগুলি তারা সব সময়ই শুনে বিপরীত গঠনগুলি যেমন 'কামড্' এবং 'গোয়েড্' যেগুলো তারা অপছন্দভাবে হঠাৎ দেখতে পায়। সিদ্ধান্তে শিশুর কথাবলার মুহূর্ত থেকে তাদেরকে সচেতন মনে হয় এবং যে ভাষায় তারা কথা বলে তার নিয়ম আছে। ভুলগুলো যে শিশুরা তৈরী করে যখন কথা বলাটা সঠিকভাবে শিকে যা ঘটনার তথ্য যে তারা চেষ্টা করছে এই নিয়মগুলো অর্জন করতে। তাদের ভাষা যে কোন সময়ে হয় না শব্দের উলটপালট সংগ্রহ। যে

নোট

শব্দগুলি নিয়মে বাঁধা এমন তারা প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এটা উল্লেখ করতে গুরুত্বপূর্ণ যে একটা শিক্ষা যাকে কয়েকটি ভাষা শেখার জন্য উন্মুক্ত করা হয় দিনটি থেকে থেকেই আরাম গঠন উৎপাদন করতে পারে জটিল গঠনকে তাদের প্রত্যেকের মাধ্যমে। এমনকি যখন ভাষা মিশ্রিত সেগুলি নিয়ম নিয়ন্ত্রিত।

প্রশ্নগুলির পুনর্মূল্যায়ন কর :

১। কোন স্তরে শিশুরা অতিরিক্ত সর্বজনীন?

(ক) আওয়াজ দেওয়ার ক্ষেত্রে (খ) বুদবুদ শব্দ (গ) একশব্দ স্তর (ঘ) দ্বিশব্দ স্তর

২। টেলিগ্রাফিক ভাষা কি?

_____

_____

_____

৩। তোমার অভিজ্ঞতা শব্দগুলি চিন্তা কর যে শিশুরা একশব্দ স্তরে কথা বলে।

_____

_____

_____

৪। যখন বহুবচন জেনে একটি শিশু যার গৃহভাষা ইংরাজী নিচের স্তরে যায়—

প্রথমে অর্জন করে অনিয়মিত বহুবচন যেমন ফুট-ফিট, ম্যান-মেন ইত্যাদি।

* তারপর নিয়মিত বহুবচন গঠন অর্জন করে যেমন বিড়ালগুলি এবং ব্যাগগুলি।

* সে উপরের বহুবচনগুলোকে বিশ্বজনীন করে যেমন ফুট এবং ম্যান যেমন ফিটস্ এবং মেনস্।

* ঘটনাচক্রে অতিরিক্ত বিশ্বজনীন বহুবচনগুলি সংশোধন করা হয়েছে এবং শিশুটি পিছিয়ে যায় ফুট এবং ম্যানকে বহুবচন করতে যেমন ফিট এবং মেন সম্পর্কযুক্ত ভাবে।

এটা তোমাকে কি বলে কিভাবে শিশুরা ভাষা শিখে?

3.3 দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে শিখন

সে সময়ে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে তারা তাদের বাড়ির ভাষায় দক্ষ বলিয়ে। বিদ্যালয়ে অনুশীলনের মাধ্যম হিসাবে যে ভাষা থাকে, কয়েকজন শিশুর ক্ষেত্রে সেই ভাষায় বাড়িতেও কথা বলে তারা কিন্তু অন্য অধিকাংশ বাচ্চার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পাঠদানের ভাষা নতুন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিহারের একটি শিশু তার বাড়িতে ভোজপুরী বা মৈথিলী বলতে পারে কিন্তু যখন সে বিদ্যালয়ে যায় যেখানে পাঠদানের মাধ্যম হয় হিন্দী অথবা বাংলার একটি শিশু যে বাড়তে

নোট

সাঁওতালী বা নেপালী ভাষা বলে সে বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার সম্মুখীন হয়। উপরের উভয় পরিস্থিতিতে একটি শিশুকে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণিতে ইংরাজী শেখারও প্রয়োজন পড়ে। এই সব শিশুদের ক্ষেত্রে হিন্দী, বাংলা এবং ইংরাজী সবগুলিই দ্বিতীয় ভাষা।

উপরের সব পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করা হল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়, যেহেতু শিশুরা আদৌ বাড়ির পরিবেশে এই ভাষার সম্মুখীন হয় না, অথবা সীমিত পরিস্থিতিতে এর সম্মুখীন হয়। বিদ্যালয়ে থাকার সময় শিশুরা কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় পায় দ্বিতীয় ভাষা প্রকাশের জন্য এবং প্রায়ই সেই সময়টা পায় না ইংরাজীর মত ভাষা শেখার জন্য। এটার প্রকাশ আদৌ অনেক সময় সম্ভব হয় না যেহেতু শিক্ষক নিজে ভাষাটি জানেন না। এই বিভাগে আমরা আলোচনা করব যে শিশুরা তাদের দ্বিতীয় ভাষা তাদের প্রথম ভাষার মত অর্জন করতে পারে কিনা। এটি করার ব্যাপারে, আমরা বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোচনা করব যেটি শ্রেণিকক্ষে দ্বিতীয়ভাষা গ্রহণে প্রভাব ফেলে। আমরা এছাড়াও আলোচনা করব দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে 'শিখনের' ভূমিকা। আমরা শেষ করব বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেটা সাধারণের বিশ্বাস আছে শিশুর দ্বারা ভাষা শেখা হয়ে থাকে দ্বিতীয় ভাষা শিখনের হস্তক্ষেপের পূর্বেই।

3.3.1. দ্বিতীয় ভাষাগুলি কি প্রথম ভাষার মত অর্জন করা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমাদের আলোচনা করা দরকার পরিভাষাগুলির পার্থক্যের মধ্যে 'ভাষা অর্জন' এবং 'ভাষা শিখন'।

ভাষা অর্জন নির্দেশ দেয় একটা ভাষার ক্ষমতাকে উন্নত করতে স্বাভাবিক, সমন্বয়সাধন পরিস্থিতি যেটা পাওয়া যায় তা ব্যবহারের উপর কিন্তু ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাড়িতে প্রতিবেশীর থেকে যা শুনি তার মাধ্যমেই অন্যদিকে ভাষা শিখন নির্দেশ করে একটি ভাষার ক্ষমতাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে ঐ ভাষার নিয়মগুলি ও শব্দভাণ্ডারকে জানা শ্রেণিকক্ষের প্রসারী শিক্ষণের মধ্য দিয়ে।

ক্র্যাসেন দ্বিতীয় ভাষার ক্ষমতাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে এই দুই পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন যে, '.....ভাষা অর্জন একই পদ্ধতি, যদি পরিচিত না হয়, যে পদ্ধতিতে শিশুরা তাদের প্রথম ভাষা উন্নত করতে সমর্থ হয়। ভাষা অর্জন একটি অবচেতন পদ্ধতি; ভাষা গ্রহণকারীরা সাধারণত সচেতন হয় না যে তারা ভাষা সংগ্রহ করছেন, কিন্তু এই ব্যাপারে সচেতন যেতারা সমন্বয়সাধনের জন্য ভাষা ব্যবহার করছেন.....(এই পদ্ধতিতে) আমরা সাধারণতঃ যেভাষা অর্জন করেছি তার নিয়মগুলির প্রতি সচেতন ও সতর্ক হই না। এর পরিবর্তে আমরা শুদ্ধতার প্রতি অনুভূতিশীল। ব্যাকরণগত বাক্যগুলি সঠিক 'ধ্বনির' অথবা সঠিক 'ভাব' এবং ত্রুটিগুলি ভুল বলে ভাবা হয়, যদিও আমরা সচেতনভাবে ভাবি না কোন নিয়মটা লঙ্ঘন করা হয়েছে। অর্জনের বর্ণনার অন্য উপায়গুলি বিশদ শিখন, প্রথা বহির্ভূত শিখন এবং স্বাভাবিক শিখনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। অ-যান্ত্রিক ভাষায় ভাষা 'অর্জন' একটি ভাষাকে তুলে ধরে।

নোট

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ভাষা সম্পূর্ণ রূপে সমৃদ্ধ হয় ভাষা শিখনের দ্বারা। আমরা 'শিখন' পদটি ব্যবহার করব এখানে দ্বিতীয় ভাষার সচেতন জ্ঞানের সাথে তুলনা করে, নিয়মগুলো জেনে, তাদের প্রতি সতর্ক হয়ে এবং তাদের সম্পর্কে বলতে সক্ষম হয়। অ-প্রযুক্তিগত পদে শিখন হল একটি ভাষা জানা, অধিকাংশ লোকের জ্ঞাত আছে 'ব্যাকরণ' অথবা 'নিয়মগুলি'। কিছু সমার্থক শব্দ যা একটি ভাষার প্রথাগত জ্ঞান অথবা বিশদ শিখনকে অন্তর্ভুক্ত করে। (ক্র্যাশেন, 1982 : 10)

আমরা প্রথম ভাগে দেখেছি শিশুদের বিরাট সামর্থ্য আছে ভাষা অর্জনের জন্য। অধিকাংশ শিশুরা কমপক্ষে দুটি ভাষা শেখে তাদের শৈশব থেকে তাদের বাড়ির পরিবেশ থেকে এবং 'হোমনাত্তর মত আরও ভাষা তুলতে পারে, যেটি তারা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রকাশ করে। আমরা যদি এই গভীর সামর্থ্যকে ধরে নিই যে একটি শিশুর ভাষা অর্জনের ক্ষমতা যত দীর্ঘ হয় ও প্রতিদিন এটি প্রকাশিত হয় একটি পরিবেশে যেটি গভীরভাবে প্রকাশিত হয় ক্ষমতানুযায়ী। আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারি এই উদাহরণে যে শিশুরা তাদের বাড়ি বা দেশ ত্যাগ করে তাদের পরিবারের সঙ্গে বিদেশে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দী ভাষী শিশুরা যারা ভারত ত্যাগ করে আমেরিকায় থাকে, ইংরাজি অর্জন করে বিদ্যালয়ে যেখানে তারা শোনে ও আলাপ বিনিময় করে তাদের সহপাঠিদের ও শিক্ষকদের সঙ্গে ভাষা শিক্ষায়। এছাড়াও অন্য জায়গায় যেমন—বাজার, টিভি ইত্যাদিতে। এইভাবে দ্বিতীয়ভাষা আরও ধনী, আরও প্রকাশিত ও আরও মহান সম্ভাবনা আমরা অর্জন করব।

যাহোক, শিশুদের দ্বিতীয়ভাষা অর্জনে সাহায্য করাকে শিক্ষকদের কাছে নিশ্চিত প্রতিযোগিতা বলে মনে করা হয়েছে। ভাষায় ধনী পরিবেশে যেটি প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় সেটি দ্বিতীয় ভাষায় নিশ্চিত পাওয়া যাবে না। ভারতে ইংরাজির মত একটি ভাষা যেখানে বিদ্যালয়ে প্রকাশ ঘটা নিয়ন্ত্রিত হয় দিনে 30 মিনিট অথবা এর কম সময়ে ও শিক্ষক নিজে ঐ ভাষায় বক্তা দক্ষ নাও হতে পারে এবং পরিস্থিতি আরও চাইলেও নয়।

3.3.2. আমরা কিভাবে শিশুদের সাহায্য করতে পারি তাদের দ্বিতীয় ভাষা 'অর্জনের' ক্ষেত্রে :

যদিও প্রতিযোগিতার, ভাষায় ধনী পরিবেশ একইরকম অন্যটির সঙ্গে যেটি পাওয়া যায়, শিশুদের বাড়ির ভাষ সংগ্রহের ক্ষেত্রে, উত্তরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অবশিষ্ট থাকে। ক্র্যাশেনের কথায়, দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে শিশুদের প্রয়োজন বোঝার সামর্থর অন্তর্ভুক্তি। 'সামর্থর অন্তর্ভুক্তি' বলতে বোঝায় ভাষা ব্যবহার করে যেটা শিশুরা বুঝতে সমর্থ হয় এবং একইসঙ্গে তাদের নিজেদের সাথে প্রতিযোগিতা করে। এই ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বুঝতে পারানোয় সমর্থ, স্বাভাবিক, সমন্বয়সাধনের পরিস্থিতিগুলো যেটি শিশুদের ক্ষেত্রে অর্থবহ ও এটাই শিশুদের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার শ্রেণিতে শিশুরা

নোট

ইংরাজিতে কিছু শব্দ জানে তখন 'সামর্থর অন্তর্ভুক্তি' বোঝাতে পারে এই শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করে তাদের কাজে অর্থবহ করে তোলে। একজন শিক্ষক নির্দেশ দিতে পারেন শিশুদের—যেমন ব্ল্যাক বোর্ডটি মোছ (ঘষ), পেন্সিলটি তোল, তালিকা থেকে পড় ইত্যাদি, যেখানে প্রসঙ্গ ও শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া/নির্দেশ সাহায্য করবে শিশুকে অর্থ তৈরিতে তার চারপাশের শব্দের সঙ্গে যেমন—ব্ল্যাকবোর্ড, পেন্সিল, চার্ট বা তালিকা যেটা সে আগেই জানে। এইভাবে এখানে শিক্ষক 'সামর্থর অন্তর্ভুক্তি' যোগান নে নির্দেশের আকারে যেখানে শব্দগুলি থাকে শিশুদের পরিচিত ও একইসঙ্গে প্রতিযোগিতায় নির্দেশগুলি বোঝার ও মুখোমুখি হওয়ায় কারণ যে প্রসঙ্গে এটি দেওয়া হয়েছে। প্রথাগত দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা শেখায় যেটা প্রয়োন শিশুর গঠন শিক্ষা, ব্যাকরণের নিয়ম প্রথমে এবং পরে সেটা সমন্বয় সাধনের অনুশীলন করে। দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের জন্য প্রয়োজন 'অর্ঘের বাইরে গিয়ে' 'গঠন' পর্যন্ত।

ক্র্যাশেন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে 'বলার দক্ষতা সরাসরি শেখানো যায় না।' অন্যদিকে এটা সময় ধরে শেষ হয় নিজের মত করে। সবচেয়ে ভালো উপায়, সম্ভবতঃ কেবলমাত্র পথ বলা শেখাতে এই মত অনুযায়ী অর্থাৎ যেটা 'সামর্থর অন্তর্ভুক্তির' দিকে ঠেলে দেয়। শুরুর বক্তব্য আসবে যখন অর্জনকারিরা অনুভব করবে ''প্রস্তুত'', প্রস্তুতির এই অবস্থা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন লোকের কাছে যাহোক পৌঁছায়। আরও বলা যায়, শুরুর বক্তব্য গতানুগতিকভাবে ঠিক কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে ঠিক নয়। নিখুঁত সঠিক হতে গেলে অনেক সময় ধরে যেমন—অর্জনকারীরা শোনেন ও আরও বোঝেন ও উন্নতি করেন।' (Krashen, 1982 : 22)।

'সামর্থর অন্তর্ভুক্তির' পাশাপাশি প্রয়োজন অন্য কিছু উপাদান যেগুলি দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে হস্তক্ষেপ করে। শিশুদের উদ্যোগ/স্থির করা লক্ষ্যের ভাষাটি শেখার জন্য, তাদের আত্ম-বিশ্বাস, কৌতূহল/চিন্তা শিখন সম্পর্কে সাধারণভাবে ও ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী—সবই ভাষা শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করে। এই উপাদানগুলি দ্বিতীয় ভাষা অর্জনে আরও উৎসাহ দিতে পারে। স্থির করা দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে আরও গবেষণা দেখিয়েছে যে লোকেরা 'সামর্থর অন্তর্ভুক্তির' কি ঝুঁকতে পারেন, তারা অকৃতকার্য হতে পারেন এটা অর্জনে যদি তাদের কম উদ্যোগ কম আত্ম-বিশ্বাস বা কম কৌতূহল থাকে। ভাষা শিখনের পদ্ধতি ধীর হতে পারে যদি শিক্ষার্থীরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় সাধারণভাবে শিখন সম্পর্কে।

যখন একজন শিক্ষকের শিক্ষার্থীর উদ্যোগের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আত্ম-বিশ্বাস ও ঝোঁক/দৃষ্টিভঙ্গী থাকে না তার অবশ্যই 'সামর্থর অন্তর্ভুক্তি'র দিকে ঝোঁকা উচিত শ্রেণিকক্ষে ও এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে শিশুরা ভয় ও কোনরকম দ্বিধার সম্মুখীন না হয়। কউ্যাশেনের মত অনুযায়ী, 'ক্রিয়াশীল ভাষা শিক্ষক হলেন এমন একজন যিনি সামর্থর অন্তর্ভুক্তির দিকে ঝোঁকাতে পারেন এবং সাহায্য করতে পারেন কম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির।' (Krashen, 1982 : 32)।

নোট

3.3.3. শিখনের ভূমিকা কি দ্বিতীয় ভাষা শেখার সামর্থের জন্য?

ভাষার নীতিগুলি শেখা মানে ভাষা গ্রহণ পদ্ধতির পুনর্নিয়োগ নয়, যেটি শিশুদের সাবলীল বক্তা করে তোলে এই ভাষায়, যাইহোক এটি শিশুদের উন্নতির দেখভাল করে যে তারা ঠিভাবে লিখতে বা বলতে পারে কি না। ক্র্যাশেনের মত অনুযায়ী, ''সাধারণভাবে, অর্জিত উদ্যোগ আমাদের দ্বিতীয় ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রেও আমাদের সাবলীলতার জন্য দায়ী। শিখনের কেবলমাত্র একটি কাজ আছে এবং সেটি হল উপদেষ্টা অথবা সম্পাদকের ভূমিকা পালন করে। শিখন কেবলমাত্র সেই ভূমিকা পালন করে যেটা আমাদের উচ্চারণের আকার/গঠন পরিবর্তন করতে পারে অর্জিত পদ্ধতি 'উৎপন্ন' হওয়ার পরে। এইটি ঘটতে পারে আমাদের বলা অথবা লেখার আগে অথবা পরে (স্ব-শুদ্ধি)'। (Krashen, ১৯৮২ : ১৫)।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে সচেতন শিখন ব্যাকরণের নিয়মগুলি কাজ করে একটি উপদেষ্টা মাত্র হয়ে যখন কোন ব্যক্তির প্রচুর সময় আছে এবং এই নিয়মগুলি ব্যবহার করে তাকে সংশোধন করা হয় এবং সবসময়ই সে কি বলছে সেটি ঠিক কিনা তার প্রতি। সাধারণতঃ যখন দুজন একটি কথোপকথনে নিরত থাকেন তখন নির্ভুল হওয়া থেকেও গুরুত্ব পায় সাবলীলতা। প্রকৃতপক্ষে একজন যদি তার কথা বলার সময় উপদেষ্টা ব্যবহার করেন, এটা অস্বাভাবিকভাবে একটা দ্বিধা ও অমনোযোগের সৃষ্টি করে। যাইহোক, উপদেষ্টা উপকারী যখন আমরা লিখি এবং যা আমরা লিখেছি তা কতটা সঠিক সেটার সম্পর্কে চিন্তা করেন।

আপনি নিজের অগ্রগতি যাচাই করুন—5

1. সাধারণভাবে বলতে গেলে দ্বিতীয় ভাষা গ্রহণ শুরু হয়—
(ক) উদ্ধৃতি (খ) বোধপরীক্ষণ (গ) আত্ম-বিশ্লেষণ।
(ঘ) সঠিক/ভুল বিশ্লেষণ করা।

2. কোন ভাষা আপনি দ্বিতীয় ভাষা (গুলি) হিসাবে বিবেচনা করেন?

_____

_____

_____

3. যেসব শিশুরা আপনার বিদ্যালয়ে আসে তাদের দ্বিতীয় ভাষাগুলি কি কি?

_____

_____

_____

4. কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ শিশুদের দ্বিতীয় ভাষাগুলি অর্জনের ক্ষেত্রে?

_____

_____

_____

নোট

3.3.4. আমাদের প্রথম ভাষা কি দ্বিতীয় ভাষা শিখনের ব্যাপারে মতাম দেয়?

এখন কিছু সময়ের জন্য ভাবা হয়েছিল যে, শিশুরা প্রচুর ভুল করে যখন তারা দ্বিতীয় ভাষা গ্রহণ করে তখন এবং এর কারণ হল প্রথম ভাষার—ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ও ধ্বনিতত্ত্ব (শব্দ)। আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব যে হিন্দী প্রথম ভাষা ও ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা।

ব্যাকরণ :

সম্ভবত সবচেয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য হিন্দী ও ইংরাজী বাক্যের মধ্যে হল, হিন্দী বাক্যতে ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে এবং ইংরাজিতে এটি বাক্যের মধ্যে বসে। উদাহরণস্বরূপ :

ম্যাঁ সেব স্বা রাহা হুঁ

আই **অ্যাম ইটিং** এ্যান এ্যাপল (I am eating an apple)।

যাই হোক, স্থানীয় হিন্দী বক্তাদের ইংরাজি শেখার ক্ষেত্রে বোধহয় এটা কোন সমস্যার কারণ নয়। আমরা কখনও শুনিনা যে একজন স্থানীয় হিন্দীভাষী বলেন, 'আই এ্যান এ্যাপল অ্যাম ইটিং' (Im an apple am eating) যেহেতু হিন্দীতে ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে।

অনেক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুরা দ্বিতীয় ভাষা শেখার সময় প্রচুর ভুল করলেও সেটার কারণ প্রথম ভাষার মাথা ঘামানো নয়। শিশুরাও এমনকি প্রাপ্ত বয়স্করাও একটা সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে দ্বিতীয় ভাষার নিয়মগুলি জানার সময় হেলায় তাদের প্রথম ভাষার তুলনায়। এই ক্রম একইরকম বজায় রাখে যেটা তারা অর্জন করে যদি এটা তাদের প্রথম ভাষা হয়। এইভাবে যখন ইংরাজী শেখা হয় বিভিন্ন প্রথম ভাষার স্থানীয় বক্তাদের দ্বারা, তখন চলমান ক্রিয়ার 'ing' (ইং) রূপ ও বহুবচনে 's' যুক্ত হয় প্রথম পুরুষের পূর্বে, একবচন 's' ও সম্বন্ধপদের 's' গৃহীত হয়। এদের মধ্যে স্পষ্ট করেছেন Dulay ও Burt (1974) চীনা ও স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত বাচ্চাদের নিয়ে।

একটি সাধারণ ক্রম দেখা যায় সেই ভুলগুলোতে, যেগুলি শিশুরা একটি বাক্য গঠন করতে গিয়ে করে। উদাহরণস্বরূপ 'নেতিবাচক' গঠনের সময় অনেক ছাত্ররা না-বাচক চিহ্ন বাক্যের সামনে বসায় :

নট লাইক ইট নাউ।	র‍্যাভেন
(Not like it now)	(Raven) (1974)

পরবর্তী পর্যায়ে, তারা নেতিবাচক চিহ্ন ক্রিয়ার সামনে বসায় :

আই নট লাইক দিন ওয়ান	ক্যানসিনো এট অল.
(I not like this one)	(Cancino et al.)

এইরকম বিভিন্ন পর্যায়ের একতা যেটা বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাভাষী শিশুরা যখন একটি সাধারণ দ্বিতীয় ভাষা শেখে এবং ঘটনা হল যে এই পর্যায়গুলি একইরকম থাকে যখন তারা প্রথম ভাষা (first language) গুলি শেখে অর্থাৎ আমরা একটা স্বাভাবিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভাষা শিখি

নোট

এবং যে ভুলগুলি হয়, সেগুলি কোনমতেই প্রথম ভাষার দ্বিতীয় ভাষার উপর হস্তক্ষেপের ব্যাপার নয়।

শব্দভাণ্ডার

যেকোন ভাষার শব্দভাণ্ডার প্রভাবিত হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের দ্বারা, যে ভাষায় বলা হয়, উদাহরণস্বরূপ, ইংরাজীর ভারতীয় ব্যবহারকারিরা ইংরাজি ব্যবহার করেন অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রসঙ্গক্রমে যাঁরা নিশ্চিতরূপে ভারতীয়। উদাহরণস্বরূপ—

- দিওয়ালিতে একজন লোক মন্দিরে যান ও পূজারি (pujari) তাকে (Dewali) প্রসাদ (prasad) দেন। তিনি একটি নতুন কুর্তাপাজামা (kurta pajama) কেনন তার নিজের জন্য ও নতুন শাড়ি (sari) তার স্ত্রীর জন্য। তারা প্রদীপ (diiyaas) জ্বালান বাড়ির চারপাশে ও বিভিন্ন রকম মিষ্টি, যেমন—জিলিপি (jelebi), রসগোল্লা (rasgullas) ইত্যাদি খান।
- সংবাদপত্র পূর্ণ ছিল ধর্ণা (dharnas) ও বন্ধ (bandhs) তার প্রতিবেদনে যেটা সারা ভারতে সংঘটিত হয়েছিল।
- শামিয়ানা (shamiiaanaa) টি বিবাহের জন্য সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল।
- সাতপাকে ঘোরা (feraa) ও কন্যাদান (kanyaa daan) রাত্রি একটার পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

Diwali (দিওয়ালি)—হিন্দুদের একটি আলোকৎসব। Prasad (প্রসাদ)—মন্দিরে (হিন্দু) পূার স্থানে দেওয়া পবিত্র মিষ্টান্ন। Pujari (পূজারি)---একজন হিন্দু পুরোহিত, Kurta-pajama (কুর্তা-পাজামা)—একটি ভারতীয় পোষাক, Sari (শাড়ি)—ভারতীয় পোষাক যেটি মহিলারা পরেন। Diiyaa (দিয়া)—মাটি দিয়ে তৈরি ছোট প্রদীপ, Jalebi and rosgulla (জিলিপি ও রসগোল্লা)—ভারতীয় মিষ্টি, dharnas and bendhs—স্ট্রাইকস্ (strikes)-বন্ধ, Shamiiaanaa (শামিয়ানা)—একটি বিরাট তাঁবু যেটি বাড়িতে ব্যবহার করা হয় অনেক লোক সমবেত হলে। Feraa (ফেরা)—হিন্দু বিবাহে একটি রীতি যেখানে কনে ও বর প্রজ্বলিত আগুনের চারপাশ ঘোরে। kanyaadaan (কন্যাদান)—হিন্দুবিবাহে একটি রীতি যেখানে কনের বাবা কনেকে বিদায় দেন।

বাঁকা অক্ষরে (ইংরাজি শব্দগুলি) শব্দগুলি হিন্দী শব্দ ও এগুলির কোন পরিবর্তন না করেই ইংরাজি বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐগুলি হল ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব ইংরাজি বলিয়েদের, ভারতীয় ইংরাজি ব্যবহারকারির উপর। এইরকম শব্দগুলি ভারতীয় জীবনযাত্রার রীতি প্রকাশ করেও ইংরাজির অন্য বিভাগের যেমন—ব্রিটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, সিঙ্গাপুরিয়ান, সাউথ আফ্রিকান ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত হয় না। শব্দভাণ্ডারের কিছু অংশ যেটি ইংরাজির প্রতিটি বৈচিত্র্যদ্বারা প্রকাশিত সেটা অবশ্যই সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

একই সময়ে, ভারতে যখন ইংরাজি বলা হত, কিছু শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত। তথাকথিত ইংরাজির স্থানীয় প্রকারগুলিতে (যেমন ব্রিটিশ, আমেরিকান ইত্যাদি) শব্দগুলি 'কাকা' (uncle) ও কাকিমা

নোট

(aunt) ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র পারিবারিক সম্পর্ক বোঝানোর জন্য, যেমন—মামা (mama), মাসি (masi), পিসি (bua), মেসো (buufaa) ইত্যাদি কিন্তু ভারতীয়রা এই শব্দগুলি ব্যবহার করে তুলনা দিতে—বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবেশী, দোকানদার পিতা-মাতার বন্ধু, বাস-চালক ইত্যাদিতে। আমরা শব্দ সমষ্টিকে সংক্ষেপ করে দি যেমন স্বাগত ভাষণ ('address of welcome'), পারিবারিক সদস্যরা ('members of the family'), চাবির গোছা ('bunch of keys'), দেশলাই বাক্স ('box of matches') ব্যবহার করা হয় 'welcome address' (ওয়েলকাম এ্যাড্রেস), 'family member' (ফ্যামিলি মেম্বার), 'key bunch' (কি বাঞ্চ) ও 'match box' (ম্যাচ বক্স)। একইভাবে, যখন স্থানীয় ইংরাজির বিভিন্ন প্রকারে আছে 'বাতিল' (postpone) শব্দটি, 'পূর্বে স্থির' (Prepone) ভারতীয় ইংরাজির কেবলমাত্র একটি অংশ, যদিও এটি এখন বিশদে বোঝা গেছে এবং প্রায়ই প্রশংসিত হয়েছে। ভারতীয় ইংরাজিতেও বিভিন্ন বাক্যাংশ আছে যেটি ইংরাজির কোন স্থানীয় প্রকারে পাওয়া যায় না যেমন—'পিন পড়ার নিস্তব্ধতা' (pindrop-silence), হৃদয়ের বদল (Change of heart), প্রত্যেকটি ও প্রত্যেকে (each and every), প্রয়োজনীয়টি করা (do the needful) ইত্যাদি।

উচ্চপদস্থ লোককে গুরুত্ব দেওয়াটাও প্রকাশ পেয়েছে সম্বোধনের বিভিন্ন রূপে, সাক্ষরের রূপে এবং বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে প্রথাগত যোগাযোগে ভারতীয় ইংরাজিতে যেটা অন্য প্রকারগুলির অংশ নয়

Respected sir (সম্মানীয় মহাশয়)

Draw your **kind attention to** (আপনার গভীর মনোযোগ দান করুন)

To bring to your kind notice (গভীর দৃষ্টি আনুন)।

এইভাবে ভাষাগুলি থেকে শব্দ ব্যবহার করো ইতিপূর্বেই নানা ধারণার/উদ্দেশ্য ইত্যাদি জানিয়েছে, যেটির কোন সমতুল নেই দ্বিতীয় ভাষায়। দ্বিতীয় ভাষার শব্দ পৃথকভাবে ব্যবহার করে ও নতুন শব্দ ও বাক্যাংশ ধার করে পরিবেশের উপর ভিত্তি করে যেখানে ভাষাটি বলা হয়েছে সেটা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তখন দুটি ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটিকে হস্তক্ষেপ বলা যায় না তাহলে সেটা নেতিবাচক বদলি হবে প্রথম ভাষা থেকে দ্বিতীয় ভাষায়।

আপনার উন্নতিকে যাচাই করুন—6

1. আমরা কোথায় খুঁজে পাই বাক্যাংশগুলি যেমন—'পিন পড়ার নিস্তব্ধতা', 'হৃদয়ে বদল', 'প্রত্যেকটি ও প্রত্যেকে'?

(ক) (খ) ভারতীয় ইংরাজি (গ) অ্যামেরিকান ইংরাজি (ঘ) অস্ট্রেলিয়ান ইংরাজি।

2. হিন্দী ও ইংরাজির বাক্যগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

.....

.....

নোট

.....

.....

3. 'ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি সুস্পষ্ট দেখা যায় ভারতীয় ইংরাজিতে'—উপরের উদ্ধৃতিটি প্রমাণে উদাহরণ দাও।

.....

.....

.....

.....

ধ্বনিতত্ত্ব :

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বলা ইংরাজি একইরকম ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়না। একজন ব্রিটিশের বলা ইংরাজি ধ্বনি একজন অ্যামেরিকানের বলা ইংরাজি থেকে খুবই আলাদা। একজন অস্ট্রেলিয়ানের বলা শব্দ ভিন্ন ধরনের হয় অ্যামেরিকান, ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের ধ্বনি অপেক্ষা। একই ব্যাপার সত্য হয় দেশের বিভিন্ন অংশে বলা হিন্দীর ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ এটা বলা কঠিন নয় যে যে ব্যক্তি হিন্দী বলছেন তিনি বাংলা, বিহার অথবা তামিলনাড়ু কোথাকার হিন্দীভাষী।

এটার কারণ অবশ্য ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং ব্যাকরণ নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের বলার ধ্বনি আমাদের কানে ভিন্ন রকম শোনায়। এর পিছনে অনেক কারণ আছে। এখানে একটির সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

দ্বিতীয় ভাষা যেটা আমরা শিখি সেখানে যে ধ্বনি আছে সেটি প্রথম ভাষায় নেই। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্থানীয় ইংরাজিভাষী দুধরনের ভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করেন 'ভ্যান' (van) ও 'ওয়াচ' (watch) শব্দদুটির প্রথম বর্ণটিকে উচ্চারণ করতে, কিন্তু একজন হিন্দীভাষী যখন ইংরাজী শব্দদুটি উচ্চারণ করেন, তখন উভয় শব্দই 'v' (ভ্) ধ্বনি দিয়ে শুরু করেন। একইভাবে, হিন্দীভাষীরা নিশ্চিতভাবে 'treasure' (ট্রেজার) অথবা 'measure' (মেজার) উচ্চারণ করার সময় বলেন 'treazure' ও 'meazure' যেহেতু তাদের কাছে 'z' এর সমতুল ধ্বনি নেই শব্দদুটিকে উচ্চারণ করার জন্য।

একই জিনিস সত্য হবে স্থানীয় ইংরাজিভাষীদের ক্ষেত্রে যখন তারা হিন্দী শেখার চেষ্টা করে। তাদের কাছে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করা কঠিন যেমন—খরগোশ (Khargosh), ঘর (Ghar), ছাত্রী (Chhatrii), ঝর্ণা (Jharnaa), থেলা (thelaa), ফুল (phuul), ভালু (bhaaluu) ইত্যাদি উচ্চারিত হতে পারে 'kargosh', 'gar', 'chatrii', jarnaa, 'tela', 'puul', 'baaluu' পর্যায়ক্রমে। এই শব্দগুলি kh (খ), gh (ঘ), ch (ছ), jh (ঝ), th (থ), ph (ফ) ও bh (ভ) ইংরাজিতে নেই। এই একই ব্যাপার সত্য হবে সেই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে যখন এগুলি শুরু হয় ত (T), থ (Th), দ (D), ধ (Dh) দিয়ে শুরু হওয়া শব্দগুলি ইংরাজিতে নেই।

নোট

(খরগোশ — khargosh — rabbit, ঘর—ghar—house, ছত্রী—chhatrii—umbrella, ঝর্ণা—jharnaa—stream, (থেলা—thelaa — bag, ফুল—phuul—flower, ভালু—bhaaluu — bear)।

এইভাবে ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রটাই একমাত্র অঞ্চল, যেখানে প্রকৃতই আমরা দেখতে পাই প্রথম ভাষার হস্তক্ষেপ। একটা জিনিস যেটা শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে ধ্বনির সাথে যুক্ত করে একটি ভাষায়, সেটি হল তার বয়স। সময়ের সাথে আমাদের চোয়াল স্থির হয় এবং কিছু ধ্বনি আমাদের সৃষ্টি করতে অসুবিধা হয়। এছাড়াও আমাদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা নতুন শব্দগ্রহণের কিছু বয়স পরে ভুলে যায়। শিশুরা সহজেই দ্বিতীয় ভাষার শব্দগুলি শিখে যায় তাদের বয়ঃসন্ধির সময় পর্যন্ত অর্থাৎ মস্তিষ্কের বাম লঘুমণ্ডলের দ্বারা যে সময় পর্যন্ত ভাষায় বিশিষ্টতা পায়। প্রকৃতপক্ষে যদি আপনি 3-4 বছরের ভারতীয় শিশুকে একটি ইংরাজি বলা জাতির কাছে পাঠান, যেমন—আমেরিকা অথবা ব্রিটেনে ও তাকে সুযোগ দেওয়া হয় ইংরাজিভাষী শিশুদের সঙ্গে মিশতে, শিশুটি আমেরিকান বা ব্রিটিশ শিশুদের মত কয়েক মাসেই উচ্চারণ করবে।

আপনি নিজের উন্নতি যাচাই করুন—7

1. একজন স্থানীয় ইংরাজীভাষীর 'খরগোশ' (khargosh) শব্দটি বলতে কঠিন হয় কেন?
(ক) এই শব্দটি ইংরাজিতে পাওয়া যায় না। (খ) 'kh' (খ) ধ্বনিটি ইংরাজিতে নেই।
(গ) হিন্দী বলতে চায় না। (ঘ) শিখতে চেষ্টা করে না।

2. কেন আমাদের বলতে কষ্ট হয় সেই ধ্বনিগুলি যেগুলি একটি বয়সের পর আমাদের পরিবেশে থাকে না?

.....

.....

.....

.....

3. ব্রিটেন অথবা আমেরিকার কোন টিভি চ্যানেল অথবা রেডিও স্টেশন শুনলেন। এই চ্যানেলগুলিতে আপনি যে ইংরাজি শুনলেন সেই ধ্বনি একটি ভারতীয় চ্যানেল বা স্টেশন থেকে বলা ইংরাজি ধ্বনির মত কি একইরকম? একটি সাদৃশ্যপূর্ণ তুলনা কর হিন্দীভাষী একটি আঞ্চলিক চ্যানেলে যথা বাংলা অথবা একটি পাঞ্জাবী চ্যানেল যার দেশ জুড়ে দর্শক আছে তাতে বলার ক্ষেত্রে। হিন্দীভাষীরা এই আঞ্চলিক চ্যানেলগুলিতে কি একইরকম ধ্বনি শোনাবে?

.....

.....

.....

.....

নোট

3.4 ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি

ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকারে প্রসারিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি। এগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট হল 'একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের প্রয়োজনীয়তা', 'একটি বোঝাপড়া যে ভাষা কি' এবং 'একটি বোঝাপড়া কিভাবে শিশুরা শেখে'।

3.4.1 ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি

এটি সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি যা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এখনও সমভাবে ব্যবহৃত। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল যে ভাষাটি শিখতে হবে সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের গভীর পাঠ ও এই ভাষায় লেখা। ছাত্রদের কাছে আশা করা হয় যে তারা মনে রাখবে যে ব্যাকরণের নিয়মগুলি ও শব্দভাণ্ডারের তালিকা এবং শেখা ভাষা (ভিত্তি-ভাষার) থেকে শিক্ষণীয় ভাষায় অনুবাদ এবং এর বিপরীতটিও শিক্ষকদের সাহায্যেই হয়। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হল যে শিশুরা ভাষা শোনা এবং বলায় গভীরতা অর্জন করতে পারে না।

যে পদ্ধতিগুলি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এই পদ্ধতিতেই শোনা ও বলায় আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই পদ্ধতিগুলি হল—নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শ্রবণ-ভাষা সংক্রান্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি উন্নত হয়েছে কেবলমাত্র শোনা ও বলার দক্ষতায় আরও মনোযোগ দেওয়াই নয়, এবং এর উত্তরে ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি ও এছাড়াও এটি একটি বোঝাপড়ার প্রতিধ্বনি যেটা ভাষাতত্ত্বে উন্নত হয়েছে। ভাষার মূল ভিত্তি হল বক্তব্য এবং অল্পই ভাষা আছে যাদের লিখিত রূপ আছে। এমন একটা সময় ছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে অনেক চাহিদার যেমন—অনেক অনুবাদক, গুপ্তচর, গুপ্ত সাঙ্গেতিক সহযোগী ইত্যাদি যারা বহুভাষায় সাবলীল ছিলেন। এইভাবে পদ্ধতিগুলি জোর দিয়েছে শোনা ও বলায়। শ্রবণ-ভাষা পদ্ধতিতে কথোপকথন হল শিক্ষণের মুখ্য একক।

টেপ-রেকর্ডারের আবিষ্কার ও ভাষা গবেষণাগার এই পদ্ধতি ব্যবহারে সাহায্য করেছে। নিচে একটি কথোপকথনের উদাহরণ দেওয়া হল যেটি শ্রবণ-ভাষা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়।

কমল : তোমার নাম কি?

গীতা : আমার নাম গীতা। তোমার কি নাম?

কমল : আমার নাম কমল। গীতা তুমি কোথায় বাস কর?

গীতা : আমি অশোক বিহারে বাস করি। তুমি কোথায় বাস কর?

কমল : আমি রাজেন্দ্রনগরে বাস করি।

এখন এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভাষা শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতিগুলি হল—সমন্বয়সাধন পদ্ধতি ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

নোট

3.4.4 সমন্বয়সাধন পদ্ধতি

সমন্বয়সাধন পদ্ধতি সাধিত হয় বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা যেটি ভাষাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক ভাষাতত্ত্ব এটি স্পষ্ট করেছে যে ভাষা অর্জনের অর্থ এই নয় যে কেবল ভাষার গঠন শিখন, এছাড়াও শেখার ভাষাকে কিভাবে প্রসঙ্গ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এটা স্বাভাবিক যে ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতিগুলি সাধিত হয় 'প্রসঙ্গে সমন্বয়সাধন' ভাষা শিক্ষার এই ভিত্তি দ্বারা। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষা দিলে অধ্যায়গুলি দেখাত এইরকম—'রেলওয়ে স্টেশনে', 'ডাক্তারের সঙ্গে', 'একটি কাজে' ইত্যাদি।

3.4.5 স্বাভাবিক পদ্ধতি

এই পদ্ধতি সর্বাধিক মনোযোগ দেয় এই ঘটনায় যে ভাষা শিক্ষায় দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষকদের উপর অথবা শিক্ষণ-শিখনের পদার্থগুলির উপর না দিয়ে, দৃষ্টি দেওয়া হয় শিক্ষার্থীর (ছাত্রর) উপর। এই ঘটনাটি ভাষাতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা সাধিত হয়। এই গবেষণাগুলি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে ভুল করা হল 'ভাষা অর্জনের পদ্ধতির' একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। ভুলগুলিকে বিশ্লেষণ করে এটা বোঝা যায় যে এই ভুলগুলি হল একটি শিশুর জ্ঞান এবং শিখন পদ্ধতির নির্দেশক।

এই গবেষণাগুলি এটাও প্রমাণের চেষ্টা করে যে শিশুদের ভাষা অর্জন/সংগ্রহের একটি সহজাত ক্ষমতা আছে জন্ম থেকেই। একটি 4(চার) বছর বয়সী ও আন্তরিকভাবে তার ভাষার নিয়মগুলির সাথে পরিচিত থাকায় বলার সময় ভুল করে না, বিদ্যালয়ে ভর্তির আগেও। এই কারণে স্বাভাবিক পদ্ধতি দৃষ্টি দেয় একটি শিশুকে ভাষা শিখনের জন্য একটি চিন্তামুক্ত পরিবেশেরও সেই সঙ্গে তার তুলনা অনুযায়ী চিত্তাকর্ষক ও প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষণ-শিখন পদার্থ।

আপনার উন্নতি নিজে যাচাই করুণ—8

1. প্রত্যক্ষ পদ্ধতির দৃষ্টিবিন্দু কি?
   (ক) অনুবাদ (খ) প্রসঙ্গানুযায়ী ভাষার ব্যবহার (গ) শিশুরা (ঘ) বলার ক্ষেত্রে নির্ভুল।
2. ভাষা শিক্ষার সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি কোনটি? এর সীমাবদ্ধতা কি কি?

   _____

   _____

   _____
3. এখন ভাষা শিক্ষার কোন পদ্ধতিটি সাধারণত কেন ব্যবহার করা হয়?

   _____

   _____

   _____

নোট

4. শ্রবণ ভাষা (Audio-lingual) পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভাষা শিক্ষার জন্য একটি চিত্তাকর্ষক কথোপকথন সৃষ্টি কর।

_____

_____

_____

3.5 চলো সংক্ষেপে করা যাক :

● শিশুরা প্রথম ভাষা শেখে তাদের পরিবেশ থেকে কোনরকম বিশেষ শিক্ষণ ছাড়াই অর্থাৎ বিদ্যালয়ে না গিয়ে বা বই না পড়ে।

● শিশুদের সহজাত ক্ষমতা আছে ভাষা সংগ্রহের ব্যাপারে। তারা একটার বেশী আরও ভাষা দক্ষতার সঙ্গে অর্জন করতে পারে তাদের পরিবেশ থেকে। সেইজন্য শিশুরা শুধু বড়দের নকল করেই ভাষা শেখে না।

● সাধারণত শিশুরা 2-4 বছরের মধ্যে ভাষা অর্জন করে। এই সময়টা এইভাবে জটিল সময় বলে বলা হয়েছে ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে। এই সময়ের পরে সাধারণতঃ ভাষা শিখন কঠিন হয়ে পড়ে ও স্থানীয় বক্তা বিসাবে বিশেষত উচ্চারণে জোর দিলে। ব্যাকারণ ও শব্দ ভাণ্ডার যে কোন বয়সে শেখা যায় যদি প্রয়োজনীয় প্রকাশ পাওয়া যায়।

● ব্রোকার অঞ্চল ও ওয়েরনিকের অঞ্চল মানুষের বাম মস্তিষ্কে অবস্থিত ভাষা সম্বন্ধীয় কাজ কর্মের জন্য দায়ী। এই অঞ্চলগুলি দায়ী বক্তব্য উৎপাদন ও বক্তব্য বোঝার জন্য যথাক্রমে। এই অঞ্চলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভাষা অর্জন আক্রান্ত হয়।

● বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে যায় যখন শিশু ভাষা শেখে যেমন—কু আওয়াজ করা, বুদবুদ্ করা, একটা দুটো শব্দ বলা ইত্যাদি।

● দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বিস্তৃত শিক্ষণ হল গুরুত্বপূর্ণ। যা হোক, দ্বিতীয় ভাষাটিও প্রথম ভাষার মত শেখা যায় যদি শিশু জটিল সময়ে সমৃদ্ধ ভাষার অঞ্চল পায়।

● 'সামর্থ্যর অন্তর্ভুক্তি' এবং 'একটি সাধারণ ও সমন্বয় সাধনের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে।

● দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে, অতিরিক্তভাবে অর্থকে প্রাসঙ্গিক হতে হবে ব্যাকারণে দৃষ্টি দিলে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাবে।

● দ্বিতীয় ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে নির্ভুল ও দক্ষতা সময়ের সাথে বাড়াতে হয়।

● শিশুদের উদ্যোগ, আত্ম-বিশ্বাস, কৌতূহল ও ভাষা শিখনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভাষা অর্জনে।

● আমাদের প্রথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ করে না।

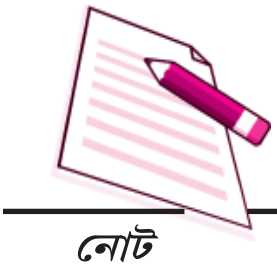

নোট

3.6. প্রস্তাবিত পড়া ও তুলনীয় পাঠ :

এইচিসন, (1979) দ্য আর্টিকুলেট ম্যামাল : এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু সাইকোলিংগুইসাটিকস্, লণ্ডন, হাচিসন এ্যাণ্ড কোং। এইচিসন, (2003) টিচ্ ইওরসেল্ফ লিঙ্গুইসটিকস্, ইউনাইটেড কিংডম : হোডার স্টাউটন লিমিডেট। প্যারাডাইম রুটেড ইন মাল্টিলিহগুয়ালিটি ইন্টারন্যাশানাল মাল্টিলিঙ্গুয়াল রিসার্চ জার্নাল। 1.2.1-10

অগ্নিহোত্রী, আর. কে. এ্যাণ্ড খান্না, এ. এল। (এডিটরস্) (1994) সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাকুইজিসন। নিউ দিল্লী : সেজ পাবলিকেশনস, কুক, ভি. (2008) সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এ্যাণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, ইউনাইটেড কিংডম : হোডার এডুকেশন।

ক্র্যাশেন, এস. (1982) প্রিন্সিপালস্ এ্যাণ্ড প্র্যাকটিস ইন সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাকুইজিশন, পারগামন প্রেস, ইনক, ম্যাকগ্রেগর, ডাবলিউ (2009) লিঙ্গুইসটিক্স : এ্যান ইনট্রোডাকশন, লণ্ডন : কন্টিনাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং গ্রুপ।

রিচার্ডস, জে. সি. এ্যাণ্ড রজার্স, টি. এস. (1995), এ্যাপ্রোচেস এ্যাণ্ড মেথডস ইন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, ইউনাইটেড কিংডম : কেম্বিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ইউল, জি. (2006), দ্য স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ইণ্ডিয়া : কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

3.7. একক শেষের অনুশীলনী :

1. ভাষা শিখন ও ভাষা অর্জনের পার্থক্য ও সাদৃশগুলি কি কি?
2. সমৃদ্ধ ভাষা পরিবেশ প্রথম ভাষা অর্জনে কি ভূমিকা পালন করে, চিন্তা কর।
3. কিভাবে মানুষের শরীরের অভিযোজন ভাষা শিখনে সাহায্য করে?
4. উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর (একটি কথোপকথনের) যে শিশুরা নকল করে ভাষা শেখে না।
5. ভাষা অর্জনে 'জটিল সময়ের' গুরুত্ব কি?
6. টেলিগ্রাফিক বক্তব্য ও হোলোগ্রাফিক বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কি?
7. যদি শিশুদের ভাষা সমৃদ্ধ পরিবেশ দেওযা যায় দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে, তারা কি দ্বিতীয় ভাষাকে সেইভাবেই অর্জন করে যেমন ভাবে তারা প্রথম ভাষাকে অর্জন করে? যদি হ্যাঁ হয়, ব্যাখ্যা কর কিভাবে?
8. দ্বিতীয় ভাষা শিখনে বিভিন্ন পদ্ধতি ও যন্ত্র (tools) সম্বন্ধে আলোচনা কর।
9. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমাদের প্রথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা শিখনে হস্তক্ষেপ করে না। যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।
10. মস্তিষ্কের কোন অংশটি ভাষা সম্পর্কের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত? ব্রোকার অঞ্চল ও ওয়েরনিকের অঞ্চলের কাজ কি?
11. সুবিধা ও সীমাবদ্ধতার তালিকা করুণ। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতির ও সংক্ষেপে আলোচনা করুণ।